খেলাঘর

২য় বর্ষ	সম্পাদক	২৫শে বৈশাখ
১ম সংখ্যা	শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী	১৩৩২

নাট্যজগৎ

'নাচঘরের' আজ থেকে নববর্ষ সুরু হ'ল। সকলকেই আমরা সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

* *

যাঁরা এই কাগজখানিকে সৃষ্টি করে'ছিলেন তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়াতে, তাঁরা এ পত্রিকা থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। এ বৎসর নূতন কর্ম্মী ও নব পরিচালকের দ্বারা বাংলাদেশের রঙ্গালয় সম্পর্কীয় এই একমাত্র সাপ্তাহিকখানি প্রকাশ হবে। আশা করি সাধারণের কৃপাদৃষ্টি থেকে 'নাচঘর' কোনও দিন বঞ্চিত হবে না।

* *

গেল বৎসর যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই 'নাচঘর' প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল তাতে অনেকেরই সঙ্গে তাকে বিবাদ করতে হ'য়েছে এবং অনেক অপ্রিয় আলোচনা করে তাকে অনেকেরই বিরাগ ভাজন হ'তে হ'য়েছে কিন্তু আজ আর তার সে প্রয়োজনটুকু নেই বলে সে সকল রকম বিবাদ বিসম্বাদ ও অপ্রিয় আলোচনা ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র দেশবিদেশের রঙ্গালয় আমোদপ্রমোদ চলচ্চিত্র ও অভিনেতাঅভিনেত্রীদের তথ্য সংগ্রহ ক'রে এনে আপনাদের সরবরাহ ক'রে যাবে।

* *

'নাচঘর' কোনও রঙ্গালয়েরই পক্ষপাতিত্ব বা বিরুদ্ধাচরণ ক'রে কোনও দলবিশেষের মুখপত্র বলে কলঙ্ক কিনতে রাজি নয়। সে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে সকলেরই নির্ভীক সমালোচনা করে যাবে, তারমধ্যে বিদ্বেষ থাকবে না, অযথা নিন্দা থাকবে না এবং প্রশংসার বাড়াবাড়ি ও তার সমালোচনা চাটুকারের তোষামদে পরিণত করে তুলবে না। দোষগুণ সবারই সে সমান চক্ষে দেখবে ও সহানুভূতির সঙ্গে বলবে।

* *

গ্রাহক অনুগ্রাহক বর্গের বিশেষ অনুরোধে 'নাচঘরে'র আকার পরিবর্ত্তিত করা হ'ল। তাঁরা অনেকেই এক বৎসরের 'নাচঘর' বাঁধিয়ে রাখতে চান কিন্তু 'নাচঘরে'র বিরাট আকার তাঁদের সে উদ্দেশ্যের পক্ষে একটা মস্ত বাধা হওয়ায় নববর্ষের 'নাচঘর' তার সংবাদপত্রের মূর্ত্তি পরিত্যাগ ক'রে পুস্তকাকারে প্রকাশ হ'ল; আমরা জানি আমাদের কোনও কোনও বন্ধু হয়ত এটা পছন্দ কর'বে না। তাঁদের কাছে আমাদের অনুরোধ যে তাঁরা যেন এই রূপান্তর গ্রহণ করাটাকে একটা মস্ত বড় অপরাধ মনে ক'রে আমাদের প্রতি একবারে বিরূপ না হ'ন। কারণ আকারে 'নাচঘর' এবার বদলে গেলেও প্রকারে যে সে গতবৎসরকে পশ্চাতে ফেলে রেখে এগিয়ে যাবে সে ভরসাটা আমরা তাঁদের আগেই দিয়ে রাখছি।

* *

এই এক বৎসরের মধ্যে 'নাচঘর' আর কিছু করুক বা না করুক একটা কাজ যে সে ক'রেছে সেটা বোধহয় কেউই অস্বীকার করচে না। বঙ্গদেশের দৈনিক

ও সাপ্তাহিকগুলিতে আগে রঙ্গালয়ের সম্বন্ধে কচিৎ কখনও একটু আধটু আলোচনা থাক্‌তো কিন্তু কেবলমাত্র থিয়েটারের কথা নিয়েই যখন 'নাচঘর' প্রকাশ হ'লো এবং প্রথম দিন থেকেই এই পত্রিকাখানি সাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ ক'রে ফেল্‌লে, তখন থেকে বাংলাদেশের অধিকাংশ দৈনিক ও প্রায় প্রত্যেক সাপ্তাহিকেই রঙ্গালয়ের জন্য একটি বিশেষ বিভাগ দেখা দিয়েছে। অবশ্য সহযোগী "শিশির" যে এ বিষয়ে সর্ব্ব প্রথম উদ্যোগী তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

* • *

নববর্ষে নাট্যজগতের প্রধান ঘটনা হচ্ছে মিনার্ভার পুণর্নির্ম্মিত নূতন গৃহে মহা সমারোহে প্রবেশ! দগ্ধ-গৃহ হ'য়েও এই সম্প্রদায় এতদিন বহু ক্লেশ স্বীকার ক'রে আপনাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। নটনাথ তাদের এই অধ্যবসায় দেখে প্রীত হয়ে পুণরায় তাদের স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত ক'রলেন। আশা করি রঙ্গেশ্বরের কৃপায় তাঁরা আবার শীঘ্রই তাঁদের পূর্ব্ব গৌরবে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠে সমুজ্জ্বল নক্ষত্র রূপে নাট্যাকাশে প্রকাশ হবেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁদের সাফল্য ও সুদিন কামনা ক'র্‌ছি।

*

আর্টথিয়েটার সম্প্রদায় রেঙ্গুন থেকে যশের মুকুট মাথায় প'রে ফিরে এসেছেন। আমরা তাঁদের রেঙ্গুন বিজয়ের কাহিনী এখনও সবিশেষ জান্‌তে পারিনি শুধু এই টুকুমাত্র শুনেছি যে, তাঁদের সমুদ্র-যাত্রা নাকি সবদিক দিয়েই সার্থক হ'য়েছে। রেঙ্গুনের অধিবাসীরা দলে দলে এসে তাঁদের অভিনয় দেখেছেন এবং খুশী হ'য়ে তাঁদের সাদর অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাঁদের অভিনয়ের খ্যাতি বর্ম্মার সীমা ছাড়িয়ে মালয় ও সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত পৌচেছে। সিঙ্গাপুর তাঁদের সম্প্রদায়কে সেখানে গিয়ে অভিনয় করবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছে। এটা শুধু বাঙালী নাট্যসম্প্রদায়ের গৌরবের কথা নয়, বাঙালী জাতিরও গৌরবের বিষয়। আমরা তাঁদের এই আশাতীত সাফল্য লাভের সংবাদে বিশেষ আনন্দিত হ'য়েছি। বাঙলার বাহিরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আর্টথিয়েটার আজ বাঙালী নাট্যসম্প্রদায়ের জন্য বৃহত্তর আসরের দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছেন।

* *

মনমোহন নাট্যমন্দিরে 'জনা' কবে খোলা হবে এবং 'পুণ্ডরীকের' পরিণাম কি হ'লো জান্‌বার জন্য বহু লোকে ক্রমাগত আমাদের পত্রাঘাত ক'রছেন। আমরা তাঁদের কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্য বর্দ্ধমানের জনৈক গ্রহাচার্য্যের নিকট সংবাদ

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের "প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যকলা" সম্বন্ধে প্রবন্ধ নাচঘরে ধারাবাহিক বাহির হইবে।

নিয়ে জানলুম যে খুব শীঘ্রই "জনা" আরম্ভ হ'বে। এখনও দিন স্থির নাই বটে তবে ২০ শে মে তারিখের মধ্যে হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু নাট্যমন্দিরের অধিকারী শিশিরবাবু আমাদের ব'ললেন যে দু'একজন প্রধান আর্টিষ্টের অসুস্থতার জন্য বইখানি খুলতে বিলম্ব হ'চ্ছে, তাঁরা সেরে উঠলেই 'জনার' প্রথম অভিনয়ের তারিখ ঘোষণা করা হবে।

* *

পুণ্ডরীক দেখবার জন্য যারা ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন তাঁদের "জনার" অভিনয় না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতেই হ'বে। কারণ তার আগে 'পুণ্ডরীক' হবার কোনও সম্ভাবনা নাই। তবে 'পুণ্ডরীক' যে পরিত্যক্ত হয়নি এবং জনার সঙ্গে সঙ্গেই যে তার আত্মপ্রকাশের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে এই আশাটুকু পেয়ে তাঁরা আশ্বস্ত হ'তে পারেন।

* *

"কর্ণার্জ্জুন আর কত দিন চ'ল্‌বে, আর্টথিয়েটার কি নূতন বই আর কিছু খুলবেন না ?" এই বলে আমরাই একদিন আর-পাঁচজনের সঙ্গে আর্টথিয়েটারের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলেম। আর্টথিয়েটার দেখ্‌ছি এখন সুদে ও আসলে সে কথার জবাব দিচ্ছেন। এখন দেখ্‌ছি প্রায় প্রতি সপ্তাহেই তাঁরা একএকখানি নূতন বই অভিনয় করবেন বলে ঘোষণা ক'রছেন এবং অভিনয়ও ক'রছেন !

* *

যদিও বহুদিন পূর্ব্বের বিজ্ঞাপিত "পল্লীসমাজ," "মেবার পতন" ও "রক্তরাখীর" কোনও চিহ্ন এখনও পর্য্যন্ত আর্টথিয়েটারে দেখা যায়নি; কিন্তু তার পরিবর্ত্তে আর্ট-থিয়েটার একেএকে অনেকগুলি জনপ্রিয় পুরাতন নাটকের পুণরাভিনয়ের আয়োজন করে সকলের ধন্যবাদ ভাজন হ'য়েছেন। আমরা কিন্তু এরূপ প্রতি সপ্তাহে নূতন নাটক খোলার একেবারেই পক্ষপাতী নই। কারণ এ ব্যবস্থায় অল্প সময়ের মধ্যেই প্রস্তুত হ'তে হয় ব'লে কোনও বইখানিই বেশ নিখুঁত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ক'রে অভিনয় করা যায় না, ফলে, ক্ষতি শুধু নাট্যকলার দিক দিয়েই যে যথেষ্ট হয় তায় নয় নাট্য সম্প্রদায়েরও সুনাম ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে যায় !

* *

একথা শুনে কেউ যেন না মনে করেন যে আমরা তবে বুঝি অপর কোনও নাট্য-মন্দিরের ধীর মন্থর শম্বুক গতিরই পক্ষপাতী। একেবারেই তা নয়। বরং শ্লথ-গতির মৃদু জীবনী শক্তির জড়তা ও ক্ষীণতার চেয়ে আমরা প্রবল-গতির, প্রচণ্ড জীবনীশক্তির উদ্দাম গতিকেই বরণ ক'রে নিতে প্রস্তুত আছি, সেটা 'আর্টকে' ক্ষুণ্ণ ক'রে নয় !

* *

আর্ট থিয়েটারে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের "চিরকুমার সভা" বস্‌বে বলে ঘোষণা হয়েছে দেখে কুমারবাহাদুররা আর না হোক্ অন্ততঃ ইস্কুল কলেজের সুকুমার কুমারবৃন্দ যে খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অনেক নাট্যামোদী সুধীবৃন্দও এবার একখানি উচ্চ অঙ্গের নাটকের রসাস্বাদন করবার সুযোগ পাবেন বলে আশায় উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছেন। কিন্তু আর্টথিয়েটারে "চিরকুমার সভা" বসবার আগেই সেখানে

হঠাং "বলিদানের" বাজনা বেজে উঠতে দেখে অনেকেই নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়েছেন।

অক্ষয়ের ভূমিকা শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী মহাশয়কেই দেওয়া উচিত বলে ইতিপূর্ব্বে 'নাচঘরে' অভিমত প্রকাশ করা হয়েছিল, কিন্তু আমাদের জনৈক সু-রসিক বন্ধু বলছেন যে, তাহ'লে নাকি শ্রীমতী সুবাসিনীর প্রতি অবিচার করা হবে। কারণ আশ্চর্য্যময়ীকে যখন 'বিষবৃক্ষে' "দেবেন্দ্র দত্ত" অভিনয় করবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তখন "চিরকুমার সভায়" এবার 'অক্ষয়ের' ভূমিকা শ্রীমতী সুবাসিনী-কেই দেওয়া উচিত! নইলে অন্যায় হয়! বন্ধুর কথা শুনে মনে হ'চ্ছে তাহ'লেও মন্দ হয় না! 'বিষবৃক্ষে' তিনকড়িবাবু যে ভূমিকা ভালরকম অভিনয় ক'রতে পারতেন সে ভূমিকায় না নেমে, নামলেন কিনা শেষে নগেন্দ্র দত্ত সেজে! যা পারি তা কোরবো না, আর, যেটা পারবো না সেইটেই সাজবো এরকম মতিগতি যদি কোনও অভিনেতার দেখা যায় তবে সেটা একটু ভয়ের কারণ বটে!

* *

আর্ট থিয়েটার যদি সিঙ্গাপুরের আহ্বান রক্ষা করতে যান তাহ'লে এবার যেন তাদের বাছা বাছা শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীদেরই নিয়ে যাবার ব্যবস্থা ক'রেন, কারণ তাঁদেরই অভিনয় দেখে বাংলা দেশের অভিনয়-নৈপুণ্য সম্বন্ধে বিদেশের লোকের একটা ধারণা জন্মাবে এবং সে ধারণা যাতে কোনও দেশের কোনও জাতের নাট্য-সম্প্রদায়ের চেয়ে হীন না হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখাটাই সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য বলে মনে রাখা উচিত। অর্থ লাভের দিকদিয়েও এ ব্যবস্থায় যে ক্ষতি হবার কোনও সম্ভাবনা নাই একথা বোধ হয় রেঙ্গুনের অভিজ্ঞতার পর তাঁদের আর বিশেষ করে বোঝাতে হবে না।

* *

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যা-বিনোদের নূতন নাটক "কর্ণ" কে কেবলমাত্র নাটক ব'ললে তার সম্যক পরিচয় দেওয়া হয় না। "কর্ণ" নাটক বটে এবং সেখানি যে একখানি উচ্চঅঙ্গের কাব্য বলেও বাংলা সাহিত্যে স্থায়ীপ্রতিষ্ঠা লাভ ক'রবে এ ভবিষ্যদ্বাণী "কর্ণ" পড়ে অসঙ্কোচে করতে পারা যায়। আমাদের মনে হয় ক্ষীরোদ প্রসাদের প্রতিভার শ্রেষ্ঠদান হবে এই "কর্ণ"। 'কর্ণ' কে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর হাতে অভিনয়ের জন্য অর্পণ করেছেন। কতদিনে হ'বে কে জানে? আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলেম।
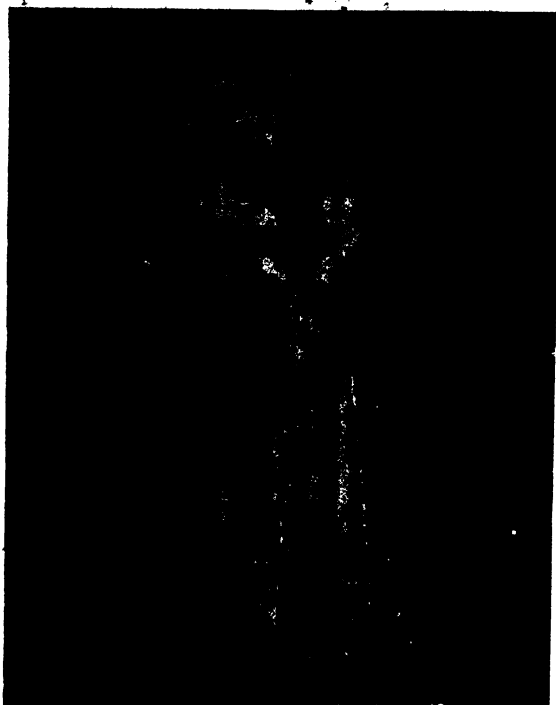
কিছুদিন পূর্ব্বে আমেরিকায় "নেবারহুড প্লেহাউসে" যে "মৃচ্ছকটিক" অভিনীত হয় তাহাতে আয়ান ম্যাক্লারন্ চারুদত্তের এবং বগইয়া আলানানোভা বসন্তসেনার পাঠ অভিনয় করেন। এই ছবিখানিতে সেই চারুদত্ত ও বসন্তসেনার অভিনয় দেখান হয়েছে।

প্রাচীন নাট্যমণ্ডপ

প্রাচীন কালের সঙ্গীত সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেকেই বই লিখেছিলেন। সঙ্গীতবিশারদ গ্রন্থকারদের সংখ্যা বড় কম নয়। তাঁদের নাম উল্লেখ করতে হ'লে একটা প্রকাণ্ড ফিরিস্তি দিতে হয়।* এঁদের মধ্যে কয়েকজন নাট্যমণ্ডপ সম্বন্ধেও আলোচনা করেছেন, নাট্যমণ্ডপের বর্ণনাও দিয়েছেন। এঁদের বর্ণনা পড়লে তখনকার নাট্যমণ্ডপ কি রকম ছিল তার একটা বেশ ধারণা হয়। আমাদের শাস্ত্রে ভরতমুনির আগে কেহ নাট্যশালার আভাস দেন নি।

তাঁর নাট্যশাস্ত্রে নাট্যমণ্ডপ তৈরী করবার পদ্ধতি দেওয়া আছে। ভরত বলেন নাট্যমণ্ডপ তিন রকমের হ'তে পারে—

"বিকৃষ্টশ্চতুরস্রশ্চ ত্র্যস্রশ্চৈব তু মণ্ডপঃ।"—২।৯

(১) "বিকৃষ্ট"—বৃত্তাভাস (elliptical বা paraboloid)

(২) 'চতুরস্র"—চতুষ্কোণ (rectangular)

(৩) "ত্র্যস্র"—ত্রিকোণ (triangular)

আর তার পরিমাপও তিন রকমের—জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠ।

"তেষাং ত্রীণি প্রমাণানি জ্যেষ্ঠং মধ্যং তথাবরম্॥"—২।৯

দণ্ড ও হস্ত দিয়ে প্রেক্ষাগৃহের মাপ করতে হয়—"প্রমাণমেষাং নির্দিষ্টং হস্তদণ্ডসমাশ্রয়ম্।"—২।১০

বৃত্তাভাস প্রেক্ষাগৃহ 'জ্যেষ্ঠ' ['জ্যেষ্ঠং বিকৃষ্টং বিজ্ঞেয়ম্'—২।১৪]। এটা শুধু দেবতাদের জন্য নিরূপিত ['দেবানাং তু ভবেজ্জ্যেষ্ঠম্'—২।১২]। এই প্রেক্ষাগৃহ

* ভরতই নাট্যশাস্ত্রকারদের মধ্যে প্রাচীনতম। 'সঙ্গীত-রত্নাকর'ও একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। এর রচয়িতা শার্ঙ্গদেব। ইনি দেবগিরির (বর্ত্তমান দৌলতাবাদের) রাজা সিঙ্ঘনের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। সিঙ্ঘনের রাজ্যকাল ১২১০—১২৪৭ খৃষ্টাব্দ। শার্ঙ্গদেব ভরতের নাট্যশাস্ত্রের টীকাকারদের মধ্যে প্রসিদ্ধ পাঁচজন টীকাকারের নাম করেছেন। তাঁদের নাম—লোল্লট, উদ্ভট, শঙ্কুক, অভিনবগুপ্ত ও কীর্ত্তিধর। শার্ঙ্গদেব তাঁর গ্রন্থে ভরত, কশ্যপ, মতঙ্গ, যাষ্টিক, শার্দূল, কোহল, বিশখিল, দাত্তিল, কম্বল, অশ্বতর, বায়ু, বিশ্বাবসু, অর্জ্জুন, নারদ, তুম্বুরু, আঞ্জনেয়, মাতৃগুপ্ত, স্বাতি, গুণ, বিন্দুরাজ, ক্ষেত্ররাজ, রাহুল, রুদ্রট, নান্যভূপাল, ভোজরাজ, ও পরমর্দী সোমেশ মহীপতির নাম সঙ্গীত-শাস্ত্রকার বলে' উল্লেখ করেছেন। সঙ্গীত-রত্নাকরের টীকা লিখেছেন 'চতুর কল্লিনাথ'। ইনি ষোড়শ শতকের (১৪০০—১৫০০ খৃঃ) লোক। এঁর টীকায়ও বেণা, মাতঙ্গ, কোহল, যাষ্টিক, বিশ্বাবসু, হনুমান্ (আঞ্জনেয়) দাত্তিল, কম্বল, অশ্বতর, রুদ্রট, কাশ্যপ, উমাপতি, নেপাল-নায়ক প্রভৃতি সঙ্গীতশাস্ত্রকারের নাম আছে। 'সঙ্গীত-মেরুতে' কোহলাচার্য্য ভট্টতন্ত্র, সুমন্ত্র, পুরারি, ক্ষেমরাজ, আর লোহিত-ভট্টের নাম করেছেন। নারদ তাঁর 'সঙ্গীত-মকরন্দে' অনেকগুলি সঙ্গীত-শাস্ত্রকারের নাম করেছেন। নামগুলি এই—

> সদাশিবো হরিব্রহ্মা ভরত কাশ্যপো মুনিঃ।
> মতঙ্গো যষ্ট দুর্গা চ শক্তিশার্দূলকোহলাঃ॥
> হনুমাংস্তুম্বুরুশ্চৈব অঙ্গদশ্চৈব নারদঃ।
> এতে সাহিত্যসর্ব্বজ্ঞা বুধাস্তালান্ প্রচক্রমুঃ॥

নৃত্যাধ্যায়—৩য় পাদ পৃঃ ৩০

দৈর্ঘ্যে ১০৮ হাত * [‘অষ্টাধিকং শতং জ্যেষ্ঠম্’——২।১১]।

চতুষ্কোণ প্রেক্ষাগৃহ ‘মধ্যম’ [‘চতুরস্রং তু মধ্যমম্’——২।১৪]। রাজারাজড়াদের জন্য এটী নির্দ্ধারিত [‘নৃপাণাং মধ্যমং ভবেৎ’——২।১২]। এটীর দৈর্ঘ্য ৬৪ হাত “চতুঃষষ্টিস্তু মধ্যমম্”——২।১১

ত্রিকোণ প্রেক্ষাগৃহ ‘কনিষ্ঠ’ [‘কনীয়স্তু স্মৃতং ত্র্যস্রম্ ’——২।১৪]। এটী সাধারণ লোকেদের জন্য নির্দ্দিষ্ট [‘শেষাণাং প্রকৃতীনাং তু কনীয়ঃ সংবিধীয়তে’——২।১২]। এই প্রেক্ষাগৃহের প্রতিবাহুর পরিমাণ ৩২ হাত [কনীয়স্তু তথা বেশ্ম হস্তা দ্বাত্রিংশদিষ্যতে’।]—২।১১

সচরাচর মানুষেরা দৈর্ঘ্যে ৬৪ হাত ও বিস্তারে ৩২ হাত করে’ নাট্যমণ্ডপ তৈরী করে। † লম্বাচওড়ায় এর বেশী করা উচিত নয়; প্রেক্ষাগৃহের আয়তন এর চেয়ে বড় করলে নাট্য অস্ফুট হয়ে পড়বে। মণ্ডপ আরও বড় করলে অভিনেতাদের আওয়াজ কিছুই শোনা যাবে না, আর শোনা গেলেও শ্রোতাদের কাছে অভিনেতাদের স্বর বিস্বর বোধ হ’বে। তা ছাড়া অঙ্গভঙ্গী ও দৃষ্টি দ্বারা অভিনেতা যে সকল লাস্যগত ভাব দর্শকদের দেখাতে চেষ্টা করবে আয়তন অত্যন্ত বড় হওয়ায় দূরস্থ দর্শকের কাছে সে সমস্ত ভাব অস্পষ্ট, অব্যক্ত হয়ে পড়বে। কাজেই প্রেক্ষাগৃহের আয়তন মধ্যম পরিমাণের হওয়া দরকার। আর তাতে ‘পাঠ্য’ ও গান ভালই শোনা যেতে পারবে। ভরত নীচের শ্লোকে (২য় অধ্যায়) এই কথাই বলেচেন—

অত ঊর্দ্ধং ন কর্ত্তব্যঃ কর্ত্তৃভির্নাট্যমণ্ডপঃ।
যস্মাদব্যক্তভাবং হি তত্র নাট্যং
ব্রজেদিতি ॥ ২১
মণ্ডপে বিপ্রকৃষ্টে তু পাঠ্যমুখরিতস্বরম্।
অনিঃসরণধর্ম্মত্বাদ্ বিস্বরত্বং ভৃশং ব্রজেৎ ॥ ২২
যশ্চ লাস্যগতো ভাবো নানাদৃষ্টিসমন্বিতঃ।
সর্বেভ্যো বিপ্রকৃষ্টত্বাদ্ ব্রজেদব্যক্ততাং
পরাম্ ॥ ২৩
প্রেক্ষাগৃহাণাং সর্বেষাং তস্মান্ মধ্যমিষ্যতে।
যাবৎ পাঠ্যং চ গেয়ং চ তত্র শ্রব্যতরং
ভবেৎ ॥ ২৪

তারপর ভরত রঙ্গপীঠ (stage) তৈরী করবার বিধি করেচেন। কিন্তু তার আগে বলেচেন--‘ভূমেবিভাগং পূর্বং তু পরীক্ষেত
প্রযোজকঃ।’
“ততো বাস্তুপ্রমাণেন প্রারভেত
শুভেচ্ছয়া ॥”—২—২৭

প্রেক্ষাগৃহের ভূমিভাগ আগে পরীক্ষা করে’ বাস্তুপ্রমাণ গৃহারম্ভ করা দরকার।

---

* আমরা সাধারণতঃ হাত বল্‌লে যে মাপ ধরি তা ধর্‌লে চল্‌বে না। বিশ্বকর্ম্মা তখনকার শিল্পী—তাঁর মাপকাঠি (Scale) অন্যরকম। নাট্যশাস্ত্রে (২য় অধ্যায়) তাঁর মাপ এইরূপ—

অণু রজশ্চ বালশ্চ লিখ্যা যুকা যবস্তথা।
অঙ্গুলং চ তথা হস্তো দণ্ডশ্চৈব প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৬
অণবোহষ্টৌ রজঃ প্রোক্তং তান্যষ্টৌ বাল উচ্যতে।
বালাস্ত্বষ্টৌ ভবেল্লিখ্যা যুকা লিখ্যাষ্টকং ভবেৎ ॥ ১৭
যুকাস্ত্বষ্টৌ যবো জ্ঞেয়ো যবাস্ত্বষ্টৌ তথাঙ্গুলম্।
অঙ্গুলানি তথা হস্তশ্চতুর্বিংশতিরুচ্যতে ॥ ১৮
চতুর্হস্তো ভবেদ্দণ্ডো নির্দিষ্টস্তু প্রমাণতঃ।
অনেনৈব প্রমাণেন বক্ষ্যাম্যেষাং বিনির্ণয়ম্ ॥ ১৯

অণু, রজঃ, বাল, লিখ্যা, যুকা, যব, অঙ্গুলি, হস্ত ও দণ্ড—এই কয়টী দিয়ে মাপ করতে হয়।
মাপকাঠির এইরকম ভাগ ছিল—

১ দণ্ড = ৪ হস্ত　১ যব = ৮ যুকা　১ বাল = ৮ রজঃ
১ হস্ত = ২৪ অঙ্গুল　১ যুকা = ৮ লিখ্যা　১ রজঃ = ৮ অণু
১ অঙ্গুল = ৮ যব　১ লিখ্যা = ৮ বাল

† চতুঃষষ্টিকরান্ কুর্যাদ্দীর্ঘত্বেন তু মণ্ডপম্। দ্বাত্রিংশতং চ বিস্তারান্ মর্ত্ত্যানাং যো ভবেদিহ ॥-২-২০

নাট্যমণ্ডপ নির্ম্মাণ করবার উপযোগী ভূমি দেখে' তাতে নাট্যমণ্ডপ প্রস্তুত করতে হবে। এইরূপ ভূমি পাঁচ রকমের—সম, স্থির, কঠিন, কৃষ্ণ ও শ্বেত।

সমা স্থিরা তু কঠিনা কৃষ্ণা
গৌরী চ যা ভবেৎ।

ভূমিশুদ্ধৈব কর্ত্তব্যঃ
কর্ত্তৃভির্নাট্যমণ্ডপঃ ॥—২—২৮

তারপর ভূমিকে শোধন করতে হ'বে। অস্থি, কীলক, কপাল, তৃণ ও গুল্মাদি উৎসারিত করে' লাঙ্গল দিয়ে চষতে হ'বে।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

রঙ্গরেণু

নির্দ্দোষ কৌতুকের ফলে মাঝে মাঝে কি রকম জব্দ হ'তে হয় তার প্রমাণ দুজন অভিনেতা, অভিনেত্রী দিয়েছেন। যশস্বী অভিনেতা বিলি মার্সন বলেন, যেদিন সকাল সকাল বিছানা ছেড়ে উঠ্‌তে ইচ্ছে করতো না, সেদিন তিনি তাঁর স্ত্রীকে বল্‌তেন, "আমি মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছি, চা খাবার ঘর পর্য্যন্ত যাবার শক্তি আমার নেই—লক্ষীটী চা করে বিছানার কাছে দিয়ে যাও"। তারপর যেই সে আস্‌ত, তিনি লাফিয়ে উঠে বসতেন আর বল্‌তেন যে তাঁর কিছুই হয়নি। এক দিন মাথার যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর হ'য়ে রঙ্গালয় থেকে রাতে তিনি ফিরে এলেন। তাঁর অসহ্য যন্ত্রনার কাতরতাকে কিন্তু তাঁর স্ত্রী রসিকতা ব'লেই মনে ক'রে ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন, "কি চাই চা না চুরুট?" অনেক বোঝাবার পর যে তিনি সত্যই অসুস্থ এবং চান চিকিৎসক তাঁর স্ত্রী সে কথা বিশ্বাস ক'রলেন —তাও তাঁর চোখের পাতা জলে ছল ছল ক'রছে দেখে। প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্র অভিনেতা আইভার নভেলোর সহ অভিনেতাকে একটি ছবির কোনো একটি দৃশ্যে কণ্ঠ রোধ ক'রে তাঁকে মেরে ফেল্‌বার অভিনয় ক'র্‌তে হয়। এই অভিনয়কে সেই অভিনেতাটি এত বাস্তব ক'রে-ছিলেন যে নভেলোর গলা তিনি প্রচণ্ড বিক্রমে টিপে ধ'রেছিলেন। "উঃ, মরে গেলুম, উঃ, মরে গেলুম" ব'লে তিনি আর্ত্তনাদ ক'রতে লাগ্‌লেন। প্রথমে কেউ বুঝ্‌তে পারেনি যে কি প্রাণের বেদনায় তিনি চীৎকার ক'র্‌ছেন। এক ডাইরেক্টার ক্রমাগত ব'লেছিলেন, "তুমি কথা কয়োনা"।

* * *

ডগলাস্ ফেয়ারব্যাঙ্কসের প্রথম স্ত্রীর নাম বেথ্ সালি—তিনি এখনো জীবিতা আছেন। এদের ছেলের এখন পনেরো বছর বয়েস এবং এখন থেকেই তাকে চলচ্চিত্র অভিনেতা রূপে গ'ড়ে তোলা হ'চ্ছে।

* * *

মেরি পিকফোর্ডের সুন্দর কোঁকড়ান চুলের সকলেই প্রশংসা করেন। এমন অনেক লোক কিন্তু আছেন যাঁরা বিশ্বাস করেন না যে, ওই সুন্দর কেশরাশি তাঁর নিজস্ব- তিনি পরচুলা পরেন না।

* * *

মার্কুইস্ ক্যালের সঙ্গে প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্র অভিনেত্রী গ্লোরিয়া সোয়ানসনের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হ'য়ে গেছে।

বায়োস্কোপের অভিনয়ে অভিনেতা কে কেমন,সেরা দর্শক কাকে কতটা প্রীতির চোখে দেখে, তার হদিশ পাবার জন্য য়ুরোপ ও আমেরিকার দর্শকদের, ভোট নেওয়া হয়। বহু ভোট আসে। সেই ভোটের সংখ্যানুযায়ী এবারে ফিল্ম্-অভিনেতাদের পর-পর এমনি স্থানে নির্দ্দেশ হয়েছে।

১। রুডল্‌ফ্ ভ্যালেন্টিনো
২। নরমা টালমেজ
৩। র‍্যামন্ নোভারো
৪। জ্যাকি কুগান
৫। হ্যারল্ড লয়েড
৬। আইভর নোভেলো
৭। গ্লোরিয়া সোয়ান্‌সন
৮। এলিস টেরি
৯। চেটি কম্প্‌শন
১০। বেব ডেনিয়েল্‌স্

অঙ্গহারের লীলা

শুধু শাদা চামড়ার ওপরই আম্‌রা সৌন্দর্য্যের বিচার করে থাকি। কিন্তু দেহের সুষমা আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন-পারিপাট্য রঙের ওপর নির্ভর করে না। নাচিয়েদের কলা বৈচিত্র্য যতই থাক্, শারীরিক লালিত্য না থাক্‌লে, অঙ্গভঙ্গীর মাধুর্য্যের অভাব থাকে, আর চোখ্‌কে তা মুগ্ধ করে না। পাশ্চাত্য দেশে নৃত্যকলাকুশলাগণ উপযুক্ত ব্যায়াম, পানাহারের বিষয়ে সংযম আর পেশীসকলের যথারীতি পরিচালনার দ্বারা তনুর তণিমা বা সৌষ্ঠব বজায় রাখেন। কালো রঙের মানুষের চেহারা ও শরীর এমন হ'তে পারে যা দেখ্‌লে নয়ন মন মুহূর্ত্ত মধ্যেই মুগ্ধ হয়। দুজন বিখ্যাত মানুষের উদাহরণ দিলেই এ কথা বোঝা যাবে। বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা রাড্‌লফ্ ভ্যালেনটিনোর রঙ ফর্সা নয় কিন্তু সকলেই জানেন যে, আপামর সর্ব্বসাধারণের মতে অভিনেতাদের ভেতর এমন সুপুরুষ আর নেই। আর তিনি একজন শ্রেষ্ঠ নাচিয়ে—অভিনেতা হবার আগে নৃত্যই ছিল তাঁর জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়। পিক্‌চার প্যালেসে "ইয়ং রাজা" (তরুণ রাজা) নামে যে চলচ্চিত্র দেখান হ'চ্চে তার বাচ খেলার প্রতিযোগিতার দৃশ্যে নগ্ন দেহে ভ্যালেনটাইনকে সকলেই দেখ্‌তে পাবেন। দেখ্‌লেই বুঝবেন তাঁর কি সুগঠিত দেহ, কি সুস্থ সবল স্নায়ুপেশী। বিখ্যাত নৃত্যকুশলা জেমিল এণিক (Djomil Anik) দেখ্‌তে কালো, কি চমৎকার লালিত্য তাঁর দেহের —কি কোমল ভাব তাঁর মুখের।

আমাদের দেশে নাচিয়ে ব'লে যাঁরা খ্যাতিলাভ ক'রেচেন তাঁদের ক'জন দেহের সুষমার অনুশীলনে সময়ক্ষেপ করেন—কজনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুন্দর ছন্দের আদর্শ? শুধু নানারকমের নাচে নানারকমের কায়দা দেখাতে পার্‌লেই তাঁরা এবং দর্শকরা খুশী থাকেন। নাচ, শরীরের সৌন্দর্য্যসুষমার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার। শুধু যাঁদের অন্নসংস্থান এই থেকে হবে না কলাবিদ্যার দিক্ থেকে যাঁরা নৃত্যবিচিত্রতা আয়ত্ত

করবেন তাঁদের এতে আবশ্যক হ'য়েচে এমন নয় প্রত্যেক মানব মানবীর এই মনোহারিণী কলার চর্চ্চা করা উচিত। বালকদের বা বালিকাদের স্কুলকলেজে এর যোগ্য অনুশীলনের ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

আমরা দুখানি ছবি এই সঙ্গে প্রকাশ ক'রলুম। দুটিতে দেখান হ'য়েচে যাঁরা নৃত্যযশকামী, যথারীতি নৃত্যকলা শিক্ষা দেবার আগে তাঁদের কি রকম ধরণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের লীলাবৈচিত্র্য আয়ত্ত করান হয়। এইগুলি, নাচিয়েদের দৈহিক গঠন ও ভঙ্গীর চারুতা সম্পাদনের জন্য যে সব ব্যায়াম ক'রতে হয়, তার কয়েকটির চিত্রাদর্শ। প্রত্যেক ছবিতেই পদক্ষেপের ছন্দ, শরীর বিন্যাসে সমস্ত দেহ ও মুখভাবের আনন্দময় আকর্ষণ লক্ষ্য ক'রবার জিনিস।

সুবিখ্যাতা ফরাসী নর্ত্তকী মিস্ তিঙ্গেতের অভিনয়ও ক'রতে পারেন খুব ভালো। বিশেষজ্ঞ ও রূপদক্ষেরা বলেন সমস্ত পৃথিবীর ভেতর এমন একজোড়া পা আর কোথায় নেই। অসংখ্য মুদ্রায় এঁর শ্রীচরণ বীমা করা আছে।

তাঁর শরীর যেমনই সুন্দর তেমনই শ্রমপটু। প্যারি শহরের কেসিনোতে তিনি বেলা ২টা থেকে রাত তিনটে পর্য্যন্ত নাচেন। চারটে থেকে নটা পর্য্যন্ত তিনি ঘুমিয়ে নেন। ১০টা থেকে ১১টা পর্য্যন্ত তিনি অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণ করেন। ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে তিনি খাওয়াদাওয়া সেরে নেন। নাচ্ শেষ হলে রাত তিনটের সময় খুব লঘু জলযোগ করেন।

আমাদের দেশের নাচিয়েদের পায়ের চার্দিকে সীমাহীন আগ্রহে বীমার প্রতিনিধিরা কবে ঘুরে বেড়াবে তা জানি না। আমাদের দেশের মহিলারা সেকালে নৃত্যকলাকে তাঁদের শিক্ষার অন্তর্গত ক'রেছিলেন—তাঁদের এ কালের উত্তরাধিকারিণীরা এই আনন্দের নিকেতন, দেহের রসায়ন, মনের সঞ্জীবন কলাবিজ্ঞানের প্রায়োপবেশনে মৃত্যুর জন্য দায়ী হবেন কি? স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, আনন্দ সকলেরই কাম্য—যে সব মনোহর উপায়ে তা লাভ করা যায়, নৃত্য তার মধ্যে অত্যুত্তম। আমাদের তাকে নিতে হবে।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

মধ্য-য়ুরোপের রঙ্গালয়ে

ইংলণ্ডের রঙ্গালয়ে ধূমপান ত নিষেধ নয়ই; উপরন্ত মদ্যপানেরও খুব ভাল রকম ব্যবস্থা আছে। এখানে অভিনয় আরম্ভ হয় সান্ধ্যভোজের সময়ের হিসাব রেখে! ম্যাটিনী এমন সময় আরম্ভ হয় যে ঠিক 'ডিনারের' আগে শেষ হবে এবং রাত্রির অভিনয় আরম্ভ হয় ঠিক ডিনার খাওয়া শেষ হলে! কিন্তু মধ্য-য়ুরোপে ডিনারের সময় নির্দ্ধারিত হয় অভিনয়ের সময় অনুসারে। ইংলণ্ডের কোনও রঙ্গালয়ে—একখানি নূতন নাটক অভিনয়ের আয়োজন হ'লে বহুপূর্ব্ব হ'তেই তার দামামা নির্ঘোষ আরম্ভ হ'য়ে যায়, শহ্রের বহু সংবাদ-পত্রের পিঠে ঢাক বেঁধে! এই যে কাগজের মারফৎ বিজ্ঞাপনের বিরাট ব্যবস্থা এটা মধ্য-য়ুরোপের কোনও রঙ্গালয়ের পক্ষ থেকেই করা হয় না।

প্রাগ্ শহ্রের সব চেয়ে বড় থিয়েটার হ'চ্ছে "ন্যাশান্যাল থিয়েটার।" এরা কেবল মাত্র একখানি বিজ্ঞাপন দরজার সাম্‌নে ঝুলিয়ে দেয়, তাতে লেখা থাকে যে এই সপ্তাহে অমুক দিন শেক্সপীয়রের অমুক নাটক অভিনয় হবে; বার্নার্ড শ'র অমুকদিন অমুক নাটক অভিনয় হবে। বেলজিয়মের এক-খানি নূতন বই বা খাঁটি ফ্রেঞ্চ্ গীতিনাট্য অভিনয়ের বিশেষ আয়োজন হয়েছে, ব্যশ ঐ পর্য্যন্ত। সংবাদপত্রওয়ালারা তাদের গ্রাহক অনুগ্রাহকবর্গের অবগতির জন্য উপযাচক হ'য়ে সেই বিজ্ঞাপন টুকে এনে

স্বীয় পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ফলে প্রাগ্ রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষেরা অতিরিক্ত জনতার ভয়ে শঙ্কিত ও ব্যস্ত হ'য়ে ওঠেন।

প্রাগ্ শহরে মোটে সাড়ে সাত লক্ষ লোকের বাস! তার মধ্যে প্রধান হ'চ্ছে তিনটি, প্রথম ন্যাশান্যাল থিয়েটার; এটি বহিমীয়ান ষ্টেটের অধিবাসীদের সম্পত্তি, দ্বিতীয়, মিউনিসিপ্যাল থিয়েটার এবং তৃতীয় হ'চ্ছে, 'ওল্ড থিয়েটার'। ন্যাশান্যাল থিয়েটারটি জনসাধারণের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত চাঁদার টাকায় তৈরী হয়েছিল কিন্তু তৈরী হ'তে না হ'তেই অতি অল্পদিনের মধ্যে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে থিয়েটারটি ভস্মিভূত হ'য়ে যায়—আবার দেখ্‌তে না দেখ্‌তে সেই ভস্মস্তূপের উপর পুনর্ব্বার সাধারণের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত চাঁদায় নূতন ন্যাশান্যাল থিয়েটার গড়ে উঠেছে! তখন প্রাগ্ আষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য ভুক্ত ছিল। এখন প্রাগের ন্যাশান্যল থিয়েটার জেকোদের প্রাণ হয়ে উঠেছে! প্রতিরাত্রের অভিনয়ে এখানে দর্শকের সমাগম সকলের চেয়ে বেশি হয়। তবু এখনও জনসাধারণের অনেকেই উপযাচক হ'য়ে এই রঙ্গালয়টিকে মাসিক, বাৎসরিক ও এককালীন মোটা টাকা চাঁদা দিয়ে সাহায্য করে।

(ক্রমশঃ)

সম্পাদক— শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রূপদক্ষ
ম্যানেজার
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর দাস

প্রকাশক—
আর বি দাস
কলিকাতা মিউজিক হল।
৮। সি, লালবাজার ষ্ট্রীট, বিকানির বিল্ডিং।
ফোন নং ৪৩৬, কলিকাতা।

২০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বেঙ্গল প্রেসে—শ্রীপূর্ণচন্দ্র মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

নাচঘর

২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা	সম্পাদক :- শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী	১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২

কিউপিড্ ও সাইকী

নাট্যজগৎ

ঠিক গত সপ্তাহের আগেই কলিকাতা শহরের সমস্ত বড় রাস্তার ধারে প্রায় সকল বাড়ীর দেওয়ালের গায়েই এক বিরাট ইংরাজি বিজ্ঞাপন পত্র এঁটে দেওয়া হয়েছিল। তাতে খুব বড় বড় হরফে ছাপা হয়েছে দেখা গেল

* * *

FAMOUS BENGALI ACTOR.

Prafulla Kumar Ghosal, well known in Stage repertroive and for five years a Stock Actor with the National Theatre, Calcutta, India, aided in the technical direction of "The Young Rajah", etc. etc.

* * *

প্রফুল্লকুমার ঘোষাল বলে কলিকাতায় ভূতপূর্ব্ব ন্যাশান্যাল থিয়েটারে (আগেকার ন্যাশান্যাল থিয়েটার নিশ্চয়ই নয়, সম্ভবতঃ ছাতুবাবুর বাজারের পাশে পুরাতন বেঙ্গল থিয়েটারের বাটীতে যে হালের ন্যাশান্যাল থিয়েটার খোলা হয়েছিল সেইখানে?) কে এমন "Famous Bengali Actor" ছিলেন তা আমাদের জানা নাই এবং এখানে সন্ধান নিয়ে টের পাওয়া গেল যে অনেকেই এঁর নাম শোনেন নি! সে যাইহোক তিনি নাকি Paramount কোম্পানীর চিত্র নাট্য "The Young Rajah" ছবিখানি তোলায় অনেক সাহায্য করেছেন এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়াতে আমরা এই ছবি খানি দেখ্তে গেছ্লেম।

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ছবিখানির চিত্র-পরিচয়ের মধ্যে কোথায়ও তাঁর নামের উল্লেখ পর্য্যন্ত দেখ্তে পাওয়া গেল না! এবং ছবিখানির মধ্যে চিত্রনাট্যকার মহাভারতের উপাখ্যান সম্বন্ধে তার যে অদ্ভুত জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তা দেখে মনে হলো যে, কোনও বাঙালীই কেবল বাঙালী কেন কোনও ভারতবাসীই এ চিত্র প্রণয়নে Paramount কোম্পানীকে সাহায্য করেননি! কারণ তা যদি ক'রতেন তা'হলে কৃষ্ণঅধ্যায়ে অর্জ্জুন তার পিতার সহিত যুদ্ধ ক'রে তাঁকে বধ কর'লেন এরূপ আজগুবী ব্যাপার এর মধ্যে থাক্তো না এবং শ্রীকৃষ্ণজীর মন্দিরে প্রকাণ্ড amunition boot পায়ে দিয়ে হিন্দু রাজমন্ত্রী নবাব আলিখাঁ—প্রবেশ করে দর্শকদের বিস্মিত ক'রতে পারতো না!

* * *

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঘোষাল যত বড়ই Famous Bengali Actor হ'য়ে উঠুক না, কেন, তিনি যদি এইরূপে চিত্র প্রণয়নে Paramount কোম্পানীকে সত্যই সাহায্য ক'রে থাকেন তাহ'লে আমরা তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধির একটুও প্রশংসা করতে পারলুম না। আর একটা কথা—এ বিজ্ঞাপন কি ম্যাডান কোম্পানীর অন্য কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কল্পিত হ'য়েছিল?

* *

(আমরা গত বুধবার ষ্টার থিয়েটারে মহাকবি গিরিশচন্দ্রের প্রসিদ্ধ সামাজিক

নাটক "বলিদানের" দ্বিতীয় অভিনয় দেখে এসেছি। অভিনয় দেখে মনে হোলো যে, গিরিশবাবু তখন যে ভাবে নাটখানিকে নানা ঘটনার সুরবিন্যাসে রচনা করেছিলেন বর্ত্তমানে লবহু ঠিক সেইভাবে উক্ত নাটকের অভিনয় ক'রলে দর্শকদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা! নাটকখানিতে করুণাময়ের অবস্থার পরিবর্ত্তন অমর নাট্যকার যে রকম সুকৌশলে ও দৈর্ঘ্যের সঙ্গে ধাপের পর ধাপ বিশদ্‌ভাবে ও বিস্তারিত ক'রে দেখিয়েছেন এখন আর রঙ্গমঞ্চে অভিনয় কালে সে সকল ব্যাপারের অত details পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখাবার মোটেই আবশ্যকতা নেই। এখনকার রঙ্গালয়ের Producer-দের এই কথাটা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে something must be left to the imagination of the audience. নচেৎ দর্শকদের একেবারে নিতান্ত গণ্ডমূর্খ ও নির্ব্বোধ মনে করে তাঁরা যদি প্রত্যেক ছোটখাটো ঘটনাটুকু পর্য্যন্ত অভিনয় করে বোঝাবার চেষ্টা করেন তাহ'লে অভিনয় অত্যন্ত ক্ষীণ ও অনাবশ্যক দীর্ঘ হ'য়ে ওঠে! ফলে নাট্য-রসটুকু কোথাও ঘনীভূত হ'য়ে ওঠবার অবকাশ পায় না)[১]

* *

"বলিদান" অভিনয়ে সরস্বতীর ভূমিকায় শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরীর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। জলমগ্ন কন্যা হিরণের মৃতদেহের উপর জননীর মর্ম্মভেদী শোকোচ্ছ্বাসের তিনি যে অতুলনীয়া স্বাভাবিক অভিনয় করেছিলেন, মায়ের প্রাণের সেই সকরুণ অভিব্যক্তিতে তাঁর অসাধারণ কলা-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। দানীবাবুর করুণাময় যে আশানুরূপ হয়ে'ছে একথা বলা চলেনা কারণ দু'একটি দৃশ্যের একআধ জায়গা ভিন্ন আমরা আর কোথায়ও তাঁর শক্তির পরিচয় পাইনি! শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনীর কিরণ ও কুমুদিনীর ঝি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হিরণ এবং মোহিতের মা'র ভূমিকাও নিতান্ত মন্দ হয়নি। শ্রীমতী আশ্চর্য্যময়ীর "জোবীর" অভিনয় সে রাত্রে ব্যর্থ হয়ে'ছে—সাজাপাগলের অতিরিক্ত পাগ্‌লামীর ভাবতো আমরা তাঁর অভিনয়ে কোথায় দেখলুম না এমন কি "উল্'নয় ও রোদন ধ্বনি" "কালো ক'নে আপিম কিনে" প্রভৃতি বিখ্যাত গানগুলির একখানিও তিনি সে রাত্রে তেমন ভাল ক'রে গাইতে পারেননি। সঙ্গীতে সে রাত্রে তাঁর এই অক্ষমতার জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী আনাড়ি হারমোনিয়ম বাদকটি।

* *

[২](দানীবাবুর 'দুলালচাঁদ' যাদের দেখ্‌বার সৌভাগ্য হ'য়েছে তাদের চ'খে যে আর কারুর দুলালচাঁদ ভাল লাগতে পারে না তার চাক্ষুস প্রমাণ পাওয়া গেল সেদিন কাশী-বাবুর দুলালচাঁদ অভিনয় দেখে! কাশীবাবু গতযুগের একজন শ্রেষ্ঠ হাস্যরসের অভিনেতা বলে পরিচিত; কিন্তু তাঁর দুলালচাঁদ দেখে আমাদের সকলেরই সে সম্বন্ধে সবিশেষ সন্দেহ হচ্ছিল! তাঁর অভিনয়ের হাস্যরসের সুমধুর

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের "প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যকলা" সম্বন্ধে সচিত্র প্রবন্ধ নাচঘরে ধারাবাহিক বাহির হইবে।

কলা-নৈপুণ্যের পরিবর্ত্তে চৈত্রসংক্রান্তির সঙের বিকট ভাঁড়ামি দেখে আমরা সেদিন হতাশ হ'য়েছি!) মোহিতের অভিনয় মন্দ হয়নি। প্রফুল্লবাবু তাঁর ভূমিকা যথাসাধ্য ভাল ক'রে করবারই চেষ্টা ক'রেছেন। কালিঘটক বেশ হয়েছিল। রমানাথ চন্দনসই। নরেশবাবুর রূপচাঁদ যতটা ভাল হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। এই ধরণের ভূমিকায় 'ইন্সটিটিউট্' হ'তেই তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বি অভিনেতা ছিলেন, কিন্তু আমাদের দুরদৃষ্ট বশতঃ তাঁহার সেই সুঅভিনেতার যশটুকু দেখ ছি ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে!

* *

৩ (নাট্যসংক্রান্ত দৃশ্যপট ও আসবাব পত্রের দিকদিয়ে রঙ্গমঞ্চের উপর একটা স্বাভাবিক আবহাওয়া আনবার প্রচেষ্টা আর্টথিয়েটারের বরাবরই আছে। চন্দ্রগুপ্তে কুশবন ও খড়ের আটচালা, কপালকুণ্ডলায় বালিয়াড়ির বালুস্তুপ, ও অরণ্যের ঘনপত্রপল্লবিত লতা-গুল্ম সমাচ্ছন্ন গভীর গহনের রূপ;— মৃণালিণীর পাটনীর কুটির ও শ্যাম-তৃণাচ্ছন্ন হরিৎপ্রান্তর, এইসব বাস্তবদৃশ্যের অবতারণা ক'রে তাঁরা নাট্যমন্দিরের প্রভূত প্রশংসা অর্জ্জন করেছেন তাছাড়া কাগজ ও ন্যাকড়ার উপর আঁকা টেবিল, চেয়ার, খাট, আলমারি প্রভৃতির পরিবর্ত্তে তাঁরা রঙ্গমঞ্চের সত্যিকার আসবাব ব্যবহার ক'রে দর্শকদের চক্ষুপীড়ার উপশম করে দিয়েছেন। বলিদানে সেদিন কাগজ আঁকা পাল্‌কীর বদলে একখানি সত্যিকার উড়েদের পালকী বার করা হ'য়েছে দেখে খুশী হওয়া গেল।)

গত শুক্রবার বোলপুর "শান্তি নিকেতনে" বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পঞ্চষষ্ঠিতম জন্মোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়েছে। এই উপলক্ষে সেখানে "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" শীর্ষক কবিরচিত ক্ষুদ্র নাটকখানি অভিনীত হয়েছিল। এই অভিনয়ে ক্ষীরি ঝীয়ের ভূমিকায় অপূর্ব্ব অভিনয়-কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন কুমারী অমিতা দেবী। ইনি পরলোকগত সুসাহিত্যিক অজিত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কন্যা এবং শান্তি নিকেতন আশ্রমের ছাত্রী। সেদিনের অভিনয়ে কি আবৃত্তির কৌশলে, কি কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্যে, কি মুখের ভাবে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভঙ্গীতে, অমিতা দেবী অদ্ভুত নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। লঘুগুরু সকল রকম ভাবের বিকাশেই এই বালিকা যে অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন তা একেবারে শ্রেষ্ঠ অভিনয় কলাকুশলার যোগ্য হয়েছিল। আবার রাণী-রূপী ক্ষীরার পরিচারিকা মালতীর ভূমিকা নিয়ে যে বালিকাটি অবতীর্ণা হয়েছিলেন তাঁর অভিনয় অতি চমৎকার হ'য়েছিল। বিশ্বভারতীর চেষ্টায় এটি কি কলিকাতায় একদিন পুনরভিনয় হ'তে পারে না?

* *

আর্ট থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের "চিরকুমার সভা" ও ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের "ঋষির মেয়ের" জোর মহলা চলেছে। আগেই "চিরকুমার সভা" র অভিনয় হবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই নাটকাকারে রচিত "চিরকুমার সভা" বা প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে অনেকগুলি নূতন গান সংযোগ ক'রেছেন। আমরা শুনলেম আর্ট থিয়েটার বোলপুর থেকে কবির নিজের খাঁটি সুরগুলি সংগ্রহ করে এনে তাঁদের অভিনেতৃ সম্প্রদায়কে শেখাচ্ছেন। সুতরাং

বইখানি বেশ উপভোগ্য হবে বলে মনে হচ্ছে, তবে একটা আশঙ্কা আমাদের খুবই হচ্ছে, সেটা ওই মেয়েদের নিয়ে! নিরাবালা, পুরবালা, নৃপবালা প্রভৃতির অভিনয় যদি কোথায়ও এতটুকু মাত্রা ছাড়িয়ে চলে যায় তাহ'লেই অভিনয়ের সমস্ত সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে যাবে। আশা করি আর্ট থিয়েটারের সুযোগ্য নাট্যাধ্যক্ষ মহাশয় এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। ওরা যেন বিলাসিনী কারফর্ম্মা বা খাসদখলের মোকদ্দার Caricature না হ'য়ে যায়।

* *

"জনা" নিয়ে মনোমোহন নাট্যমন্দিরের সঙ্গে আর্ট থিয়েটারের যে একটা বিরোধ বা সংঘর্ষ উপস্থিত হবার উপক্রম হ'য়েছিল এবং সেটা নাকি আদালত পর্য্যন্ত গড়াবে বলে অনেকেরই আশঙ্কা হচ্ছিল, আমরা শুনে সুখী হলুম যে, সেটা উভয় পক্ষের মধ্যে আপোষে মিটমাট হ'য়ে গেছে। নাট্যমন্দির গিরিশ বাবুর 'জনা'ই অভিনয় করবার অধিকার পেয়েছেন।

* *

ভাদুড়ী সম্প্রদায়ের "সীতা" অভিনয়ে যিনি বাঙলার রঙ্গমঞ্চে ভারতীয় প্রাচীন নৃত্য-কলার পুনঃপ্রবর্ত্তন করে' প্রভূত যশস্বী ও নাট্যামোদী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হ'য়েছেন, আমরা শুনলেম সেই সুপটু নাট্যাই নাকি 'জনাতে' এবার আরও চমৎকার নৃত্য

সমাবেশ ক'রছেন। আমরা তাঁর নাম প্রকাশ করবার প্রলোভনটা অতি কষ্টে সম্বরণ করলেম কারণ তিনি সেটা মোটেই ইচ্ছা করেন না। যবনিকার অন্তরালে থেকে 'সূত্রধরের' মতো তিনি কেবল নাট্যমন্দিরের জীবন্ত পুত্তলিগুলিকে অতীতভারতের বিস্মৃত নিজস্ব ভঙ্গিতে নৃত্য করিয়েই পরিতুষ্ট থাকতে চান! সুতরাং আমরা তাঁর নাম করে বিরাগভাজন হ'তে রাজি নই।

* *

"শীঘ্রই রঙ্গমঞ্চে বর্গী পড়িবে।" এই মর্ম্মে একখানি ছোটখাটো বিজ্ঞাপন শহরের অনেক জায়গায় আঁটা রয়েছে দেখে আমরা কৌতূহলী হয়ে তার রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছিলেম। সন্ধান ক'রে সঠিক কিছু জানা গেল না বটে, তবে এইটুকু খবর শোনা গেল যে, খুলনা জেলা নিবাসী কে একজন সুরেন্দ্রনাথ রাহা ম্যাডান কোম্পানীর কাছ থেকে কর্ণওয়ালিস্ ষ্টেজ ভাড়া নিয়ে একটি নূতন থিয়েটার খুলছেন, ওটা সেই তাঁদেরই ভবিষ্যদ্বাণী!

সংবাদ যদি সত্য হয় তবে প্রকৃতই যে এবার বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে 'বর্গী' পড়বে এ আশঙ্কা অমূলক নয়, কারণ আমরা আরও শুনলেম যে ঐ খুলনার রাহা মহাশয় নাকি স্বয়ং ছ'-খানি নাটক লিখেছেন এবং তিনিই যখন উদ্যোগী হ'য়ে থিয়েটার খুল্‌ছেন তখন প্রত্যেক নাটকখানির নায়কের ভূমিকায় যে কে অবতীর্ণ হবেন সেটা সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে! আমরা আরও খবর পেয়েছি যে তিনি নাকি খাস্ খুলনা থেকে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর চেয়েও উঁচুদরের ভাল ভাল বার জন অভিনেতা নিয়ে আসছেন! সুতরাং ব্যাপার বড় সঙ্গীন!

* *

গত রবিবারের "বেঙ্গলী" পত্রে প্রকাশ যে তুর্কীস্থানের ইস্তাম্বুল শহরে সম্প্রতী

রবীন্দ্রনাথের দুখানি নাটক নাকি তুর্কীভাষায় অনূদিত হ'য়ে অভিনীত হয়েছে।

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কয়েকখানি গান নাকি জার্ম্মান ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

ইউরোপে কিউপিড্ ও সাইকী সম্বন্ধে ৬০ খানির ওপর ছবি আঁকা হয়েছে। এবারের ছবি তারি একখানার প্রতিলিপি। অপর ছবিখানিও আর একখানা বিখ্যাত ছবির প্রতিলিপি।

প্রাচীন নাট্যমণ্ডপ

পূর্ব্বে বলা হয়েছে, রঙ্গপীঠ (stage) তৈরী করতে হ'লে প্রথমে ভূমিতে লাঙ্গল দিয়ে কর্ষণ করে' তৃণগুল্মাদি তুলে ফেলে দিয়ে পরিষ্কার করতে হ'বে। তারপর

'শোধয়িত্বা বসুমতীং প্রমাণং
নির্দ্দিশেত্ততঃ।'—২-৩০

ছেদ নাই এমন রজ্জু দিয়ে (ছেদো যস্য ন বিদ্যতে'—১-৩১) খুব সাবধান হয়ে ভূমি মাপ করবার ব্যবস্থা। মাপ করবার নিয়ম এই—

'চতুঃষষ্টিকরান্ দ্বিধা ভতান্ পুনস্ততঃ।
পৃষ্ঠতো যো ভবেদ্ভাগো দ্বিধাভূতস্য
তস্য তু ॥ ২-৩৬
অস্যাপ্যর্ধবিভাগে তু রঙ্গশীর্ষং প্রকল্পয়েৎ।
পশ্চিমেতস্য বিভাগে চ নেপথ্যগৃহ-
মাদিশেৎ ॥ ৩৭

দড়ি দিয়ে মেপে ৬৪ হাত লম্বা জমি করে' নিতে হ'বে। এটা হ'বে মণ্ডপের দৈর্ঘ্য। তাকে আবার দু'ভাগ করতে হ'বে। এই দু'ভাগ করা ভাগের পিছনে যে ভাগ

থাকবে, তাকেও আধাআধি ভাগ করতে হ'বে। এরই একভাগে 'রঙ্গশীর্ষ' নির্মাণ করা হ'বে। রঙ্গশীর্ষের পিছনে সাজঘর, নাম—'নেপথ্য'।

এইবার মৃদঙ্গ, দুন্দুভি, শঙ্খাদির ধ্বনি করে' গৃহস্থাপন করা হয়। এর পর 'ভিত্তিকর্ম্ম'। ভিত্তিকর্ম্ম শেষ হ'লে 'স্তম্ভস্থাপন"।(১) শুভসূর্যোদয়ে আচার্য্যের সাহায্যে এই ব্যাপারের অনুষ্ঠান করা উচিত।(২) সেই রাত্রে 'বলি'র ব্যবস্থা। প্রথম ব্রাহ্মণ-স্তম্ভ—সমস্ত শাদা রঙের। তারপর ক্ষত্রিয়-স্তম্ভ—রঙ লাল। পশ্চিমদিকে হলদে রঙের বৈশ্য-স্তম্ভ। পূর্ব্বোত্তরদিকে নীল রঙের শূদ্র স্তম্ভ।(৩)

ব্রাহ্মণ-স্তম্ভের নীচে সোনা, ক্ষত্রিয়-স্তম্ভের নীচে তাঁবা, বৈশ্য-স্তম্ভের নীচে রূপো, আর শূদ্র-স্তম্ভের নীচে লোহা দিতে হ'বে।(৪) কিন্তু সকল স্তম্ভের মূলে লোহা দেওয়া চাই-ই।(৫) তারপর যথাবিধি "রঙ্গপীঠ" করতে হ'বে। রঙ্গশীর্ষে ছয়টী কাঠের খুঁটি ('স্থাণু') থাকা দরকার।(৬) এইখানে রঙ্গ-দেবতার পূজা হয়।(৭) নেপথ্যগৃহের দুইটী পীঠদ্বার করতে হয়।(৮) সাজঘর ও রঙ্গপীঠের মাঝখানে এইদুটী দরজা দিয়ে সাজঘর থেকে রঙ্গপীঠে প্রবেশ করতে হয়। রঙ্গশীর্ষের গর্ত্ত কাল রঙের মাটি দিয়ে ভরাট ক'রে দিতে হয়। সেই মাটিতে যেন কাঁকর, ঢিলপাটকেল না থাকে।(৯) রঙ্গপীঠ আদর্শতুল্য করাই নিয়ম—কূর্ম্মপৃষ্ঠের মত অথবা মৎস্যপৃষ্ঠাকার হ'বে না।(১০) রঙ্গপীঠের উপর দিকে—মাথায় কতকগুলি রত্ন বসাতে হয়। যেখানে বসাতে হয় সেই জায়গার নাম "রঙ্গশির"। এর পূর্ব্বদিকে হীরক, দক্ষিণে বৈদূর্য্য, পশ্চিমে স্ফটিক, উত্তরে প্রবাল, মধ্যে কনক দিতে হয়। এই রকম করে' রঙ্গশির তৈরী করে' তবে তাতে কাঠের কাজ করতে হয়।(১১)

কাঠের কাজকে 'দারুকর্ম্ম' বলা হ'ত। কাঠে নানা রকম শিল্প রচনা করতে হয়। সিংহ ব্যাঘ্রাদি জন্তু, অট্টালিকা, নানা রকম পুতুল, বেদি, যন্ত্রজালগবাক্ষ, কুট্টিমের উপর

১। ভিত্তিকর্মাণি নিবৃত্তে স্তম্ভানাং স্থাপনং ততঃ ॥২—৪৬

২। আচার্যেণ সুযুক্তেন কার্যং সূর্যোদয়ে শুভে ॥২—৪৭

৩। এই স্তম্ভগুলি স্থাপন করবার সময় কয়েকটী অনুষ্ঠান মেনে চলবার কথা ভরত বলেচেন। এই অনুষ্ঠান সম্বন্ধে ভরতের উক্তি এই (২য় অধ্যায়)—
প্রথমে ব্রাহ্মণস্তম্ভে সর্পিঃসর্ষপসংস্কৃতে।
সর্বশুক্লো বিধিঃ কার্যো দদ্যাৎ পায়সমেব চ ॥৪৮
ততশ্চ ক্ষত্রিয়স্তম্ভে বস্ত্রমাল্যানুলেপনম্।
সর্বং রক্তং প্রদাতব্যং দ্বিজেভ্যশ্চ গুড়োদনম্ ॥৪৯
বৈশ্যস্তম্ভে বিধিঃ কার্যো দিগ্ভাগে পশ্চিমোত্তরে।
পীতং সর্বং প্রদাতব্যং দ্বিজেভ্যশ্চ ঘৃতাশনম্ ।৫০
শূদ্রস্তম্ভবিধিঃ কার্যঃ সম্যক্পূর্বোত্তরাশ্রয়ে
নীলপ্রায়ঃ প্রযত্নেন কৃশরা চ দ্বিজাশনম্।৫১

৪। পূর্বোক্তব্রাহ্মণস্তম্ভে শুক্লমাল্যানুলেপনে।
নিক্ষিপেৎ কনকং মূলে কর্ণাভরণসংশ্রয়ম্ ॥২-৫২
তাম্রং চাধঃ প্রদাতব্যং স্তম্ভে ক্ষত্রিয়সংজ্ঞকে।
বৈশ্যস্য স্তম্ভমূলে তু রজতং সংপ্রদাপয়েৎ ॥২-৫৩
শূদ্রস্য স্তম্ভমূলে তু দদ্যাদায়সমেব চ ।২-৫৪

৫। আয়সং তত্র দাতব্যং স্তম্ভানাং কুশলৈরধঃ ॥২-৫৫

৬। রঙ্গশীর্ষং তু কর্তব্যং ষড়্দারুকসমন্বিতম্ ॥২-৫৭

৭। ইত্যেবং যো বিধিদৃষ্টো রঙ্গদৈবতপূজনে। ৩-৯৯

৮। কার্যং দ্বারদ্বয়ং চাত্র নেপথ্যগৃহকস্য চ ।২-৫৮

৯। পূরণে মৃত্তিকা চাত্র কৃষ্ণা দেয়া প্রযত্নতঃ। ২-৫৮

১০। কূর্মপৃষ্ঠং ন কর্তব্যং মৎস্যপৃষ্ঠং তথৈব চ ॥২-৬১
শুদ্ধাদর্শতলপ্রখ্যং রঙ্গপীঠং প্রশস্যতে।২-৬২

১১। বৈদূর্যং দক্ষিণে পার্শ্বে স্ফটিকং পশ্চিমে তথা।
প্রবালমুত্তরে চৈব মধ্যে তু কনকং ভবেৎ ॥২-৬৩
এবং রঙ্গশিরঃ কৃত্বা দারুকর্ম প্রযোজয়েৎ।
ঊহপ্রত্যূহসংযুক্তং নানাশিল্পপ্রযোজিতম্ ॥২-৬৪

স্তম্ভ নির্ম্মাণ করে' কাঠের কাজ শেষ করতে হ'বে। (১২)

কার্য্যঃ শৈলগুহাকারো দ্বিভূমির্নাট্য-
মণ্ডপঃ' ।—২-৬৯

নাট্যমণ্ডপের আকার পর্ব্বতগুহার মত হ'বে, আর দোতলা (দ্বিভূমি) হ'বে। দোতলা হ'বার সার্থকতা এই যে, স্বর্গ বা অন্তরীক্ষের অভিনয় উপরের তলায়, আবার মর্ত্ত্য-ভূমির যা কিছু অভিনয় সমস্তই নীচের তলায় হ'বে। রঙ্গপীঠের বাতায়ন ছোট ছোট হওয়া উচিত। নইলে বাদ্যযন্ত্র ও অভিনেতাদের 'গম্ভীরস্বরতা' নষ্ট হয়ে যাবে। (১৩) নিবাত ধীরশব্দস্থান থেকে স্বর গম্ভীরতর হয়ে বাহিরে শোনায়। কাজেই বাতাস বেশী চলা ফেরা না করতে পারে এমন করে' জানালা তৈরী করা দরকার। প্রাচীরভিত্তি শেষ হ'লে plastering করতে হ'বে। তারপর চুনকাম। Plaster করাকে 'ভিত্তিলেপ,' আর চুনকাম করাকে 'সুধাকর্ম্ম' বলত। (১৪) ভিত্তি বেশ সমানভাবে মাজা ঘসা হ'লে তাতে নানা রকমের চিত্র, লতাবন্ধ, স্ত্রী পুরুষ রচনা করা হ'বে। (১৫)

নাট্যমণ্ডপ নির্ম্মাণের এই গেল সাধারণ পদ্ধতি।

তারপর চতুরস্রমণ্ডপের বিশেষ লক্ষণ নাট্যশাস্ত্র ব্যাখ্যা করেছে। চতুরস্রমণ্ডপ চারকোণা আর চারিদিকেই ৩২ হাত। (১৬) বাহিরের চারিদিকে ইটের দেওয়াল রচনা করে,' ঘিরে', ভিতরে রঙ্গপীঠ নির্ম্মাণ করবে। (১৭) রঙ্গপীঠের চারিদিকে দশটী স্তম্ভ থাকা চাই। এই স্তম্ভের বাহিরে দর্শকদের বসবার জন্য আসন তৈরী করতে হ'বে। আসনগুলির আকার হবে সিঁড়ির মত। এগুলি হ'বে কাঠের নয় ইটের। এক এক পঙ্‌ক্তি বা সারি অপর পঙ্‌ক্তির চেয়ে এক হাত উঁচু করে' সাজান দরকার।

১২। নানাভদ্রবয়োপেতং বহুব্যালোপশোভিতম্।
অট্টালভঞ্জিকাভিশ্চ সমন্তাৎ সমলঙ্কৃতম্॥২-৬৫
নির্ব্যূহকুহরোপেতং নানাগ্রথিতবেদিকম্।
নানাবিন্যাসসংযুক্তং গম্ভজালগবাক্ষকম্॥২-৬৬
সুপীঠধরণীযুক্তং কপোতালীসমাকুলম্।
নানাকুট্টিমবিন্যস্তৈঃ স্তম্ভৈশ্চাপ্যুপশোভিতম্॥২-৬৭

১৩। মন্দবাতায়নোপেতো নির্বাতো ধীরশব্দবান্।
তস্মান্নিবাতঃ কর্ত্তব্যঃ কর্তৃভির্নাট্যমণ্ডপঃ।২-৭০
গম্ভীরস্বরতা যেন কুতপস্য ভবিষ্যতি।২-৭১

১৪। ভিত্তিকর্ম্ম বিধিং কৃত্বা ভিত্তিলেপং
প্রদাপয়েৎ।২-৭১
সুধাকর্ম্মবিধিস্তস্য বিধাতব্যঃ প্রযত্নতঃ।
ভিত্তিষ্বথ বিলিপ্তাসু পরিমৃষ্টাসু সর্ব্বতঃ।২-৭২

১৫। সমাসু জাতশোভাসু চিত্রকর্ম্ম প্রয়োজয়েৎ।
চিত্রকর্ম্মাণি চালেখ্যাঃ পুরুষাঃ স্ত্রীজনস্তথা॥২-৭৩
লতাবন্ধশ্চ কর্ত্তব্যাশ্চরিতং চাত্ম-
ভোগজম্ (?) ২-৭৪

১৬। সমস্তশ্চ কর্ত্তব্যা হস্তা দ্বাত্রিংশদেব তু।২-৭৫
বাহ্যতঃ সর্ব্বতঃ কার্য্যা ভিত্তিঃ শ্লিষ্টেষ্টকাদৃঢ়া।
তত্রাভ্যন্তরতঃ কার্য্যং (র্যা) রঙ্গপীঠং পরি
ষ্ঠিতা।২-৭৮
দশ প্রয়োক্তৃভিঃ স্তম্ভা শক্তা মণ্ডপলক্ষণে।
স্তম্ভানাং বাহ্যতশ্চাপি সোপানাকৃতিপীঠকম্।৭৯
ইষ্টকাদারুভিঃ কার্য্যং প্রেক্ষকাণাং নিবেশনম্।
হস্তপ্রমাণৈরুৎসেধৈর্ভূমিভাগ সমুত্থিতৈঃ॥৮০
অষ্টৌ স্তম্ভান্ পুনশ্চৈব তেষামুপরি কল্পয়েৎ।৮২
বিন্যাসমষ্টহস্তং চ পীঠং তেষু ততো ন্যসেৎ।
তত্র স্তম্ভাঃ প্রদাতব্যাস্তজ্জ্ঞৈর্মণ্ডপধারণে॥৮৩
ধারণীধারণাস্তে শালস্ত্রীভিরলংকৃতাঃ।
নেপথ্যগৃহকং চৈব ততঃ কার্য্যং প্রযত্নতঃ॥৮৪
দ্বারং চৈকং ভবেত্তত্র রঙ্গপীঠং প্রযত্নতঃ।
জনপ্রবেশনং চান্যদাভিমুখ্যেন কারয়েৎ।৮৫
রঙ্গস্যাভিমুখং কার্য্যং দ্বিতীয়ং দ্বারমেব তু।
অষ্টহস্তং তু কর্ত্তব্যং রঙ্গপীঠং প্রমাণতঃ॥৮৬
চতুরস্রে (স্রং) সমতলং বেদিকাসমলংকৃতম্।
পূর্ব্বপ্রমাণনির্দিষ্টা কর্ত্তব্যা মত্তবারণী॥৮৭

এই দশটী স্তম্ভ ছাড়া মণ্ডপের অন্যান্য দিকে আর দশটী স্তম্ভ তৈরী কর্‌তে হয়। স্তম্ভগুলির উপর আটহাত পরিমাণ পীঠ নির্ম্মাণ করতে হ'বে। ঐ স্তম্ভ-গুলি শালকাঠের তৈরী, আর সে গুলি স্ত্রী-মূর্ত্তিদিয়ে অলঙ্কৃত থাক্‌বে। এই ছয়টী স্তম্ভের নাম—'ধারণী-ধারণ'। এরপর নেপথ্য-গৃহ। এতে একটীমাত্র দ্বার। এ ছাড়া রঙ্গের দিকে আর একটা 'জনপ্রবেশন' দ্বার দরকার। এই রঙ্গপীঠ সমশুদ্ধ আটহাত। একে চতুরস্র ও সমতল করতে হ'বে। ভিতরে একটা বেদিকা দিয়ে সাজান চাই। তার পাশ থেকে "মত্ত-বারণী" বাহির করবে। মত্তবারণী বেশ চিত্র-করা বারাণ্ডা। বারাণ্ডা ধারণ করবার আর চারটী স্তম্ভ করতে হ'বে। এর পরে রঙ্গশীর্ষ।

ত্র্যস্র মণ্ডপ ত্রিকোণ। তার মাঝখানে ত্রিকোণ রঙ্গপীঠ। দরজাও ত্রিকোণ। রঙ্গ-পীঠের পিছনে আর একটা দরজা থাকা চাই। সামনে ভিত্তির উপর স্তম্ভ।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

রঙ্গরেণু

কোন সর্ব্বজনপ্রিয় প্রসিদ্ধ গল্প বা উপন্যাসের বই থেকে আখ্যানভাগ নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরী হ'লে তাও যে জনসমাজের প্রিয় হবে এমন কথা নেই। এর কারণ চলচ্চিত্রের কর্ত্তারা মূল আখ্যানভাগকে এমনভাবে পরিবর্দ্ধিত, পরিবর্জ্জিত এবং পরিবর্ত্তিত করেন যে তা স্বতন্ত্র গল্প হ'য়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়ে আমেরিকার চলচ্চিত্রের কর্ত্তৃপক্ষরা দক্ষ। তাঁরা আখ্যায়িকার তো বদল করেনই এমন কি মূল বইয়ের নাম পর্য্যন্ত বদলে দেন। সার জেমস্ ব্যারির প্রসিদ্ধ নাটক "দি এ্যাড্‌মিরেব্‌ল্ ক্রাইটন," চলচ্চিত্রে দাঁড়িয়েছে "মেল এণ্ড ফিমেল।" ইংলণ্ডের চলচ্চিত্র-কর্ত্তারা মূল গল্প বা উপন্যাসের আখ্যানভাগ বজায় রাখ্‌বার পক্ষপাতী। হাচিন্‌সনের দুটি প্রসিদ্ধ উপন্যাস "দিস্ ফ্রীডম" আর "ইফ্ উইন্‌টার কাম্‌স্" চলচ্চিত্রের চেহারা বদ্‌লে ফেলেনি। সেইজন্যে ঐ দুখানি বই যেমন, তার চলচ্চিত্র-রূপও তেম্‌নি জনপ্রিয় হ'য়েচে। "দিস্ ফ্রীডমের" চলচ্চিত্র তৈরী হ'লে আমেরিকার কোনো প্রসিদ্ধ ফিল্ম কোম্পানি তিন লক্ষ টাকায় তা কিনে নেন; তবে ইংরাজ ছবির মালিকরা বিয়োগান্ত গল্পকে মিলনান্ত অনেক সময়ে করে তোলেন। তার কারণ চলচ্চিত্র দর্শকের অধিকাংশ লোকই বিয়োগান্ত কোন আখ্যান দেখ্‌তে নারাজ। এর খুব ভাল উদাহরণ বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ই আর্ভিনের উপন্যাস "স্যালি বিশপ"। গ্রন্থকার স্যালিকে মেরে ফেলেছিলেন কিন্তু ছবির বিধাতারা তাকে বাঁচিয়েছেন, এবং তার মনোমত মিলন ঘটিয়েছেন।

চলচ্চিত্রের যশস্বিনী শিশু অভিনেত্রী বেবী পেগির গলায় তার মুক্তার হার থাকলে তার বয়স জান্‌বার গোল হয়না। সেঞ্চুরি ফিল্ম সঙ্ঘের ডাইরেক্‌টার, যিনি ছয় বছর আগে পেগিকে আবিষ্কার করেছিলেন, তাকে একছড়া মুক্তার হার দিয়েচেন! সেই হারে এখন ছটি মুক্তা আছে আর তাতে পেগির বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি ক'রে মুক্তা প্রতি বৎসর যোগ করা হয়।

* *

সুবিখ্যাতা চলচ্চিত্র অভিনেত্রী পার্ল হোয়াইট বলেন চুল ভালো রাখ্‌তে হ'লে তা এলো করে রাখ্‌তে হবে। তিনি বলেন, এলো চুলের ওপর রোদ্ লাগ্‌বে, হাওয়া খেল্‌বে তবে ত' সে সুন্দর হবে। বেঁধে রাখা, বিনুনী ক'রে রাখা, নানা ধরণে তাকে পাকিয়ে খোঁপা করে' রাখা চুলের পক্ষে মারাত্মক।

* *

প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্র অভিনেতা হ্যারল্ড্ লয়েডের বিবাহের পর তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী মিল্‌ড্রেড্ ডেভিসকে ইটালিতে গিয়ে দুখানি চলচ্চিত্রের জন্যে অভিনয় ক'র্‌তে আমন্ত্রণ করা হ'য়েছিল। দুখানি ছবিতেই নায়কের ভূমিকা ছিল রাডলফ ভ্যালেন্টিনোর। হ্যারল্ড্ লয়েড এতে মত না দেওয়ায় শ্রীমতী সে আমন্ত্রণ গ্রহণ ক'র্‌তে পারেন নি

* *

চলচ্চিত্রের প্রথম অবস্থায়, শ্রেষ্ঠতম অভিনেতা অভিনেত্রীরা (stars) সপ্তাহে পেতেন মোটে ৪৫৲ টাকা, আর এখন?

সুবিখ্যাতা চলচ্চিত্র অভিনেত্রী বার্‌বারা লামার ছ'খানি প্রকাণ্ড ও দামী মোটর গাড়ীর অধিকারিণী।

*　　　*

"সাদার্ণ লাভ" নামক বহুপ্রশংসিত চলচ্চিত্র, যা এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ পিক্‌চার প্যালেসে অনেকদিন আগে দেখান হ'য়েছিল এবং যাতে শ্রীমতী বেটিব্লাইদ্ নায়িকার ও শ্রীযুক্ত ওয়ারউইক্ ওয়ার্ড নায়কের ভূমিকা নিয়েছিলেন, যখন বিলাতের এ্যালবার্ট হলে দেখান হয়, তখন ঐ ছবি দেখ্‌তে দশ হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন পয়সা দিয়ে টিকিট কিনে।

*　　　*

বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা ফ্র্যাঙ্ক্ মেয়ো অভিনয়ের আবহাওয়ায় জন্মগ্রহণ ক'রেচেন ও গ'ড়ে উঠেচেন। ৪১ বছর আগে এই নামেরই যে প্রসিদ্ধ অভিনেতা ছিলেন, ইনি তাঁর পৌত্র। এঁর মা রঙ্গমঞ্চে "থ্রি মাস্‌কেটিয়ার্স" অভিনয় হ'তে কন্‌ষ্টান্সের ভূমিকায় অবতীর্ণা হ'য়েছিলেন। এঁর পিতা এডুয়িন্‌ও একজন অভিনেতা ছিলেন।

*　　　*

যশস্বিণী অভিনেত্রী মে মারে একটি মজার গল্প ব'লেচেন। তিনি একদিন রাস্তায় যেতে যেতে শুন্‌লেন কোনো পোষাকের দোকানের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে একজন ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে ব'ল্‌চেন, "৩৫ ডলার দিয়ে একটা টুপি কেনা বড় বাড়াবাড়ি।" ভদ্রমহিলা উত্তর দিলেন, "আমারও মত তাই; কিন্তু তোমার যে সুন্দর চেহারা আর চমৎকার পোষাক, আমাকে তার যোগ্য বেশ ক'র্‌তে হবে; নইলে তোমার পাশে আমাকে মানাবে কেন?" বলা বাহুল্য, যে তাঁর জন্য ৩৫ ডলারের টুপিটি তখনি কেনা হোলো।

*　　　*

আর একজন অভিনেত্রী, মেরি ব্রাও আর একটি মজার গল্প ব'লেচেন। তাঁর একটি বন্ধু কোনো ভদ্রলোককে রাত্রে নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়ায়। পরদিন সকালে দুজনে দেখা হ'তে ভোজনতৃপ্ত ভদ্রলোকটি বল্‌লেন, "কাল তোমার ওখানে খেয়ে বেশ আনন্দলাভ করেছিলুম।" বন্ধু ব'ল্লেন, "শুনে খুশী হ'লুম।" "তোমার স্ত্রী বেশ সুন্দরী, আচ্ছা আর কারুর সঙ্গে সে কথা কইলে বা আলাপ ক'র্‌লে তোমার হিংসা হয়না?" বন্ধু বল্লেন, "নিশ্চয়ই হয়; সেই জন্যে কুৎসিত আর আহাম্মক লোক ছাড়া আর কাউকে আমি কখনো ডাকিনা।"

দেশী ছবির দর্শক

বাংলা বায়োস্কোপের ছবিতে দর্শক কি চান্, কি পাইলে তাঁরা খুশী হন্, এ কথাটার আলোচনা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য দু-একখানি ছবি ছাড়া বাংলা ফিল্ম পুরা-দস্তর আর্টিষ্টিক হইয়াছে এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। তবু উহারি মধ্যে দুই-চারি-খানি ছবির আশ্চর্য্য সাফল্য দেখিয়া আমরাও একটু অবাক যে না হইয়াছি, এমন কথাও বলিতে পারি না।

খুব সম্প্রতি দু'খানি নূতন দেশী ছবি আমরা দেখিয়াছি—প্রেমাঞ্জলি ও তুর্কী হুর।

প্রেমাঞ্জলির গল্পটি চমৎকার—তবে অভিনয়ে ত্রুটি যে কতকগুলি নাই, এমন কথা বলি না। প্রেমাঞ্জলি দর্শকের কাছে আদর পাইল না! তা না পাক্, তুর্কী হুর কিন্তু যথেষ্ট আদর পাইয়াছে। আদর-অনাদরের মাত্রাটা কোম্পানীর তহবিল হইতে বোঝা যায়। তুর্কী হুরে ম্যাডান কোম্পানি যে-পরিমাণে টাকা পাইয়াছেন, তা অল্প নয়। অথচ গল্পের দিক দিয়া ও দৃশ্যবৈচিত্র্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, প্রেমাঞ্জলি তুর্কী হুরের উপরে স্থান পাইবার যোগ্য। তবে তুর্কী হুরে এমন কতকগুলি জিনিষ আছে, যা প্রেমাঞ্জলিতে নাই! সেগুলি কি?

প্রথমতঃ তুর্কী হুরে গোড়া হইতেই নীতির দিকটায় খুব লক্ষ্য রাখা হইয়াছে—মামুলি ধরণের সেই মাতাল স্বামী ও তার অতি অনুগত স্ত্রী, সাধ্বী স্ত্রী—প্রহার খাইয়াও যে স্বামীর পায়ে লুটাইয়া পড়ে—এবং মারামারি, chasing অর্থাৎ thrills খুবই আছে। তুর্কী হুরের titlos অত্যন্ত আনাড়ি হাতের লেখা। তাহাতে না আছে রচনা-চাতুর্য্য, না আছে কবিত্ব অর্থাৎ তা নেহাৎ নীরস! অভিনয় প্রেমাঞ্জলির চেয়েও নিরেস। Mothod of Differentiation এ দেখা যায়, তুর্কী হুরে thrills আছে, যা প্রেমাঞ্জলিতে নাই এবং আজগুবি হইলেও ঘটনার বিরাট ঘনঘটায় তুর্কী হুরে সমাচ্ছন্ন! ঠিক এমনি ঘটনার প্রাচুর্য্য দেখিয়াছি 'পতিভক্তি' ছবি খানিতে। সেখানিও ম্যাডান কোম্পানিকে প্রায় লক্ষ টাকা আনিয়া দিয়াছে!

কাজেই দেখিতেছি, বাঙালী দর্শক বাঙলা ফিল্মে এই thrills চায়—তার জন্য গল্প আজগুবি হইলেও তারা খুশী মনে তাহা গ্রহণ করে! এটায় রসজ্ঞানের অভাব সূচিত হইলেও এ খাঁটি সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। এটা দুর্ভাগ্য হইলেও একে স্বীকার করিতেই হইবে, কারণ ফিল্‌ম কোম্পানি লোকসান মানিয়া আর্টের গৌরব রক্ষা করিতে যাইবে না, কোনদিনই! কাজেই artistic বা খাঁটি নিখুঁৎ ফিল্‌ম্ প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা এবং এ বিড়ম্বনা এমনভাবে বজায় থাকিলে বাংলা ফিল্‌মের ভবিষ্যৎ মেঘাচ্ছন্ন বলিয়াই মনে হয়।

বাংলা ফিল্‌মকে সফল করিতে হইলে এদিকে বাঙালী দর্শকের রসজ্ঞানকে সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে। বিদেশী ভালো ভালো ফিল্‌ম দেখিয়াও কি তাঁরা এ বিষয়ে সচেতন হইবেন না? **Under the Lash, Oh, Doctor! The Conquering Power, Missing Husbands, Gipsy Love,**

Enemies of Women এ. সব ছবি দেখিয়াও কি তাঁরা খাটি দেশী ছবির জন্ত উদ্‌গ্রীব হইবেন না? বাঙলা ফিল্‌ম্ সম্বন্ধে এবারে আমরা বিশেষ করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিব, বিশ্বের দরবারে তাকে বাহির করিতে হইলে তার কি কি গুণ থাকা দরকার! গ্যালারির মুখ চাহিয়া ছবি তুলিতে ফিল্‌ম্-কোম্পানিকে যতই আমরা নিষেধ করি না কেন, তাঁদের সে কথায় কর্ণপাত করার আশা আমরা ততদিন কিছুতেই করিতে পারি না, যতদিন না বাঙালী দর্শক উঁচু দরের নিখুঁৎ ছবির কদর না করেন!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

ডাকঘর

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নাচঘর-সম্পাদক মহাশয়ের করকমলে—

মহাশয়,

গত ১৮ই এপ্রেল রামপুরহাট রেলওয়ে ইন্‌ষ্টিটিউটে "কর্ণার্জ্জুন" নাটকখানি অভিনীত হইয়া গিয়াছে। ইন্‌ষ্টিটিউটের সভ্যবৃন্দ তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব লইয়া এই অভিনয়ের আয়োজন করিয়াছেন। যাঁহাদিগের দক্ষতায় অভিনয় সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছিল, তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য "পদ্মাবতীর" অংশের অভিনেতা ক্ষিতীশবাবু, ইনি নারী-চরিত্রের ভাবাভিব্যঞ্জনায় অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁর চেহারা যেমন মানানসই, কণ্ঠস্বরও তদ্রূপ নারীসুলভ। আমরা ইতিপূর্ব্বে কোন অভিনেতার এরূপ কৃতিত্বের সহিত নারী-চরিত্র অভিনয় করিতে দেখি নাই। পুত্র বৃষকেতুর বিয়োগ-শঙ্কাকুলা পদ্মাবতী যখন কর্ণের নিকটে হৃদয়ের বেদনা উচ্ছ্বাসের পর উচ্ছ্বাসে ব্যক্ত করিতেছিলেন, তখন সমবেত দর্শকমণ্ডলী কেহই অশ্রু সংবরণ করিতে পরেন নাই। এই অভিনেতাটি উচ্চশিক্ষিত বলিয়া তাঁহার আবৃত্তিতে অতি স্পষ্ট, স্বচ্ছ, সাবলীল গতি ছিল। ইন্‌ষ্টিটিউটের খ্যাতনামা অভিনেতা শ্রীযুক্ত তিনকড়িবাবু অর্জ্জুনের অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুঅভিনেতা বলিয়া এখানে তিনকড়িবাবুর যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি আছে। অর্জ্জুনের ভূমিকায় তাঁহার পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণই ছিল। "কর্ণের" ভূমিকায় হর্ষবাবু ও "ভীমে"র ভূমিকায় দুর্গাবাবু তদ্রূপ কৃতিত্ব দেখাইতে না পারিলেও অভিনয় মোটের উপর মন্দ হয় নাই। শকুনি ও নিয়তি চলনসই। অভিনয়ের সফলতার জন্য সাজ-পোষাক, দৃশ্যপট, বৈদ্যুতিক আলো প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত ছিল। আমরা এই নির্ম্মল আমোদের ব্যবস্থার জন্য রামপুরহাট রেলওয়ে ইন্‌ষ্টিটিউটের সভ্যবৃন্দকে ও সেই রাত্রির অভিনয়ের সাফল্যের জন্য বিশেষভাবে পদ্মার অংশের অভিনেতাটিকে আমাদের অন্তরের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি

পাকুড়
১লা মে,
১৯২৫

একান্ত বিনীত
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র অধিকারী
বি, এ।
শিক্ষক, পাকুড় রাজ হাই স্কুল।

নাচঘরের নিয়মাবলী

প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র ইত্যাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধ বা চিঠিপত্র প্রকাশ করা বা না করা সম্পাদকের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেওয়া হয় না। কাগজের এক পৃষ্ঠায় না লিখিলে কোনও লেখা ছাপা হয় না।

নাচঘরের বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা অগ্রিম দিতে হয়। প্রতিসংখ্যার মূল্য ৵১০ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার :—

পৃষ্ঠা	প্রতিসংখ্যা	মাসিক
১ "	৭৷৷০	২৫৲
½ "	৪৲	১৫৲
¼ "	২৷৷০	৮৲
⅛ "	১৷৷০	৫৲

কার্য্যাধ্যক্ষ—নাচঘর

রায় এণ্ড রায়চৌধুরী

পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক

২৪ নং (দোতালা) কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রাপ্তিস্থান :—

২০।২ এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

মনোমোহন-নাট্যমন্দির

৬৮ বি, বিডন ষ্ট্রীট] [ফোন নং ১৭১৭ বড়বাজার

অধিকারী—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

শনিবার ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৬ই মে, রাত্রি ৭৷৷০ টায়

ও পরদিন

রবিবার বৈকাল ৪৷৷০ টায়

যোগেশবাবুর অভিনব পৌরাণিক নাটক

(৮৬ ও ৮৭ অভিনয় রজনী।)

রাম—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

লক্ষণ—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী ভরত—শ্রীতারাকুমার ভাদুড়ী

শত্রুঘ্ন—শ্রীশৈলেন্দ্র চৌধুরী লব—শ্রীজীবনকুমার গাঙ্গুলী

কুশ - শ্রীরথীন্দ্রমোহন রায় বশিষ্ঠ—শ্রীললিতমোহন লাহিড়ী

বাল্মীকি—শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য শম্বুক—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

দুর্ম্মুখ—শ্রীঅমিতাভবসু (এমেচার)। বৈতালিক—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে

সীতা—শ্রীমতী চারুশীলা

এখন হইতে প্রবেশ-পত্র পাওয়া যায়।

রবিবার অভিনয়ান্তে ট্রামপাওয়া যায়।

২০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বেঙ্গল প্রেসে—শ্রীপূর্ণচন্দ্র মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

নাচঘর

২য় বর্ষ | সম্পাদকঃ— | ৮ই জ্যৈষ্ঠ
৩য় সংখ্যা | শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী | ১৩৩২

নাট্যজগৎ

'জনার' অভিনয়সত্ব সম্বন্ধে 'নাচঘরে' যে অভিমত প্রকাশিত হয়েছিল, সহযোগী "বাঙলা" সে সম্বন্ধে একটু মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। হয়ত এই মন্তব্য টুকু তাঁরা করতেন না যদি জানতেন যে, 'জনা' অভিনয় করবার সঙ্কল্প করবামাত্র শিশিরবাবু সর্ব্বপ্রথমে দানী বাবুর নিকটেই অভিনয় সত্ব ক্রয় করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু দানীবাবু তাঁর বর্ত্তমান মনিবদের অসন্তুষ্টির ভয়ে সে সময় তাঁকে সে অধিকার দিতে পারবার অক্ষমতা জানিয়েছিলেন; কাজে-কাজেই বাধ্য হ'য়ে শিশির বাবুকে 'আইনের' সুযোগ নিয়েই 'জনা' অভিনয় করবার জন্য বদ্ধ পরিকর হতে হয়েছিল। কারণ একথা সকলেই জানেন যে, শিশির কুমার জনা অভিনয় করবেন এ সংকল্প করার পর আর্ট থিয়েটার উদ্যোগী হয়ে আগেই সে নাটকের অভিনয় সত্ব জোগাড় করেছিলেন।

* *

যেমন ক'রেই হোক 'জনা' অভিনয় করবার জন্য শিশিরবাবুর এই দৃঢ় সঙ্কল্প দেখে দানীবাবু আজ তাঁকে নিজেই অভিনয়সত্ব লিখে দিতে সম্মত হওয়ায়, তিনি আদালতের সাহায্য পরিত্যাগ ক'রে দানীবাবুর কাছ-থেকেই 'জনার' অভিনয় সত্ব ক্রয় করেছেন। এটা তাঁর পক্ষে খুব উচিত কাজই করা হয়েছে। দানীবাবু 'জনার' অভিনয়-সত্ব তাঁকে দিতে রাজি হয়েছেন জেনেও তিনি যদি তা প্রত্যাখান ক'রে, মাম্‌লা মকর্দ্দমা করাটাই ভাল বলে মনে করতেন আমরা তাহ'লে শিশির-বাবুর বুদ্ধি ও বিবেচনার মোটেই প্রশংসা ক'রতে পারতেম না। আদালতে যে টাকাটা ব্যয় হ'তো সেটা তিনি আজ দানীবাবুকে দিয়ে স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষেরই আত্মার প্রীতিসাধন ক'রেছেন!

দানীবাবু শিশির কুমার ভাদুড়ী মহাশয়কে 'জনার' অভিনয় সত্ব লিখে দিয়ে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন; কারণ মামলার ফল কি হ'ত কিছুই বলা যায় না! দানীবাবুর হার হলে তাঁর পিতার অনেকগুলি নাটকের অভিনয় সত্ব তাঁর হাত থেকে বেরিয়ে যেতো। সুতরাং তিনি এই অতি সুবিবেচনার কাজ ক'রে শুধু নিজেই উপকৃত নয় বহু নাট্যকারকেও রক্ষা করেছেন।

* *

আর্ট থিয়েটার যখন রেঙ্গুনে প্রথম অভিযান করেন তখন 'নাচঘর' বলেছিল যে, ভাল ভাল অভিনেতাদের এই বর্ম্মা-বিজয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। সেটা না ক'রে তাঁরা অন্যায় করেছেন। কারণ বিদেশে বাঙালীর অভিনয়ের অখ্যাতি হ'লে সেটা সমস্ত বাঙলা জাতির কলঙ্ক বলে গণ্য হবে। নাচঘরের এই মন্তব্যের উপর টিপ্পনী ক'রে জনৈক পত্র প্রেরক 'নবযুগে' বেশ একটু বাহাদুরী দেখাবার চেষ্টা করেছেন।

* *

এই 'পত্র প্রেরকটি' যদি সেই সময় ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারতেন যে 'তোমাদের আশঙ্কা অমূলক। আর্ট থিয়েটার যে ভাড়া

দল নিয়ে যাচ্ছেন তাতেই তাঁরা সেখানে কেল্লা ফতে ক'রে আস্‌বেন!' তাহ'লে আমরা আজ তাঁর এই অনুচিত ঔদ্ধত্যও নতশিরে মেনে নিতে পারতেম, কিন্তু সে সময় তিনি কিছুই বল্‌তে সাহস করেন-নি, কারণ তখন বোধহয় তিনিও এটা কল্পনা করতে পারেন-নি যে সেখানে ষ্টার থিয়েটারের কানা কড়িরাই খেলে বাজীমাৎ ক'রে আস্‌তে পারবে!

*　　　　*

আজ "রেঙ্গুন মেল" ও "রেঙ্গুন টাইমস্‌" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সংবাদ-পত্র সমূহে আর্ট থিয়েটারের অভিনয়ের অজস্র প্রশংসা প্রকাশ হয়েছে দেখে তিনি সাহসী বীরের মতো বুক ফুলিয়ে তেড়ে এসেছেন 'নাচঘরকে' চোখ রাঙাতে! কিন্তু একটা চিরপ্রচলিত সংস্কৃত প্রবাদ বাক্য বোধহয় তাঁর স্মরণ নেই যে "নিরস্ত পাদপেদেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে!"

*　　　　*　　　　*

আর্ট থিয়েটার যে প্রথম শ্রেণীর অভিনেতাদের না নিয়ে গিয়েও রেঙ্গুন থেকে যশমাল্যে ভূষিত হ'য়ে ফিরে এসেছেন এটা আমরা পূর্ব্বেই 'আশাতীত,' আনন্দের কথা বলে স্বীকার করেছি, কিন্তু একথাও আমরা বলতে বাধ্য যে, কেবল মাত্র দুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায় ও নীহারবালা ভিন্ন আর দ্বিতীয় কোনও সু-অভিনেতা বা অভিনেত্রীর সাহায্য না নিয়েই, আর্ট থিয়েটারের এই বর্ম্মা বিজয়ে একটা বিস্ময়কর কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে বটে, কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশী প্রকাশ পেয়েছে রেঙ্গুনবাসীদের কলা-জ্ঞানের শোচনীয় অভাবটা! শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী শেষ বরাবর সেখানে গিয়েছিলেন এবং মাত্র দু'দিন অভিনয় করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। সুতরাং আর্ট থিয়েটার রেঙ্গুনে আজ যে খ্যাতি অর্জ্জন ক'রে এসেছেন সে জন্য শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর নিকট তাদের ঋণ বিশেষ কিছু আছে বলে মনে হয় না। এর মধ্যে আমরা রেঙ্গুনবাহিণীর কর্ণধারের কৃতিত্বটাই খুব বেশী দেখতে পাচ্ছি!

*　　　　*

রেঙ্গুনের দুখানি বিখ্যাত সংবাদপত্রে আর্ট থিয়েটারের "বিদায় অভিনয়ের" যে বিবরণ প্রকাশ হয়েছে আমরা পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণার্থে 'ডাকঘর' বিভাগে তা উদ্ধৃত ক'রে দিলেম!

*　　　　*

২৩৩।২নং অপার সার্কুলার রোড থেকে ব্যবসায়ী ও জমীদার শ্রীযুক্ত ডি, এন গুপ্ত মহাশয়ের নিকট হ'তে ম্যাডান কোম্পানীর ক্রাউন সিনেমার কর্ম্মচারী মিঃ গোডলার দুর্ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা অভিযোগপূর্ণ এক খানি পত্র পেয়েছি। সে রাত্রে চিত্র প্রদর্শন শেষ হবার পর বৃষ্টির জন্য দর্শকেরা রঙ্গালয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু মিঃ গোডলা রঙ্গালয়ের আলো নিভিয়ে দিয়ে তাঁদের বৃষ্টির মধ্যেই বার ক'রে দিয়েছিলেন। দর্শকদের মধ্যে জনকতক মহিলাও ছিলেন। অন্ধকারে এবং বৃষ্টির মধ্যে তাঁদের সেদিন যে কতদূর নাকাল হ'তে হ'য়েছিল এটা সহজেই অনুমেয়। ম্যাডান কোম্পানী

যদি মিঃ গোড্‌লার এই অন্যায় ও অভদ্র আচরণের কোনও প্রতিবিধান না করেন, তবে আমাদের মনে হয় বাঙালী দর্শকদের আর ওরূপ স্থলে স্ত্রীলোকদের নিয়ে পদার্পণ করা অনুচিত।

* *

মিনার্ভা থিয়েটারে সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহড়ী মহাশয় যোগদান করেছেন। আশা করি এইবার তিনি প্রধান প্রধান চরিত্র অভিনয় করবার একচ্ছত্র অধিকার পেয়ে নিজের রূপদক্ষতাটুকু সম্যক প্রকাশ করতে পারবেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ম্যাডান কোম্পানীর বেঙ্গলী থিয়েটারে তিনি একবার এ সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু উপযুক্ত পার্শ্ব-অভিনেতার অভাবে নাকি সেখানে তাঁর বিশেষ কিছু গুণ দেখাবার সুযোগ হয়-নি। আর্ট থিয়েটারে সে সুযোগটুকু থাকায় তাঁর অভিনয় সেখানে বেশ খুলেছিল। মিনার্ভায় তিনি একা প্রাচীন যুগের প্রভাব এড়িয়ে যদি নবীনের গৌরব-নিশান উচ্চে ধ'রে থাকতে পারেন, তাহ'লে সে একটা দেখবার মতো ব্যাপার হবে বটে!

* *

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ মহাশয় তাঁর 'কর্ণ' নাটকখানি শেষ ক'রেই শুনছি শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নাট্য-মন্দিরের জন্য—"শ্রীকৃষ্ণ" শীর্ষক আর এক খানি পৌরানিক নাটক রচনা করেছেন। মহাভারতের নায়ক, কুরুক্ষেত্রের ভাগ্যবিধাতা "শ্রীকৃষ্ণের" বিরাট চরিত্র নিয়ে যে একখানি উচ্চশ্রেণীর নাটক রচনা হ'তে পারে একথা বলা বাহুল্য মাত্র! বিদ্যাবিনোদ মহাশয় শক্তিশালী নাট্যকার। তাঁর হাতে গড়া "শ্রীকৃষ্ণের" মূর্ত্তি যে অপূর্ব্ব হ'য়ে উঠবে তাতে আর কোনও সন্দেহ নাই।

* *

রঙ্গালয়ে দেখ্‌ছি এবার পৌরাণিক নাটকের বন্যা এসেছে! ষ্টার থিয়েটারে 'কর্ণার্জ্জুন' 'জনা'; নাট্যমন্দিরে 'সীতা' 'জনা' আবার 'কর্ণ', 'শ্রীকৃষ্ণ' মজুত, এবং মিনার্ভায়ও শুনছি নিপুণ নাট্যকার ভূপেন্দ্র-নাথ বন্দোপাধ্যায়ের "দেবাসুর"ও নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসুর "যাজ্ঞসেনী" প্রস্তুত! মিনার্ভার নূতন বাটীতে সর্ব্বপ্রথমে যবনিকা উঠবে রঙ্গমঞ্চে "দেবাসুর" নিয়েই!

* * *

শ্রীমতী সুবাসিনী ষ্টার থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছেন শোনা গেল! এই কোকিল-কণ্ঠী গায়িকাকে আপনাদের সম্প্রদায়ভুক্ত করবার জন্য সম্ভবতঃ অন্যান্য থিয়েটারের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা সুরু হ'য়ে যাবে। দেখা যাক্ শ্রীমতী সুবাসিনীর সুকণ্ঠ আবার কোন্ রঙ্গমঞ্চে ঝঙ্কৃত হ'য়ে ওঠে!

* *

ষ্টার থিয়েটারে 'জনা'র ভূমিকার অভিনয়ে শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী যে নাট্য-দক্ষতা ও কলানৈপুণ্যের পরিচয় দিচ্ছেন তা যে কোনও প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রীর যোগ্য। তাঁর অভিনয় যে উত্তরোত্তর আরও নির্দ্দোষ এবং শ্রী ও সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হ'য়ে উঠছে এ কথা সকল দর্শককেই স্বীকার করতেই হবে। 'জনা'র অভিনয়ে সকলের চেয়ে কৃতিত্ব দেখাচ্ছেন অভিজ্ঞ সু-অভিনেতা শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী। বিদূষকের ভূমিকায় তাঁর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় স্বর্গীয়

গিরিশচন্দ্র ঘোষের পরই স্থান পেতে পারে বলে মনে হয়। কি ভাবভঙ্গীর বিকাশে, কি আবৃত্তির কৌশলে, তিনকড়ি বাবুর বিদূষকের অভিনয়—তাঁর নড়া-চড়া, চলা-ফেরা এমন কি রঙ্গপীঠে প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ পর্য্যন্ত চমৎকার হচ্ছে! অর্জ্জুনের অংশে সুঅভিনেতা শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী এবং বৃষকেতুর ভূমিকায় উদীয়মান নট শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায়ের সুন্দর অভিনয়ও উল্লেখ যোগ্য!

* * *

গত দুই তিন সপ্তাহ থেকে 'প্রবীরের' ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অহীন্দ্রচৌধুরীর পরিবর্ত্তে দানীবাবু অবতীর্ণ হচ্ছেন। আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক এবং রঙ্গসমাজের 'ভয়াল' নাট্য-সমালোচক রাখাল বাবুর মতে এই পরিবর্ত্তন নাকি ভালই হয়েছে! কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা তাঁর মতের সমর্থন করতে পারলেম না। দানীবাবুর প্রবীর দেখে এসে মনে হ'লো মৃত্তিকাগর্ভে প্রাপ্ত সহস্র বৎসরের পুরাতন ভাড়খুরি, জীর্ণ ইষ্টক, চূর্ণ প্রস্তর, ইত্যাদি ঘেঁটে ঘেঁটে বোধহয় তাঁর এই ধরণের জিনিষগুলির উপর এমন একটা প্রচণ্ড প্রীতি জন্মে গেছে যে, তিনি রঙ্গমঞ্চের উপর আর সজীব তরুণ চঞ্চল নবীন অক্ষত ও সুন্দরের বিকাশ পছন্দ করতে পারেন না! এ প্রবীরে তাঁর মতে 'হিষ্ট্রিয়া' নেই বটে, কিন্তু 'প্যারালিসিস্' যে সর্ব্বাঙ্গে! বিশেষতঃ জিহ্বাগ্রে একটু অধিক

যাত্রায়! আমাদের মনে হয় প্রবীরের এই বীভৎস পরিবর্ত্তন 'জনার' অভিনয়ের সৌন্দর্য্যকে পূর্ব্বের চেয়ে অনেকখানি ম্লান ক'রে দিয়েছে। নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী আশ্চর্য্যময়ী তাঁর পূর্ব্ব অভিনেত্রীর সুযশকে ছাড়িয়ে উঠ্‌তে পারেন-নি। দৃশ্যপট ও নৃত্যগীতের ভিতর দিয়েও 'জনায়' আর্ট থিয়েটার বিশেষ কোনও কৃতিত্ব দেখবার চেষ্টা করেছেন বলে মনে হ'লো না!

রঙ্গরেণু

আমেরিকার বিখ্যাত নৃত্যপটু অভিনেতা জোসেফ কয়েন, যিনি ষাট বছর বয়েসে "নো, নো, ন্যানেট" নামক গীতিনাট্যে নতুন রকমের নাচ দেখিয়ে যশ অর্জ্জন ক'রেচেন, বলেন যে তিনি দশ বছর বয়সের সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত প্রতিদিন কোনো না কোনো স্থানে নেচেছেন এবং তার জন্য তাঁর স্বাস্থ্য ভালো আর মন খুসীতে ভরা আছে।

*　　*

র‍্যামন নোভারো আর বার্বারা লা মার্ দুজনেই প্রথমে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নৃত্য ক'রে জীবিকা অর্জ্জন ক'রতেন। এঁদের দুজনকে একই চলচ্চিত্রে অভিনয় ক'র্‌তে হয় প্রথমে "প্রিজ্‌নার অব্‌ জেন্দা"-নামক ছবিতে। তার পরে এঁরা দুজনে একসঙ্গে আবার অভিনয় ক'রেছেন "দাই নেম্ ইজ্ ওম্যান"-নামক ছবিতে। এই ছবি ম্যাডান কোম্পানীর প্যালেস্ অব ভ্যারায়েটিসে এখন দেখান হ'চ্চে।

*　　*

আম্‌রা এবারে "থিফ্ অব্ বাগদাদের মোঙ্গল-দেশীয় পরিচারিকার ভূমিকায় অবতীর্ণা এ্যানা মে উয়ঙের ছবি দিলুম। এঁর বিবরণ আগেই আম্‌রা 'নাচঘরে' দিয়েচি।

*　　*

আনাড়ীর কাছ থেকে অনেক সময় অভিনেতাদের সম্বন্ধে এমন মজার কথা শোনা যায়—যা উপভোগ করা যায়। আমাদের একজন দাদার বাড়ীতে সেদিন ব্রজবল্লভ মুখো নামক কোনো পূর্ব্ববঙ্গের ভদ্রলোকের নিকট শিশির ভাদুড়ী মহাশয়ের অপূর্ব্ব কাহিনী শোনা গেল। কর্ণওয়ালিস্ রঙ্গমঞ্চে শিশির বাবু তাঁর অভিনয় নৈপুণ্যের যাচাই ক'র্‌ছিলেন। "স্বর উচ্চ" (Voice high) "স্বর নীচু" (Voice low) শিশির বাবু এই সব ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে, হঠাৎ একস্থানে ব'ল্‌লেন "স্বরের সমতা" (Equilibrium of the voice)। তিনি শিশির বাবুর দিকে এমন মুখে আর এমন চোখে চেয়ে ব'ল্‌লেন "এখানে তো স্বরের সমতা হ'তেই পারে না" যে শিশির বাবু আর কথাটি কইতে পারলেন না। তা ছাড়া তিনি শিশির বাবুকে ব'লেছিলেন যে পুরোণো অভিনেতাদের দমান তাঁর কাজ নয়। বক্তাকে যদি নেওয়া হয় তো এ্যাক্‌টিং কাকে বলে একবার তিনি দেখিয়ে দেন। তবু শিশির বাবু তাঁকে নিতে পারেন নি, কেননা শিশির বাবু তাঁকে দিতে চেয়েছিলেন মাসে পঁচিশ টাকা যা তাঁর দৈনিক মোটরের খরচ। আমাদের বন্ধু কালিদাস বাবু ব'ল্লেন "শিশির বাবুর নাম ডুববে এই ভয়ে বোধ হয় তিনি আপ্‌নাকে নিতে চান্‌নি"। এত বড় শ্লেষ বুঝ্‌তে না পেরে, তিনি, ব'ল্লেন "আমারও তাই মনে হয়"।

*　　*

"বেন্ হুর" ব'লে যে নামজাদা চলচ্চিত্র আছে তাতে একজন মিশর দেশীয় যাদু-করীর ভূমিকা আছে-তার নাম আইরাস্। সেই ভূমিকা গ্রহণ কর্‌বার মত অভিনেত্রী খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছিলনা। কারণ, কর্ত্তৃপক্ষরা আখ্যানপ্রণেতা শ্রীযুক্ত লিউ ওয়ালেসের

বর্ণনার অনুরূপ একজন অভিনেত্রীর সন্ধান ক'রছিলেন। বর্ণনায় আছে "আইরাসের মুখ অনিন্দ্য সুন্দর, গঠন অনিন্দ্য সুন্দর, বাদামের মত আকৃতি তার ডাগর, কোমল, কালো চোখের, সে দীর্ঘ, তন্বী, ললিত, মার্জ্জিতরুচি। এখন স্থির হ'য়েছে প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী কার্‌মেল মায়ার্স এই ভূমিকা গ্রহণ ক'র্‌বেন।

* *

ইংলণ্ডের যশস্বিনী অভিনেত্রী শ্রীমতী মেরি ডিবলি বেশ ভাল ছবি আঁক্‌তে পারেন আর পোষাক পরিচ্ছদ তৈরি ক'র্‌তে পারেন। অভিনয় কালে যে সব বিচিত্র ও বিভিন্ন রকমের অঙ্গাবরণ তাঁকে ব্যবহার ক'র্‌তে হয়, তা তাঁর নিজের হাতেই তিনি তৈরি ক'রেন।

* *

তাঁরা যে ভূমিকায় অভিনয় করেন তার অনুরূপ নির্দ্দোষ ও যথোপযুক্ত পোষাক পরার জন্যে দুজন চলচ্চিত্র অভিনেত্রীর খুব নাম আছে—এল্‌সি ফার্গুসান আর এ্যালিস্ জয়িস্। ঘোড়া চড়্‌বার পোষাক ঠিকমত ও যথারীতি পর্‌বার জন্যে আর একজন বিখ্যাত অভিনেত্রীর প্রশংসা হ'য়েচে। তাঁর নাম গেল কেন্।

* *

নর্ত্তকীশ্রেষ্ঠা শ্রীমতী আনা পাভ্‌লোভা খুব সম্ভব আগামী শীতকালে কলিকাতায় আস্‌বেন আর নতুন রকমের নাচ দেখাবেন।

* *

সুপ্রসিদ্ধা চলচ্চিত্রঅভিনেত্রী শ্রীমতী আইভি ডিউক্ এই মজার গল্পটি ব'লেচেন। একটি ছোট ছেলে তার মাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে "মা, আমি কি নাইবার টবে আমার নৌকা ভাসাতে পারি"? মা ব'ল্‌লেন "পারো, কিন্তু হাত পা যেন না ভেজে"। খানিকক্ষণ পরে ঝপ্ করে একটা আওয়াজ হোলো আর মা তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন। মাকে দেখেই খোকা ব'ল্‌লে" আমি টবের কিনারায় ব'সে ছিলুম হঠাৎ আমার জুতো দুটো জলে প'ড়ে যায়—আর সেই দুটো জুতোর ভেতর আমার পা দুটো ছিল কিনা—তাই তাও জলের মধ্যে এসেচে"।
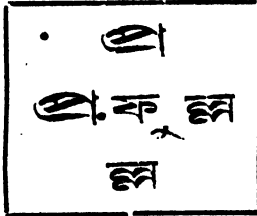
অবৈতনিক নাট্যসমাজের নূতন সংবাদ।

প্রাচীন নাট্যমণ্ডপ

(৩)

সেকালে নাট্যমণ্ডপ কি রকম করে' তৈরী করা হ'তো তা আমরা ভরতের নাট্যশাস্ত্র থেকে গেল দুই হপ্তায় দেখাতে চেষ্টা করেচি। আমরা যা বলেচি তার সারমর্ম্ম এই :—

নাট্যমণ্ডপ আকারে তিন রকম, মাপেও তিন রকম। কিন্তু সকল নাট্যমণ্ডপই শৈলগুহাকার আর দ্বিতল, চারিদিকে ইটের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। ভিতরে অর্দ্ধেকটা প্রেক্ষকপরিষৎ। এটা দর্শকদের বস্‌বার জায়গা। প্রেক্ষকপরিষৎ ঠিক রঙ্গপীঠের (stage) সাম্‌নে। এখানে ক্রমোচ্চ সোপানাকার ইটের বা কাঠের পীঠ (gallery)। দর্শকরা নিজ নিজ মর্য্যাদানুসারে তাতে বসে' অভিনয় দেখ্‌ত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চার রঙের স্তম্ভ। এই সব স্তম্ভের রঙ্‌ দেখে' চার বর্ণের লোকেরা তাদের নির্দ্দিষ্ট আসন ঠিক করে' নিত। বাকী অর্দ্ধেকটা রঙ্গপীঠ, রঙ্গশীর্ষ, আর নেপথ্য। রঙ্গপীঠের উপর বেদিকা। বেদিকার পাশ দিয়ে বারাণ্ডা। এই বারাণ্ডা চারিটী থামের উপর বসান। তার পিছনে রঙ্গশীর্ষ। তার পেছনে নেপথ্য।

স্ত্রীলোকেরা অভিনয় দেখ্‌তে আস্‌ত কি না ভরতের নাট্যশাস্ত্র থেকে তা বোঝবার উপায় নাই। দর্শকরা কি ভাবে বস্‌ত ভরতের নাট্যশাস্ত্রে তার একটা মোটামুটি খবর আছে। পরে প্রেক্ষকপরিষদের ব্যবস্থা কিছু বদলে যায়। 'অর্জ্জুন ভরতে' তার বর্ণনা আছে। এখানি এক খানি খুব প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রের বই! কত প্রাচীন তা জানি না। এতে আছে যে, নাট্যমণ্ডপের পূর্ব্ব দিকে ব'স্‌বেন রাজা অথবা যাঁরা সঙ্গীতবিদ্যার সমঝদার। পূর্ব্বভাগে আরও কয়জনের বসবার আসন থাক্‌বে, তাঁদের নাম—ন্যূনাধিক্য বিবেচক, মার্গদেশী, বিভাগবিৎ, সানন্দচিত্ত রসালঙ্কারাভিজ্ঞ, কলা-নাট্যকুশল, অভিনয়-চেতা, গুণদোষজ্ঞ, অন্যাভিপ্রায়জ্ঞ, ক্ষমাশীল সভাপতি। দক্ষিণে বসবেন ব্রাহ্মণেরা, উত্তরে বসবেন অমাত্য আর বালকগণ; ভিত্তির পাশে রমণীদের স্থান সভাপ্রান্তে বসবেন বন্দী, স্তাবক, রাজা বা সভাপতির দেহরক্ষী। অন্যান্য দর্শকদেরও বসবার জায়গা এইখানেই। যারা অভিনয় বোঝে না এমন লোকেদের মণ্ডপের মধ্যে প্রবেশ করতে দেওয়া হ'ত না। শুকমত একজন সঙ্গীতরসজ্ঞ পণ্ডিত। ইনি একখানি গ্রন্থ লিখেচেন, নাম 'সঙ্গীত-দামোদর'। এই গ্রন্থে নাট্যমণ্ডপ তৈরী করবার একটী পদ্ধতি মোটামুটি ভাবে দেওয়া আছে। পদ্ধতিটী এই—

"হস্তবিংশতি-বিস্তারা রঙ্গভূমির্মনোহরা।
পূর্বাভিমুখ এবাত্র নায়কঃ শোভতে পরম্‌॥
পশ্চিমাভিমুখিনাং বা রম্যানাং ভূষণান্তরৈঃ।
নায়কাভিমুখীনাঞ্চ গয়ন্তীনাং পরম্পরম্‌॥
তালে কৃতাবধানানাং নটীনামুপবেশয়েৎ।
পশ্চিমে চোভয়েস্তালাং মৃদঙ্গানাং চতুষ্টয়ম্‌॥
দক্ষিণে মুরজস্থানং পৃষ্ঠে যবনিকা তথা।
তন্মধ্যে মণ্ডলস্থানং নেপথ্যং তচ্চ গীয়তে॥"

অর্থাৎ রঙ্গভূমি চওড়ায় কুড়ি হাত হ'বে।

।ভিনয়ে নায়ককে পূর্ব্বাভিমুখে থাক্‌তে হ'বে। নায়ক যে দিকে মুখ করে' থাক্‌বেন। গায়িকারা সেইদিকেই মুখ করে ব'স্‌বেন। তালজ্ঞা নটীদেরও বসান হ'বে। এদের ঃপাশে বাদ্যস্থান। চারটি মৃদঙ্গ থাকা চাই। ক্ষিণে তূর্য্যস্থান, পৃষ্ঠে যবনিকা। তার ভতর নেপথ্য।

যোধপুর-দরবার লাইব্রেরীতে একখানি :াতের লেখা নাট্যশাস্ত্র আছে। গোড়াও াই শেষও নাই। নামও বোঝবার উপায় াই। এই গ্রন্থে নাট্যমণ্ডপ নির্ম্মাণে একটী দ্ধতি দেওয়া আছে। এই বইএর মতে াট্যমণ্ডপের মাপ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সমান ওয়া চাই। আর দুই দিকেই ২০ হাত রে' মেপে নিতে হ'বে। রঙ্গপীঠ শক্ত াঠ দিয়ে তৈরী কর্‌তে মণ্ডপের তারণ ধ্বজকুম্ভ পতাকা দিয়ে সাজান। াধোভাগ চক্‌চকে সাদা। কুট্টিম এমন 'রে তৈরী কর্‌তে হ'বে যেন পা পিছলে । যায়। নেপথ্য একেবারে পিছনে।

শিল্পরত্ন পাঁচশ' বছরের একখানি পুরাণো পাদেয় গ্রন্থ। এতেও নাট্যমণ্ডপের পদ্ধতি াছে। ভরত ছাড়া আর কোনও বইয়ে ত খুঁটিনাটির বর্ণনা নাই। এর পদ্ধতি রতেরই অনুরূপ। শিল্পরত্নে যে সব রিভাষা দেওয়া আছে সেগুলির মানে ঠিক াঝা যায় না। অনেক কষ্টকল্পনা কর্‌তে য়। মাঝে মাঝে অর্থবোধও হয় না। তা । হ'লেও একটা ধারণা কর্‌তে পারা যায়। তা একটা তর্জ্জমা না দিয়ে শ্লোকগুলি বহু নীচে তুলে দেওয়া গেল :—

ধ্যস্তে প্রতিযোনি ভাজি বহিরুখে
বোত্তরস্থাথবা

সূত্রস্থে দলিতে ততো বিভজিতে সম্যক্
চতুর্ব্বর্গকৈঃ।
স্যাদংশঃ পদকায়তিস্ত বিততির্দ্বাভ্যাং
পদাভ্যাং যুতং
তচ্ছিষ্টা ততিরুত্তরং নটনধাম্নো দ্বিত্রি
সংখ্যংমতম্॥

পদং ত্রিস্রঃ স্তপ্যো বিততিদলস্তোত্তরতলা
ত্যুপর্য্যধঃ স্যাদ্দিপদমিতি মত্তস্ত চরণঃ
পদং চাধিষ্ঠানং পদগণয়ালিন্দ চরণা
স্তরাপ্যারূঢাথায়াদ্যখিলমুচিতং মণ্ডপমপি(?)॥

একৈকাষ্টসু দিক্ষু পার্শ্বযুগগে দ্বে দ্বে চ ভাগদ্বয়ে
দ্ব্যষ্টৌ দীর্ঘলুপা বিদিগ্‌গতলু পাস্বা বন্ধমূলাঃ
পুনঃ।
কল্প্যা শ্ছেদলুপাদ্বয়ীষু সমলক্ষাস্তাসু (?)
কোণোন্মুখা
দ্বেধা সর্ব্বলুপান্তরং তু পদমাত্রং চিত্রপট্ট্যুজ্জলম্

রঙ্গং স্বযোনিপরমার্দ্ধ ইহার্ণবাশ্রং
বেদাজ্মি্রুত্তরলুপাদ্যুচিতাঙ্গশোভি।
পশ্চাণ্ম দঙ্গপদমস্য ততোহপি পশ্চা
ন্নৈপথ্যধাম চ বিভাগবিদা নিধেয়ম্॥

রঙ্গস্য নীপ্রবিততিঃ সমসীম্নি মধ্য
স্তপ্যা সমূলসদনস্য তু পশ্চিমায়াম্।
স্তপী চ সঙ্গমবশাদ্ কুশলেন কল্প্যা
প্রায়েণ ভারবিততিঃ শ্রুতিহস্তদৈর্ঘ্যা॥
অথবাষ্টাবিংশতিভিশ্চত্বারিংশর্ত্তিভি পুনঃ
বিংশস্তির্ব্বাথ বিভজেত্ পর্য্যন্তোহর্দ্ধ পদান্তয়ে॥
দেবস্যাগ্রে দক্ষিণতঃ রুচিরে নাট্যমণ্ডপে
নাহার্দ্ধে চতুর্বিংশাংশে বিস্তারং দশভাগতঃ॥
ষোড়শাংশে ষড়ংশং বা কুর্য্যাদ্বা:স্বরমন্দিরে।
মানুষ্য রাজ ধাম্নাদৌ যুক্ত্যা লক্ষণসংযুতম্॥
সর্ব্বং সমাচরেন্নাট্যমণ্ডপেষু যথোচিতম্॥
পৃঃ ২০১—২০২

রঙ্গপীঠ বা stage এর সম্মুখভাগ দর্শকদের জন্য খোলা থাকৃত। দু'দিক্ থেকে দু'খানি বেশ চিত্রকরা পর্দ্দা এনে মাঝখানে মিলিয়ে দিয়ে background করা হ'ত। নেপথ্য বা সাজঘর পর্দ্দার ঠিক পিছনে থাকৃত। অভিনেতাকে যখন দর্শকদের কাছে আস্‌তে হ'ত, ভৃত্য তখন পিছন থেকে দুপাশে গুটিয়ে টেনে নিয়ে পর্দ্দা দুটি ফাঁক ক'রে দিত। কোন কোন নাট্যশাস্ত্রকার বলেন, দুটী সুন্দরী যুবতীই এই কার্য্য করৃত। এই পর্দ্দার পারিভাষিক নাম—পটি, অপটি, তিরস্করণী, প্রতিশিরা। তখন কোন দৃশ্যপটের ব্যবহার ছিল বলে' প্রমাণ পাওয়া যায় না। অভিনেতাকে ভঙ্গীদ্বারা দৃশ্যপটের কাজ সেরে নিতে হ'ত। নাট্যশাস্ত্রে 'অপটিখোপেন' পদ আছে, তা থেকে বেশ বোঝা যায় যে, যবনিকার ব্যবহার ছিল। যবনিকা শব্দের প্রয়োগও সঙ্গীতশাস্ত্রে পাওয়া যায়। সংস্কৃত নাটকেও যবনিকা শব্দ আছে। তাই দেখে' অনেকে অনুমান করেন, সংস্কৃত নাটক গ্রীক্-নাটকের অনুকরণে রচিত। কিন্তু একমাত্র 'যবনিকা' শব্দে এইরূপ মনে করা সঙ্গত নয়। বিশেষতঃ, বৈয়াকরণেরা 'যবনিকা' শব্দের ব্যুৎপত্তি করৃতে গিয়ে লিখেচেন—'যুমি ভ্রমণে'। অভিনেতারা এর পিছনে সমবেত হয় ব'লে এর নাম 'যবনিকা' দেওয়া হয়েচে। 'যবনিকা' শব্দের ব্যুৎপত্তি 'যবন' শব্দ থেকেও ধরে' নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু যবন বল্‌লে তো শুধু গ্রীকৃদেরই বোঝায় না। যবনিকা—যবন থেকে ব্যুৎপন্ন এ কথাও কেহ নিশ্চয় করে' বল্‌তে পারেন না। কেবল এক 'যবনিকা' শব্দ ছাড়া সারা নাট্যসাহিত্যে আর এমন কোন শব্দ নাই যার ব্যুৎপত্তি বিদেশী ভাষা থেকে হয়েচে বলে মনে করা যেতে পারে।

আজকাল অঙ্ক বা গর্ভাঙ্ক শেষ হ'লে দৃশ্যপট বদলে দেওয়ার রীতি আছে। সেকালে রসবিচার করে' যবনিকা বদলে দেওয়া হ'ত। আদিরসে শ্বেত, বীররসে পীত, করুণরসে ধূম্র, অদ্ভুতরসে হরিৎ, হাস্যরসে বিচিত্র, ভয়ানক রসে নীল, বীভৎসরসে ধূমল আর রৌদ্র-রসে রক্তবর্ণের যবনিকা ক্ষেপণের ব্যবস্থা করা হ'ত। কেউ কেউ বলেন, সকল রসেই রক্তবর্ণের যবনিকা ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রাচীন ভারতে অভিনয়ের জন্য যে রকম রঙ্গমঞ্চ তৈরী হ'ত তার যথাসম্ভব চিত্র আমরা দিতে চেষ্টা করিচি। এছাড়া রাজপ্রাসাদে একটা করে' সঙ্গীতশালা থাকবার প্রথা ছিল। এর নাম ছিল 'নাট্যশালা'। সেইখানেই অভিনেতাদের নিজেদের কাজ চালাতে হ'ত। এই নাট্যশালা কেমন করে' তৈরী করা হ'ত তার একটী চিত্র নারদ তাঁর 'সঙ্গীত-মকরন্দে' দিয়েচেন। তিনি বলেন, নাট্যশালার আকার হ'বে চতুরস্র। আর মাপ ৮৬ হাত। নাট্য-শালায় নানা রকমে চিত্রিত করা ২৪টী স্তম্ভ থাকবে, সুদৃশ্য ৮৪টী বন্ধ থাকবে। নানা রত্ন, পট, বস্ত্র, চামর সেখানে থাকবে। এই নাট্য-শালার ৪টি দরজা। নাট্যশালার ভিতর ২৪ হাত রমণীয় বেদিকা থাকা চাই। নারদের সম্পূর্ণ বিবরণটী আমরা নীচে তুলে দিলুম।

"ষড়শীতি হস্তমাত্রচতুরস্র সমন্বিতা।
চতুর্বিংশতিকস্তম্ভ নানাচিত্র সমন্বিতা ॥২
নানাবিকারসম্পন্ন প্রাকারা চিত্রশোভিতা।
চতুরশীতিবন্ধাশ্চ লেখনীয়া মনোহরাঃ ॥৩

রত্নৈরনেকৈর্বিবিধৈঃ পট্টবস্ত্রৈশ্চ চামরৈঃ।
পতাকতোরণৈর্যুক্তা চতুর্দ্বারাদিসংযুতা ॥৪
মধ্যেতু বেদিকারম্যা চতুর্বিংশতিহস্তকা।
কার্য্যা সর্বগুণোপেতা নানাপরিমলান্বিতা ॥৫
অনেন বিধিনা কার্য্যা নাট্যশালা মনোহরা।
তল্লক্ষণং নহি কৃতং রাজ্ঞাং-দোষমবাপ্নুয়াৎ ॥৬
তস্যাং মনোহরং রম্যং সিংহাসনমনর্ঘ্যকম্।
তদগ্রে ফলপুষ্পানি স্থাপয়িত্বা বিরাজিতম্ ॥৭

পূর্ব্বে নাট্যমণ্ডপ সম্বন্ধে কয়েকজন লেখক কিছু কিছু আলোচনা করেচেন। আলোচকদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা উচিত। ইউরোপীয়দের মধ্যে ভিণ্ডিশ (Windisch), কীথ (B. Keith), র‍্যাপসন (Rapson)এর নাম উল্লেখ্য। বাঙ্গালীদের মধ্যে স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বসন্তকুমার দত্ত মহাশয় নাট্যমণ্ডপ কিরকম করে' তৈরী করা হ'ত তা নিয়ে পূর্ব্বে কিছু-কিছু আলোচনা করেছিলেন। এঁদের আলোচনা পড়ে' ইঙ্গিত পেয়ে বর্ত্তমান লেখকের এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার যথেষ্ট সুবিধা হ'য়েচে, একথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করচি।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

দর্শনমাত্রেই প্রেম

-----:০:-

প্রথম দর্শনেই বা দর্শনমাত্রেই প্রেম হয় কিনা? কাব্য, নাটক, রূপকথা, পৌরাণিক আখ্যান প্রভৃতিতে এরূপ প্রেমসঞ্চারের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। কবি কোল্‌রিজ ব'লেচেন "It appears to me that in all cases of real love, it is at one moment that it takes place"

অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের এ বিষয়ে কি মতামত আজ আমরা তা প্রকাশ ক'র্‌চি। প্রসিদ্ধ লেখিকা ও চলচ্চিত্র অভিনেত্রী মিসেস্ এলিনর গ্লিন্ বলেন প্রথম দর্শনেই প্রেম হওয়া, অতি সত্য ঘটনা। অন্য দিনের অন্য জন্মের প্রেমাধারের মূর্ত্তি মনের গোপন-চেতনায় জেগেই থাকে, যেখানে যখনি সেই মূর্ত্তির প্রকাশ আম্‌রা দেখ্‌তে পাই, তখনি প্রাণের নিধিকে চিন্‌তে পারি আর ভালো-বাসি। এক মাত্র সত্য ভালোবাসাই হোলো প্রথম দর্শনে ভালোবাসা।

বিখ্যাত অভিনেতা লিউ কোডি বলেন প্রথম দর্শনেই ভালোবাসার এত উদাহরণ প্রত্যহ দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে তা মিথ্যা হ'তে পারে না। আমি নিজে অনেক বন্ধু বান্ধবীকে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিয়েচি, যারা পরিচিত হবামাত্রই প্রেমযুক্ত হ'য়েচে আর সে প্রেম বিবাহবন্ধনে দৃঢ় হ'য়ে স্থায়ী ও আনন্দের নিলয় হ'য়েচে।

শ্রীমতী বেটি কম্প্‌সন্ কিন্তু ব'লেচেন যে প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় দর্শনেও ঘটবার মত জিনিস, প্রেম নয়। প্রেমাস্পদের প্রতি শ্রদ্ধা, তার সঙ্গে ব্যবহারে ধৈর্য্য ও সুবিচার, তার গুণের দিকে মনকে কেন্দ্রীভূত করা, এই সব্ প্রেমের ব্যাপার। তা দর্শনমাত্রেই কি ক'রে ঘটবে? ওই প্রথম দর্শনেই প্রেমের ঘটনা, ভাবপ্রবণ উপন্যাসলেখকদের কল্পনার সৃষ্টি—ও বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়না।

রাডলফ ভ্যালেন্‌টিনো ব'লেচেন, দর্শন মাত্রেই প্রেম হওয়ার কথা আমি বিশ্বাস করি! আমি বিশ্বাস করি কোন দুজন মানুষের মধ্যে এমন এক রহস্যময় আকর্ষণ থাকতে পারে যা তাদের উভয়কে দর্শনমাত্রেই মনে মনে যুক্ত করে, যা তাদের জানিয়ে দেয় তাদের দুজনকে পরস্পরের উপযোগী ক'রেই সৃষ্টি করা হ'য়ে-ছিল। বিজলীর ত্বরিত চমকের মত এক অজানিত শিখা তাদের মনের মধ্যে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু এইরকম দুজনের বিবাহ হ'লে, সেই বিবাহিত জীবন যে সুখের হবে একথা ভ্যালেন্‌টিনো স্বতঃসিদ্ধ ব'লে মানেন না। প্রেম, মুকুল থেকে সহসা কুসুমের বিকাশের মত—অন্ধকার থেকে স্ফুরিত, ঊষার মত।

শ্রীমতী এ্যালিস্ টেরি বলেন প্রথম দর্শনে যে প্রেম হয় এ বিষয়ে তাঁর লেশমাত্র সন্দেহ নেই। আমার স্বামী রেক্স্ ইন্‌গ্রামকে দেখ্‌বামাত্রই আমি তাঁকে ভালোবেসেছিলুম, আত্মহারা হ'য়ে ভালোবেসেছিলুম। আমার তখন সতের বছর বয়স, মন যে বয়সে খুব ভাবপ্রবণ থাকে। আমি তাঁকে যে মুহূর্ত্তে দেখি, সেই মুহূর্ত্তেই আমার মন আমাকে ব'লে দিয়েছিল "ওই একমাত্র মানুষ, যাকে তুমি প্রাণ দিতে পার"। আমার স্বামীও

আমাকে দেখ্‌বামাত্রই ভালোবেসেছিলেন —অন্ততঃ এখন তিনি এই কথা বলেন।

শ্রীমতী পোলা নেগ্রি বলেন, প্রথম দর্শনে প্রেম হওয়া অতি প্রকৃত ব্যাপার। তার মানে দর্শনের আগে থেকেই আম্‌রা প্রেমে যুক্ত হ'য়ে যাই। সকলের মনেই প্রেমাস্পদের একটা আদর্শ গড়া থাকে—মনের মন্দিরে সে মূর্ত্তি আম্‌রা প্রতিষ্ঠিত ক'রে রাখি। যখনই জগতে তাকে মূর্ত্তিমান দেখি তখনই সমস্ত প্রাণ সাড়া দিয়ে ওঠে। কথায় একে বলে দর্শন-মাত্রেই প্রেম। আমি বলি এ অন্তরের নিভৃত প্রেমের উদ্বোধন মাত্র। আমি একজন তরুণ চিত্রকরকে ভালোবেসেছিলুম—আমাদের বিবাহের কথাও স্থির হ'য়েছিল। বিবাহের সমস্ত আয়োজন হ'চ্চে, এমন সময় সে অসুস্থ হয়। আমি অবহিতচিত্তে সেবা ক'রেও কিন্তু তাকে রাখ্‌তে পারিনি—আমার বাহু-বন্ধনের ভেতর থেকেই তার আত্মা লোকান্তরিত হয়। আমি তাকে দেখেই ভালো-বেসেছিলুম; অনেকে বল্‌বেন এই হ'চ্চে প্রথম দর্শনে ভালোবাসা; আমি বলি সাক্ষাৎ দর্শনের অনেক আগে থেকেই আমার মন তাকে ভালোবেসেছিল।

বিখ্যাত বিলাতী অভিনেতা পার্সি মারমণ্ট বলেন, এক একজন লোককে দেখ্‌বামাত্রই আমাদের দারুণ ঘৃণা হয় এর বহু প্রমাণ জগতে পাওয়া যায়। একজন লোককে দেখ্‌বামাত্রই ঘৃণা যখন হ'তে পারে, আর একজন লোককে দেখবামাত্রই ভালোবাসা তখন না হ'তে পার্‌বে কেন?

আর একজন অভিনেতা রড্‌লা রক্ বলেন প্রথম দর্শনে প্রেম ব'লে কোন জিনিসের অস্তিত্বই নেই। অপর একজনের সমস্ত ব্যাপার না জান্‌লে তার প্রতি ভালোবাসা জন্মায় না। ভালোবাসা, অগ্নির স্পর্শে বারুদের মত জ্বলে ওঠবার মত দ্রব্য নয়।

প্রথম দর্শনে প্রেম হওয়ার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অভিনেতা অভিনেত্রীদের মন্তব্য আম্‌রা দিলুম। এক্‌টা কথা এই সম্পর্কে আমার মনে হ'চ্চে। যার দর্শনের পথ বন্ধ, তার উপায় কি? সে স্পর্শের দ্বারা, অনুভূতির দ্বারা প্রেমযুক্ত হয়। যাদের চোখ্‌ আছে তাদের যেমন দর্শন মাত্রেই প্রেম হ'তে পারে, যাদের চোখ্‌ নেই তাদের তেম্‌নি স্পর্শন মাত্রেই প্রেম হ'তে পারে। তার মানে হ'চ্চে প্রেমের ব্যাপারটা আসলে হোলো অন্তরের গূঢ় বৃত্তি। চক্ষুহীনের স্পর্শন মাত্রেই প্রেমের চমৎকার উদাহরণ বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন 'রজনীর' ভালোবাসায়। "সেই চিবুক-স্পর্শে আমি মরিলাম। সেই স্পর্শ পুষ্পময়। ……আ মরি মরি সে নবনীত-সুকুমার-পুষ্পগন্ধময় বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ! বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ, যার চোখ আছে, সে বুঝিবে কি প্রকারে? * * * * রূপে হোক্, শব্দে হোক্, স্পর্শে হোক্, শূন্য রমণীহৃদয়ে সুপুরুষ-সংস্পর্শ হইলে কেন প্রেম না জন্মিবে?"

যাঁদের প্রথম দর্শনেই প্রেম হ'য়েচে তাঁদের ওপর এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেবার ভার ন্যস্ত করে, এই প্রবন্ধ আম্‌রা শেষ ক'র্‌লুম।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

ডাকঘর

রেঙ্গুণে আর্ট থিয়েটারের বিদায় অভিনয়।

The Star Theatre Company who has been achieving great success in a series of performances at the Jubilee Hall are giving their farewell performance tonight.

The Star Theatre Company have already given two benefit performances, one to the Durga Temple and one for the Ramkrishna Society and as this is to be their farewell performance it is to be hoped they will have a bumper house. Everyone who has be to see the play has been delighted : the acting is very good and the scenery is very beautiful.

"Rangoon Times"
29-4-25.

The Star Theatre Co., f Calcutta, ended their season in Rangoon on the 29th instant with a farewell performance under the distinguished persence and patronage of the Hon'ble Mr. Justice J. R. Das, Bar-at Law. They made it a charity occasion in aid of the popular and deserving cause of the Ramkrishna Mission Charitable Hospital and Society. All the actors or actresses of the troupe representing the casts of the play rose to the occasion in *displaying the best of their histrionic talents* which made the night a highly enjoyable one and the occasion a success. But it must be mentioned here that Mr. Ahindra Choudhury and Miss Niharbala excelled all, closely followed by Mr. Durgadas Banerjee and Miss. Nivanani. The public of Rangoon expressed their appreciation by awarding a Gold medal to each of the above mentioned players which each of them highly deserved. Babu Radhacharan Bhattacharjee also rendered his part in "Sudama" nicely.

Rangoon Daily news, Saturday, May 2, 1925.

নাচঘরের নিয়মাবলী

প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র ইত্যাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধ বা চিঠিপত্র প্রকাশ করা বা না করা সম্পাদকের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেওয়া হয় না। কাগজের এক পৃষ্ঠায় না লিখিলে কোনও লেখা ছাপা হয় না।

নাচঘরের বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা অগ্রিম দিতে হয়। প্রতিসংখ্যার মূল্য ১০ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার :—

পৃষ্ঠা।	প্রতিসংখ্যা।	মাসিক
১ "	৭॥০	২৫৲
½ "	৪৲	১৫৲
¼ "	২॥০	৮৲
⅛ "	১॥০	৫৲

কার্য্যাধ্যক্ষ—নাচঘর

রায় এণ্ড রায়চৌধুরী

পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক

২৪ নং (দোতালা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রাপ্তিস্থান :—

৯০।২এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

মনোমোহন নাট্যমন্দির

৬৮ বি, বিডন ষ্ট্রীট] [ফোন নং ১৭১৭ বড়বাজার

অধিকারী—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

শনিবার ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ২৩শে মে, রাত্রি ৭॥০ টায়
পরদিন রবিবার বৈকাল ৪॥০ টায়

যোগেশবাবুর অভিনব পৌরাণিক নাটক

(৮৮ ও ৮৯ অভিনয় রজনী।)

রাম—শ্রীশিশিরকুমার ভ

সীতা—শ্রীমতী চারুশীলা

নাট্যমন্দিরের বিশেষ সংবাদ !

আগামী ২০শে জৈষ্ঠ, ৩রা জুন, বুধবার

নাট্যসম্রাট গিরীশচন্দ্রের পৌরাণিক মহানাটক

মহাসমারোহে প্রথম অভিনীত হইবে।

এখন হইতে প্রবেশ পত্র পাওয়া যায়

২০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বেঙ্গল প্রেসে—শ্রীপূর্ণচন্দ্র মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

নাচঘর

২য় বর্ষ সম্পাদক :- ১৫ই জ্যৈষ্ঠ
৪র্থ সংখ্যা শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী ১৩৩২

জগতের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী
শ্রীমতী তারাসুন্দরী

নাট্যজগৎ

সুদক্ষ নট ও নাট্যকার—শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ দু'জনই যে একই সময়ে এক সঙ্গে নিভৃতে বসে "শ্রীকৃষ্ণ" নাটক রচনা ক'রছিলেন এ সংবাদ বিশেষ কেউ জানতেন না। গত সপ্তাহের আগের রবিবারে আমরা খবর পেলেম ক্ষীরোদবাবু "শ্রীকৃষ্ণ" নামে আর একখানি পৌরাণিক নাটক রচনা ক'রছেন। তৎক্ষণাৎ আমরা এই সংবাদ পত্রস্থ করেছিলেম। তারপর বুধবার আমাদের কাছে আবার খবর এলো যে অপরেশচন্দ্রও "শ্রীকৃষ্ণ" নাটক লিখ্ছেন! কিন্তু দুঃখের বিষয় যে নাট্যজগতের মুদ্রণ কার্য্য তখন সমাপ্ত হয়ে গেছল' বলে সে সংবাদ আমরা আর গত সংখ্যায় পত্রস্থ ক'রতে পারিনি।

* *

শুনলেম ক্ষীরোদবাবুর "শ্রীকৃষ্ণ" নাটকের সংবাদ আমরা সাধারণের নিকট প্রকাশ করে দিচ্ছি শুনেই নাকি অপরেশবাবুর কোনও হিতৈষী বন্ধু তাঁর নাটকখানিরও সংবাদ যাতে 'নাচঘর' প্রকাশ হবার পূর্ব্বেই সত্বর সমস্ত সংবাদ পত্রে দেওয়া হয় এই মর্ম্মে তাঁকে পরামর্শ দিয়ে উপকৃত ক'রেছেন। এত ব্যস্ততা ও তৎপরতার কারণ কি মজিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, সাধারণে যদি ক্ষীরোদবাবুর "শ্রীকৃষ্ণ" নাটক রচনার সংবাদ আগেই পায়, এবং অপরেশচন্দ্রের "শ্রীকৃষ্ণ" রচনার কথা প'রে শোনে, তাহ'লে হয়ত তারা মনে ক'রবে যে অপরেশবাবু ক্ষীরোদবাবুর অনুকরণ ক'রে অথবা তাঁর সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে "শ্রীকৃষ্ণ" রচনা ক'রছেন, তাই, অপরেশবাবুর "শ্রীকৃষ্ণ" নাটকের সংবাদ, নাচঘরে ক্ষীরোদবাবুর 'শ্রীকৃষ্ণের' খবর প্রকাশ হবার আগেই সাধারণের গোচর করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল!

* *

এই প্রচার করা সম্পর্কে আর্ট থিয়েটারের 'Publicity Department' যে অসাধারণ কার্য্যতৎপরতা ও আশ্চর্য্য কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন সেদিকে আমরা অন্যান্য থিয়েটারের কর্তৃপক্ষদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রতে চাই! বুধবার সংবাদ পেয়ে বৃহস্পতিবারের মধ্যে সহরের সাতখানা ইংরাজী ও বাংলা সংবাদ পত্রে ঘোষণা করায় ও রাতারাতি 'প্ল্যাকার্ড' বার ক'রে দেওয়ায় আর্ট থিয়েটারের যে দক্ষতা ও কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে তা প্রত্যেক থিয়েটারের অনুকরণীয়। কিন্তু আমাদের মনে হয় ব্যাপারটা অতটা গুরুতর নয়। কারণ নাট্যজগতে এরূপ ঘটনা ত আজ এই নূতন নয়; অনেকবারই এরূপ অঘটন ঘটেছে! যারাই এদেশের নাট্যকারদের সম্বন্ধে একটু খবর রাখেন তারাই জানেন যে গিরীশচন্দ্র ও ক্ষীরোদ প্রসাদের "অশোক" একসঙ্গেই রচিত হ'য়েছিল, দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদের "ভীষ্ম" একসঙ্গেই রচিত হ'য়েছিল। গিরিশচন্দ্রের 'তপোবল' ও হরিশচন্দ্র সান্ন্যালের "বিশ্বামিত্র" একসঙ্গেই রচিত হয়েছিল। ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ফুলশর" ও

অপরেশচন্দ্রের 'অপ্সরা' একসঙ্গেই রচিত হ'য়েছিল। অপরেশবাবুর "রামানুজ" ও ক্ষীরোদপ্রসাদের 'রামানুজ' একসঙ্গেই রচিত হয়েছিল; সুতরাং এবারও যদি উভয় নাট্যকারেরই "শ্রীকৃষ্ণ" এক সঙ্গেই রচিত হয়, তাতে আর ক্ষতি কি?

*　　　*

"শ্রীকৃষ্ণের" ন্যায় বিরাট পুরুষের চরিত্র নিয়ে দুজন অভিজ্ঞ নাট্যকার কিভাবে তাঁকে চিত্রিত করেন সেটা দেখবার জন্য নাট্যামোদীরা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকবেন। ঘটনাটা পুরাতন হলেও এটা যে একটা নাট্য-জগতের কৌতুহলোদ্দীপক ব্যাপার তাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। একই নাট্যকারের "জনা" নাটক নিয়ে আজ দুই প্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যশালার মধ্যে অভিনয় প্রতিযোগিতা উপস্থিত হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে না হয় একই চরিত্র নিয়ে দুই নাট্যকারের মধ্যে রচনার প্রতিযোগিতা হবে! মন্দ কি? প্রতিযোগিতা জীবনের লক্ষণ! প্রতিযোগিতায় অনেক সুফল পাওয়া যায়! উভয়েই পরস্পরের চেয়ে যাতে ভাল লিখতে পারেন তার জন্য নিশ্চয়ই একটা আন্তরিক চেষ্টা করবেন, ফলে বাংলার নাট্য-সাহিত্য দুখানি উৎকৃষ্ট নাটক পেয়ে সম্পদশালী হবে। তারপরতো অভিনয়ের প্রতিযোগিতা আছেই।

*　　*　　*

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র ষ্টার থিয়েটার পরিত্যাগ ক'রে নাট্যমন্দিরে এসে যোগদান করেছেন দেখা গেল! ষ্টার থিয়েটারের ভাল ভাল অভিনেতারা সব একে একে স'রে প'ড়ছেন কেন? একজায়গায় সব ক'জন ভাল আর্টিষ্টের থাকা সম্বন্ধে বাঙলার নাট্যশালার উপর কি কোনও ব্রহ্মশাপ আছে? পুরাতন যুগে একদিন মিনার্ভা থিয়েটারে তখনকার সব ক'জন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী সমবেত হয়েছিলেন। শ্রীমতী তারাসুন্দরী ও তিনকড়ি প্রভৃতি অভিনেত্রী ও শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, দানীবাবু, পালিত, প্রভৃতি অভিনেতার একত্র সমাবেশ! মিনার্ভার সে এক গৌরবের যুগ ছিল; কিন্তু কোহিনুর থিয়েটার খুলতেই সে শ্রেষ্ঠ অভিনেতৃসঙ্ঘ ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে গেছল।

*　　　*

আর্ট থিয়েটারের প্রধান গৌরব ছিল যে নবযুগের সমস্ত প্রথম শ্রেণীর নটের একত্র সমাবেশ তাদের ওখানে। কিন্তু সে গৌরব মুকুটের এক একটি উজ্জল মণি ধীরে ধীরে খসে যাচ্ছে দেখে আমরা বিস্মিত ও দুঃখিত। নরেশচন্দ্র নাট্যমন্দিরে যোগদান করেছেন, নাট্যমন্দিরের পক্ষে এটা যে খুবই আনন্দের কথা তাতে আর কোনও সন্দেহ নাই, এবং আমরা আশা করি যে এই অসাধারণ প্রতিভাশালী নট নরেশচন্দ্র যে জন্য আজ তাঁর পূর্ব্বশক্তি প্রায় হারাতে ব'সেছিলেন তা থেকে এইবার তিনি মুক্ত হ'য়ে পূর্ব্ব গৌরবের আসনে পুনরধিষ্ঠিত হবেন।

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের "প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যকলা" সম্বন্ধে সচিত্র প্রবন্ধ নাচঘরে ধারাবাহিক বাহির হইবে।

'বিজলীর' ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার অভিনেতারূপে ষ্টার থিয়েটারে যোগ দিয়েছেন বলে শোনা গেছ্‌ল। বিজলী, নবযুগ, ফরওয়ার্ড, বৈকালী, প্রভৃতি সমস্ত দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় এ সংবাদ প্রকাশ হ'য়েছিল, আমরাও যথাকালে এ খবরটি পত্রস্থ ক'রেছিলেম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আর্ট-থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চে এপর্য্যন্ত কেউ নলিনীবাবুকে অবতীর্ণ হ'তে দেখ্‌লে না! এর কারণ কি? তবে কি পূর্ব্বোক্ত সংবাদটি গুজব মাত্র? তাই বা কেমন ক'রে বলা যায়? কারণ আর্ট-থিয়েটার এ পর্য্যন্ত ত' সে সংবাদের কোনও প্রতিবাদ করেন নি? আমরা আর্ট-থিয়েটার ও নলিনীবাবু উভয়কেই এ সম্বন্ধে সত্যাসত্য জানাবার জন্য অনুরোধ ক'র্‌ছি।

* *

প্রিয়দর্শন ও সুকণ্ঠ অভিনেতা শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভূতপূর্ব্ব মনোমোহন থিয়েটারের দ্বিতীয় প্রধান নট শ্রীযুক্ত হীরালাল চট্টোপাধ্যায় মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করেছেন শোনা গেল। মিনার্ভা থিয়েটার ধীরে ধীরে যে ভাবে দলপুষ্টি ক'রেছেন তাতে মনে হয় ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে তাঁরা শীঘ্রই আবার তাঁদের পূর্ব্ব গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে পার্‌বেন।

* *

"বেঙ্গল থিয়েটার্স লিমিটেডের" এক বিরাট 'প্লাকার্ড' সমস্ত সহরবাসীকে জানিয়ে দিয়েছে যে কর্ণওয়ালিস্ রঙ্গমঞ্চে শীঘ্রই ওই নামে আর একটি লিমিটেড কোম্পানীর থিয়েটার ব'স্‌ছে। নামটাতে কেমন যেন একটু পার্শী পছন্দের পরিচয় রয়েছে দেখে সন্দেহ হ'চ্ছে যে এর পিছনে হয় ত' ম্যাডান কোম্পানীর দক্ষিণ হস্তও প্রসারিত হ'য়ে আছে। যাই হোক কোম্পানীর ডিরেক্টার বাহাদুরদের তালিকা প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না যে এটা নাট্যজগতের একটা 'মরশুমী' ফুল না স্থায়ী সম্পদ!

* *

সহযোগী 'বাঙলা', নাট্যমন্দিরের পূর্ব্বকার প্রাচীর-পতাকার (?)—পরিকল্পনার প্রশংসা ক'রে ব'লেছেন যে এখন আর তাঁদের সেদিকে দৃষ্টি নেই, কারণ তাঁদের 'জনার' ঘোষণা-পত্র নাকি মোটেই ভাল হয় নাই। শিল্পীর পরিকল্পনার মর্ম্ম গ্রহণে যদি কেউ অক্ষমতা প্রকাশ করে তবে সেটা তার নিজেরই শক্তির অভাব, শিল্পীর নহে! নাট্যমন্দিরের 'জনার' প্রথম ঘোষণা পত্রে এই ভাবটাই অতি সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে, যে-সেখানে 'জনা' নাটকের অভিনয় এখনও বিষম জটিল জালের মধ্যে জড়িত হ'য়ে র'য়েছে! তাই সে তেমন সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌তে পার্‌ছে না! তারপর 'জনার' দ্বিতীয় "প্রাচীর-পতাকা (!)—সেটিতে 'জনা' তার সমস্ত জটিল জালের আবরণ মুক্ত হ'য়ে অগ্নিশিখার ন্যায় দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে!—সেটি দেখে শত্রু মিত্র সকলেই শিল্পীর ভূয়সী প্রশংসা ক'রছে এবং বলছে "যে নাট্যসম্প্রদায় তাদের ঘোষণা-পত্রে এমন চমৎকার কলা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে তাদের অভিনয়ও নিশ্চয় সুন্দর হ'বে বলে আশা করা যায়"!

পটলডাঙা সান্ধ্য-সমিতি থেকে শ্রীমান কাঞ্চন মুখোপাধ্যায় আমাদের জানিয়েছেন যে 'শীঘ্রই বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে বর্গী পড়িবে!' বিজ্ঞাপনটি হ'চ্ছে তাঁদেরই "বঙ্গে-বর্গী" নাটকের আসন্ন অভিনয়ের রহস্যময় ঘোষণা-পত্র! যাক্! তাহ'লে আবার দেখ্‌ছি একটা "মুস্কিল আসান"-হোলো! আমরা শুনেছিলেম যে ওটা নাকি কর্ণওয়ালিশের নূতন দলের বিজ্ঞাপন; তাই 'শোনাকথা' ব'লেই সেটা পত্রস্থ করেছিলেম্, আজ 'পাকা' খবর পেয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল!

* *

আমরা শুনে আনন্দিত হ'লেম যে নাট্যমন্দিরের জনপ্রিয়া অভিনেত্রী শ্রীমতী প্রভাসুন্দরী সম্পূর্ণ আরোগ্য হ'য়ে উঠেছেন এবং খুব সম্ভব জনার অভিনয়ে "মদনমঞ্জরী" রূপে অবতীর্ণা হবেন।

* *

নাট্যমন্দিরে 'জনার' ভূমিকালিপি খুব সম্ভব এই—

জনা—শ্রীমতী তারাসুন্দরী
প্রবীর—শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী
নীলধ্বজ— „ নরেশচন্দ্র মিত্র
শ্রীকৃষ্ণ— „ রবীন্দ্রমোহন রায়
অর্জ্জুন— „ ললিতমোহন লাহিড়ী
বিদূষক— „ যোগেশচন্দ্র চৌধুরী
অগ্নি— „ তারাকুমার ভাদুড়ী
বৃষকেতু— „ বিশ্বনাথ ভাদুড়ী
মদনমঞ্জরী— শ্রীমতী প্রভা
নায়িকা— „ চারুশীলা
গঙ্গারক্ষকদ্বয়—শ্রীযুক্ত গোপালদাস ভট্টাচার্য্য ও অমিতাভ বসু।

শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পুনরায় ষ্টারে যোগদান কর্‌বার কথাবার্ত্তা শোনা যাচ্ছে। সংবাদ যদি সত্য হয় তবে ষ্টারের পক্ষে সেটা খুবই সুসংবাদ। নির্ম্মলেন্দু, নরেশচন্দ্র প্রভৃতির অভাব প্রতিভাশালী নট শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা অনেকখানি পূরণ হ্‌বার সম্ভাবনা আছে। এরূপ একজন সুদক্ষ নট দেশে তিন-তিনটে নাট্যশালা থাকৃতেও এতদিন যে বেকার ব'সে আছেন, এটা এদেশের নাট্যশালার অধ্যক্ষদের একান্ত উদাসীনতার পরিচায়ক! শিল্পীকে উপবাসী রেখে পরে তার অভাবের সুযোগ নিয়ে অল্পবেতনে তাকে নিয়োগ করা এদেশের নাট্য-ব্যবসায়ীদের যেন একটা ধারা হ'য়ে গেছে!

* *

শ্রীযুক্ত নীরদাসুন্দরী সম্ভবতঃ নাট্য-মন্দিরের সম্পর্ক পরিত্যাগ ক'রেছেন, তবে এ সম্বন্ধে আমরা এখনও কোনও নিশ্চিত খবর পাইনি।

* *

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের যে সুদীর্ঘ প্রহসন খানি নাট্যমন্দিরে অভিনীত হ'বার কথা ছিল, আমরা শুনলেম যে সেখানি শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ কর্‌বে। কিন্তু সে কবে?—সে সম্বন্ধে আমরা কোনও সঠিক সংবাদ দিতে অক্ষম, কারণ নাট্যমন্দিরের কোনও নূতন নাটক অভিনয়ের তারিখ অনুমান করা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে যদি কোনও সম্পাদকের সম্যক্‌ বুৎপত্তি থাকে তবে একমাত্র তিনিই সে বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাস দিতে পারবেন। আমরা শুধু সাধারণের কৌতূহল চরিতার্থ কর্‌বার জন্য এইটুকু মাত্র বল্‌তে পারি যে সে সুদীর্ঘ প্রহসনখানি দ্বিজেন্দ্রলালের "ত্র্যহস্পর্শ"

* *

"জগতের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী" শীর্ষক যে আলোক চিত্রখানি এবার প্রকাশ হয়েছে সে খানি শ্রীমতী তারাসুন্দরীর রঙ্গালয় হ'তে অবসর গ্রহণ করবার পূর্ব্বের ছবি। এই সময় তিনি 'ছিন্নহারে' লীলার ভূমিকা অভিনয় ক'রতেন।

রঙ্গরেণু

"বর্ডারল্যাণ্ড" নামক বিখ্যাত চলচ্চিত্রে শ্রীমতী এ্যাগ্‌নেস্ আয়ার্স নায়িকার ভূমিকা ছাড়া আরও দুটি ভূমিকায় অর্থাৎ একা তিনটি ভূমিকায় অভিনয় ক'রেচেন।

* *

স্থানীয় "প্যালেস অফ্ ভ্যারাইটিজ-এ "রোজ্ অফ্ প্যারিস"-নামক চলচ্চিত্রে নায়িকার ভূমিকার অভিনেত্রী শ্রীমতী মেরি ফিল্‌বিন প্রথমে প্রসিদ্ধি লাভ করেন "মেরি গো রাউণ্ড্"-ছবিতে। বিখ্যাত চলচ্চিত্র অধ্যক্ষ এরিক্ ভন স্ট্রোহিমের নিয়ন্ত্রণে শ্রীমতী ফিল্‌বিন অভিনয় কলায় তাঁর প্রতিভার পরিচয় দেবার সুবিধা পান। স্ট্রোহিমের সযত্ন শিক্ষা না পেলে, তাঁকে আজও হয়তো অখ্যাতই থাকৃতে হোতো।

* *

"থিফ অফ্ বাগ্‌দাদ" নামক প্রসিদ্ধ ছবিতে বাদ্‌সাজাদীর ভূমিকার অভিনেত্রী শ্রীমতী জুল্যান্ জনষ্টন্ বলেন তিনি শিশুকাল থেকেই নৃত্য শিক্ষা ক'রেচেন। এই নৃত্য অনুশীলনের ফলেই তাঁর শরীর সুন্দর ও স্বাস্থ্যযুক্ত হ'য়েচে। তাঁর মতে যাদের পয়সা খরচ করবার সামর্থ্য আছে, তাদের বাল্যাবস্থা থেকেই নাচ শেখা উচিত। তিনি আরও ব'লেচেন যে যাতে অবাধ গতিবিধির বিঘ্ন হয় এমন পোষাক নৃত্যশিক্ষাকালে ব্যবহার করা উচিত নয়—সাঁতার দেবার সময়ে যে পোষাক পরা হয়, সেই রকম পোষাকই নাচ্‌বার পক্ষে উপযোগী।

* *

চলচ্চিত্র সম্বন্ধে বহু পত্র পত্রিকায় এই অভিযোগ করা হ'য়েচে যে লোকে সাহিত্যের বিখ্যাত বিখ্যাত বই না প'ড়ে, ছবিতে তার আখ্যান ভাগের যতটুকু দেখে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। একজন বিখ্যাত গ্রন্থাগাররক্ষক কিন্তু ব'লেচেন যে এ ধারণা একেবারে ভুল এবং এর বিপরীত ঘটনাই সত্য। তিনি বলেন ছবিতে "অলিভার টুইষ্ট্" "ফোর হর্সমেন অফ্ দি এ্যাপোক্যালিপ্স" "পিক্‌উইক্ পেপার্স্" প্রভৃতি দেখাবার পর পাঠক মহলে এই সব গ্রন্থের চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে এবং তা মেটাবার জন্য বহু স্থলে এই সব গ্রন্থের সুলভ সংস্করণ বের ক'রতে হ'য়েচে।

* *

বিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত জর্জ বার্ণাড্ শ বলেন যে লণ্ডন তাঁকে একেবারে হতাশ ক'রেচে আর তিনি কামনা করেন যে তার ভবিষ্যত লয়প্রাপ্ত হোক্। তিনি সেক্সপীয়ারের তিনশো একষট্টিতম স্মৃতি উৎসবে একথা ব'লেছেন। তাঁর অভিযোগ এই যে বিলাতের রঙ্গমঞ্চ নাট্যসাহিত্যের চেয়ে কাঞ্চনকে বড় ক'রে দেখ্‌চে। তিনি বলেন যদি দেখো যে কোন রঙ্গালয়ের কর্ত্তা কোনো অভিনয়রাত্রে খুব আনন্দিত হ'য়েচেন, একটু খোঁজ নিলেই বুঝবে সেটার কারণ কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রী চমৎকার অভিনয় ক'রেচেন তা নয়, কোনো লর্ড বা লর্ডপত্নী রঙ্গালয়ে উপস্থিত হ'য়েচেন খুসীর হেতু হোলো তাই। শ বলেন সেক্সপীয়ার যে সব নাটক লিখেচেন তা অভিনয় করতে সাড়ে তিন ঘণ্টা লাগে।

এই হচ্ছে ঠিক্—তিনি নিজেও এই সময়ের অনুসারে নাটক লেখেন। তিনি আরও বলেন, যে লোক পয়সা খরচ ক'রে এমন নাটক দেখ্‌তে যায়, যা সাড়ে তিন ঘণ্টার আগে শেষ হয়, সে তার প্রদত্ত মূল্যের অনুরূপ জিনিস পায় না।

* *

সুপ্রথিতযশা অভিনেত্রী শ্রীমতী ভায়োলা ট্রি অভিনয়-দর্শকদের অভদ্র ব্যবহারের সম্বন্ধে বিলাতের ইভ্‌নিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকায় কয়েকটি অভিযোগ ক'রেচেন। তার মধ্যে প্রধান হ'চ্চে ঠিক্ সময়ে রঙ্গালয়ে উপস্থিত না হওয়া। অধিকাংশ লোক ব'সে গেছে, অভিনয় আরম্ভ হ'য়েছে, এমন সময়ে ক্রমাগত সাম্‌নে দিয়ে লোকের যাতায়াত, আসন খোঁজা, জোরে ও সশব্দে আসনকে বসবার উপযোগী করা, অভিনয় দেখার পক্ষে বিশেষ বিঘ্নজনক। দ্বিতীয়টি হচ্চে কাশি; সত্য যাদের কাশি হ'য়েচে তারা কি ক'র্‌বে কিন্তু তাদের দেখাদেখি মিথ্যা যারা মজা কর্‌বার জন্য এই রকম করে, তারা অশিষ্ট ও অভদ্র। তাঁর তৃতীয় অভিযোগ হ'চ্চে এই যে অনেক সময় রঙ্গপীঠে নায়ক নায়িকার চুম্বন দৃশ্যে দর্শকরা মুখে চুম্বনের অনুকরণে একযোগে বিচিত্র শব্দ ক'র্‌তে থাকেন।

* *

শ্রীমতী আইভি ডিউক আর একটি মজার গল্প ব'লেছেন; শিক্ষয়িত্রী শিশুদের জীবতত্ব বোঝাচ্ছিলেন। প্রশ্ন ক'র্‌লেন "মানুষের সঙ্গে নিকটতম সম্বন্ধ কার"? একটি ছোটো ছেলে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে তার "কামিজের"।

জগতের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী

প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে ষ্টার থিয়েটার যখন বীডন ষ্ট্রীটে চৈতন্যলীলার অভিনয় ক'রছিল সেই সময় ছ' সাত বছরের একটি ফুটফুটে মেয়ে সামান্য এক বালকের ভূমিকা নিয়ে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছিল। তখন কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি যে এই মেয়েটিই একদিন জগতের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীদের মধ্যে অন্যতমা বলে পরিগণিত হবে!

তারপর ১৮৮৮ সালের ২৬শে মে তারিখে হাতিবাগানের নবনির্ম্মিত ষ্টার রঙ্গমঞ্চে 'নসীরাম' নাটকের অভিনয়ে এক "ভীল বালকের" ভূমিকায় সেই বালিকা দ্বিতীয়বার দর্শকদের অভিবাদন করেছিল, তখন তার বয়ক্রম নয় বৎসর মাত্র! "ভীলবালকের" অভিনয় সে সময় কোনও কোনও নাট্য-জহরীর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রলেও সাধারণের লক্ষ্যগোচর হয়নি, কিন্তু পরে "সরলা" নাটকে সেই মেয়েটি যেদিন 'গোপালের' ভূমিকা নিয়ে নাম্‌ল, সেদিন ষ্টার থিয়েটারের দর্শকেরা তার অভিনয় দেখে সবিস্ময়ে ও সপ্রশংস দৃষ্টিতে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগ্‌ল'! সবারই কুঞ্চিত ভ্রূযুগলের মধ্যে এই জিজ্ঞাসার চিহ্নটি সেদিন সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল যে কে এই বালিকা? এই অল্প বয়সে এমন চমৎকার অভিনয় কৃতিত্ব যে দেখাতে পারে তার ভবিষ্যৎ যে নিশ্চয়ই আশাপ্রদ সে বিষয়ে আর কারও সন্দেহ রইল না।

শোনা যায় যে সেই মেয়েটির সুশ্রাব্য কণ্ঠস্বর ও নির্দ্দোষ উচ্চারণভঙ্গী বিশেষ করে পরলোকগত বিখ্যাত অভিনেতা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং সেই জন্য তিনি নাকি স্বহস্তে সেই বালিকার অভিনয়-শিক্ষার ভার গ্রহণ করেছিলেন।

১৮৮৯ খৃঃ অব্দে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের গৌরব সূর্য্য গিরিশচন্দ্র ষ্টার থিয়েটারে যোগদান করে-ছিলেন। এই সময় তাঁর প্রফুল্ল নাটক মহাসমারোহে এইখানে সর্ব্বপ্রথম অভিনীত হয়। প্রফুল্লর 'যাদবের' ভূমিকায় সেই মেয়েটিই আবার দর্শকদের বিস্ময়-বিমুগ্ধ করে দিয়েছিল।

তারপর 'হারানিধি" নাটকের অভিনয়ে সেই মেয়েটি বালকবেশ পরিত্যাগ করে "মোহিনীর" কন্যা 'হেমাঙ্গিনীর' ভূমিকায় সর্ব্বপ্রথম স্বরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন, কিন্তু তার পরবৎসরেই গিরিশচন্দ্রের "চণ্ড" নাটকে সেই মেয়েটিকে আবার পুরুষ বেশে 'মুকুলজী'র অংশ অভিনয় ক'রতে হ'য়েছিল। "পলাশীর যুদ্ধে" তাকে দর্শকেরা "ব্রিটানীয়া"'র ভূমিকায় দেখে যতটা খুসি হ'য়েছিল-'বিল্বমঙ্গলে' "রাখাল বালক" বেশে দেখ্‌তে পেয়ে তার চেয়ে বড় কম খুসি হয়নি।

নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসুর 'তরুবালা' নাটকের সংজ্ঞাংশে (Titlo Rolo) যেদিন সেই মেয়েটিই তরুবালা সেজে নামল, সেদিন নাকি তার অভিনয় দেখে রঙ্গালয়ের চারি-দিক থেকে দর্শকদের হর্ষধ্বনি শোনা গেছ্‌ল। সেদিন আর কারুর বুঝতে বাকী রইল না যে ভবিষ্যতে প্রত্যেক নাটকের নায়িকার ভূমিকায় এবার কোন্ অভিনেত্রীকে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে।—সেই অভিনয়-কলা-নিপুণা বালিকাটি তখন নাট্যকলা-পটিয়সী-কিশোরী হ'য়ে উঠেছে।

১৮৯১ সালের ২২শে অগষ্ট, পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরলোকগমন উপলক্ষে রঙ্গালয়ে শোকপ্রকাশার্থ "বিলাপ" অভিনয় হ'য়েছিল। জননী "বঙ্গভাষা"'র মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে সেই কিশোরী অভিনেত্রী সেদিন সময়োপযোগী শোক-সঙ্গীত ও বিলাপোক্তিতে যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল দর্শকদের সজল দৃষ্টির সম্মুখে সে ছবি দীর্ঘ-কাল উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছিল! সুদক্ষ অভিনেত্রী বলে সেদিন থেকে সেই কিশোরীর একটা স্থায়ী খ্যাতি রটে গে'ছল'।

তারপর আবার তাকে দর্শকেরা রঙ্গমঞ্চে বালকবেশে দেখ্‌লে, মহাকবি গিরিশচন্দ্রের ধ্রুব চরিত্রে 'ধ্রুবের' ভূমিকায়—অমৃতলালের "বিজয় বসন্তে" "বিজয়" বেশে। 'বিজয়' সাজবার পর আর অনেকদিন তাকে বালকের ভূমিকায় দেখ্‌তে পাওয়া যায় নি। কারণ বিজয় বসন্তের পর "অন্নদামঙ্গলে" তাকে "গৌরী" সাজতে হ'য়েছিল এবং 'বাবু'তে সে 'মহিলার অংশ অভিনয় করেছিল।

১৮৯২ সালে আসন্ন যৌবনোন্মুখী এই অভিনেত্রী চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ক্রমে 'কৃষ্ণ বিলাপে' কিশোরী 'শ্রীরাধা'র অংশ অভিনয় করে সমস্ত দর্শক বৃন্দকে বিমোহিত করে দিয়েছিল! এত অল্প বয়সে প্রেমের নানা বিভিন্ন অবস্থাকে এমন সুন্দর ও স্বাভাবিক রূপে ফুটিয়ে তুলতে ইতিপূর্ব্বে আর কোনও অভিনেত্রীকে দেখা যায় নি!

১৮৯৪ সালে যে সব ভাগ্যবান দর্শকেরা চন্দ্রশেখর অভিনয় দেখ্‌তে গেছ্‌ল তারা অবাক হ'য়ে দেখে এল যে 'চন্দ্রশেখরে' যে সুন্দরী ষোড়শী অভিনেত্রী শৈবলিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়েছে সে সাধারণ অভিনেত্রী নয়। তার অপূর্ব্ব প্রতিভা জগতের যে কোনও শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সঙ্গে সমান গর্ব্বে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে! সেদিন বাঙলার ঘরে ঘরে রটে গেল 'হ্যাঁ অভিনয় কর্‌লে বটে; 'শৈবলিনীর' পাটের তুলনা হয় না! 'এ্যাক্ট্রেস্‌' যদি কেউ এদেশে জন্মে থাকে তবে সে ঐ মেয়েটী যার নাম শ্রীমতী তারাসুন্দরী!

য়ুরোপে যে অভিনেত্রী যে রঙ্গালয়ের সমস্ত অভিনয়ে নায়িকার অংশে অথবা প্রধানা স্ত্রী চরিত্রের ভূমিকা নিয়ে অবতীর্ণা হন, বিলাতী রঙ্গ-সমাজে তাঁর মর্য্যাদাসূচক ডাকনাম হ'য়ে যায়, "দি ষ্টার্" শ্রীমতী তারাসুন্দরীর নাম যে অদূর ভবিষ্যতে একদিন এমনি করে'ই সম্পূর্ণ সার্থক হয়ে উঠবে একথা তাঁর গর্ভধারিণী বোধ হয় কোনও দিন কল্পনাও করেননি। 'ষ্টার' থিয়েটারের 'ষ্টার' —'তারা'র নাম সেদিন শৈবলিনীর ভূমিকা অভিনয়ের পর থেকে বাংলা দেশের প্রত্যেক নাট্যামোদী নরনারীর মুখে মুখে ফিরতে লাগল।

তরুণ বয়সে এই বিপুল খ্যাতি, এই দুর্ল্লভ যশ, এই দেশব্যাপী প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করেও—অভিনেত্রী জীবনের চির আকাঙ্ক্ষিত সৌভাগ্যের মাঝখানে এসেও—হঠাৎ একদিন দেখা গেল শ্রীমতী তারাসুন্দরী রঙ্গমঞ্চ থেকে অদৃশ্য হয়েছেন! সমস্ত উৎসুক দর্শকবৃন্দ সন্ধান নিয়ে যখন জান্‌তে পারলে যে সে অসাধারণ প্রতিভাময়ী শক্তিশালিনী অভিনেত্রীর আর কোনও উদ্দেশ পাওয়া যাচ্ছে না —তখন তারা সবাই যেন মূর্চ্ছাপন্ন হয়ে পড়ল'—রঙ্গালয় থেকে অত্যন্ত বিষণ্ণ ও হতাশ হ'য়ে, ভারাক্রান্ত চিত্তে গৃহে ফিরে এলো।

তিন-বৎসর আর শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে কেউ রঙ্গমঞ্চে দেখতে না পেলেও তাঁর অভিনয়ের খ্যাতি কেউ ভুলতে পারেনি। তাই ১৮৯৭ সালে জনপ্রিয় অভিনেতা পরলোকগত নাট্যরথী অমরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে "হরিরাজ" নাটকে "রাণী অরুণার" ভূমিকায় যখন সবাই তাঁকে আবার দেখ্‌তে পেলে তখন নাট্যজগতে আবার একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গেল!

অমরেন্দ্রনাথের সহিত "দেবী চৌধুরাণী" "কপালকুণ্ডলা" প্রভৃতি অনেকগুলি নাটকে অভিনয় কর্‌বার পর তারাসুন্দরী আবার ষ্টারে চলে আসেন। এখানে তাঁর 'হরিশ-চন্দ্রে' 'শৈব্যা'—'মৃচ্ছকটিকে' 'বসন্তসেনা' এবং 'মায়াবসানে' 'অন্নপূর্ণার' অভিনয় তাঁর পূর্ব্ব গৌরবকে সমুজ্জ্বল ক'রে তুলেছিল; তারপর 'ষ্টার' ছেড়ে দিয়ে এসে তিনি "অরোরা" থিয়েটারে যোগ দিয়েছিলেন। ভূতপূর্ব্ব 'বেঙ্গল থিয়েটার' গৃহে এই 'অরোরা' থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে, ছিল। এইখানেই 'রিজিয়া'র ভূমিকা অভিনয় ক'রে তিনি সমস্ত বাংলাদেশকে চমকিত মুগ্ধ ও আনন্দে বিহ্বল ক'রে দিয়েছিলেন! এ প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা, কিন্তু তাঁর "শৈবলিনীর" অভিনয় খ্যাতির মতোই 'রিজিয়ার' অপূর্ব্ব অভিনয়ের উচ্চপ্রশংসায় বাংলাদেশ আজও মুখরিত হ'য়ে রয়েছে।

এইখানেই তিনি 'কালপরিণয়ের' "মোক্ষদা" এবং 'পরিতোষে' "সোহাগীর"—ভূমিকা অভিনয় ক'রে যশস্বিনী হয়েছিলেন।

তার পর ১৯০৪ সালে মিনার্ভা থিয়েটারে তিনি 'সংসার' নাটকে 'বামা' ঝীয়ের অংশ অভিনয় করেন। পরে মিনার্ভা থিয়েটারের দীপ্তগৌরবের যুগে "বলিদান" নাটকে তাঁর "সরস্বতী"র অভিনয়ের প্রশংসাধ্বনি শেষ হ'তে না হ'তেই 'সিরাজউদ্দৌলায়' 'জহরা'র অভিনয় সকলকে বিস্ময়পুলকে চমৎকৃত করে দিলে। তারপরও এইখানেই তিনি 'হর-গৌরী'তে 'গৌরী' সেজেছিলেন; 'দুর্গাদাসে' তাঁর 'মহামায়ার' অভিনয় রাজপুত রমণীর গরীয়সী চরিত্রকে বাঙলা দেশের নরনারীর অন্তরে জীবন্ত চিত্রের মতো এঁকে দিয়েছিল।

১৯০৭ সালে তিনি কোহিনুর থিয়েটারে যোগ দিয়ে "চাঁদবিবি" অভিনয় করেন। শ্রীমতী তারা সুন্দরীর "চাঁদবিবির" অভিনয় যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে আদিলশাহী বংশের কুলবধূ বিজাপুরের সুলতানা মহামহিমময়ী "চাঁদ-বিবির" অভিনয়ের তুলনা হয় না! "ছত্রপতি শিবাজী" নাটকে "লক্ষ্মী বাঈয়ের" ভূমিকা অভিনয় করবার পর তিনি আবার ষ্টারে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু ষ্টারে এবার আর তিনি বেশী দিন ছিলেন না। "নন্দকুমার" ও 'পদ্মিনী' অভিনয় হবার পরই তিনি আবার মিনার্ভায় চলে আসেন। এখানে তাঁর সাজাহানের 'জাহানারা' 'রাজা অশোকে'র 'পদ্মাবতী' তপোবলের 'সুনেত্রা" অলীকবাবুর 'প্রসন্নময়ী' মিডিয়ার 'মিডিয়া' গৃহলক্ষ্মীর "বিরজা" ভীষ্মের "অম্বা ও শিখণ্ডী" সমস্তই অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনীত হ'য়েছিল।

দীর্ঘ সপ্তত্রিংশৎ বৎসর তিনি রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে, এত অগণিত ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন যে তার প্রত্যেকটির বিশদ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। দুর্গেশনন্দিনীর "আয়েষা" শ্রীমতী তারা সুন্দরীর আর এক অপূর্ব্ব অদ্বিতীয় অভিনয়; কপালকুণ্ডলার "মতিবিবি" তাঁর আর এক অতুলনীয় চিত্র! অনেক তৃতীয় শ্রেণীর নাটককে শ্রীমতী তারাসুন্দরী তাঁর অসাধারণ অভিনয় কৌশলে সফল করে তুলেছিলেন। 'নিয়তি' 'ভাগ্যচক্র' 'নবযৌবন' 'সোনায় সোহাগা' 'শুভদৃষ্টি' 'আহেরীয়া' 'মিশরমণি' 'আহুতী' 'সিংহল বিজয়" বঙ্গনারী' প্রভৃতি নাটকগুলি কেবলমাত্র শ্রীমতী তারাসুন্দরীর প্রতিভার গুণে উপভোগ্য হ'য়ে উঠেছিল। 'কালাপাহাড়ে' তাঁর 'চঞ্চলা'র অভিনয়' মিশরমণিতে "ক্লিওপেট্রা", সিংহল বিজয়ে "কুবেণী", বঙ্গনারীর 'বিনোদিনী', চিতোরোদ্ধারে 'রুক্মা' প্রভৃতির অভিনয় বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯১৮ সালে তিনি সুদক্ষ নট ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পুনরায় ষ্টার থিয়েটারে এসে যোগদান করেন এবং পরে চার পাঁচ বৎসর, নানা নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অক্ষুন্ন গৌরবের

আনন্দ সংবাদ! আনন্দ সংবাদ! আনন্দ সংবাদ।

ভূতপূর্ব্ব চেরীক্লাবের সভ্যগণের সম্মিলনে

নবপ্রতিষ্ঠিত

শান্তি-সম্মিলনের

সভ্যগণ কর্তৃক

নাট্য-সম্রাট গিরিশচন্দ্রের

শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটক

সুধী দর্শকবৃন্দের চিত্ত বিনোদনার্থে

মহাসমারোহে অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

সৌখীন নাট্য-জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতাগণের

অভাবনীয় সমাবেশ

কবে? কোথায়? প্রতীক্ষায় থাকুন।

সভাপতি

ডাঃ কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম, এ, বি, এল, পি, আর, এস, পি. এইচ, ডি

নাট্যাচার্য্য

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (উৎসববাবু)

অধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু।

সম্পাদক

শ্রীসন্তোষকুমার মণ্ডল।

সঙ্গে অভিনয় ক'রে, ১৯২২ সালে তিনি অম্লান যশোমাল্য কণ্ঠে নিয়েই রঙ্গমঞ্চ থেকে অবসর গ্রহণ ক'রেছিলেন। এই চার পাঁচ বৎসরের মধ্যে তিনি যে সব ভূমিকা অভিনয় করেছিলেন তার মধ্যে কিন্নরীর 'মকর' "উর্ব্বশীর" 'বসন্তক' ছিন্নহারের 'লীলা' রাখীবন্ধনের 'ধারা' বাসবদত্তায়র 'অমরক' 'নবাবী আমলের' 'খাতিজা' এবং 'অযোধ্যারবেগমের' 'বেগম' অভিনয় সকলকেই মুগ্ধ করেছিল।

রঙ্গালয় থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে তারাসুন্দরী শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরে এক দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে সেইখানেই দেবসেবায় অবশিষ্ট জীবন যাপন করছিলেন, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ! ঘটনাচক্রে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়ে পড়ায় তাঁকে বাধ্য হ'য়ে আবার তিন চার বৎসর পরে রঙ্গালয়ে ফিরে আস্‌তে হ'য়েছে। এবার তিনি নবযুগের অসামান্য প্রতিভাশালী নট শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নাট্যমন্দিরে

যোগদান ক'রেছেন। এমন মণিকাঞ্চন সংযোগ এ যুগের রঙ্গমঞ্চে দুর্লভ! আগামী বুধবার "জনার" ভূমিকায় জগতের এই অন্যতমা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী সাধারণের সমক্ষে দ্বিতীয়বার আত্মপ্রকাশ করবেন। "জনা" শ্রীমতী তারাসুন্দরীর এক অনভিনীত ভূমিকা বটে কিন্তু তাঁর মত শক্তিশালিনী অভিনেত্রীরই সম্পূর্ণ যোগ্য। আমরা তাঁকে আমাদের সাদর অভিবাদন জানাচ্ছি।

মধ্য-য়ুরোপের রঙ্গালয়ে

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ন্যাশান্যাল থিয়েটারে কোনও নূতন নাটক অভিনয়ের আয়োজন হচ্ছে এবং সেই নাটকের সাজসজ্জা, দৃশ্যপট ও আসবাবপত্র প্রভৃতির জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হবে এই সংবাদ সাধারণে প্রকাশ হবামাত্র, চারিদিক থেকে নিত্য বন্যার মতো চাঁদা আসতে থাকে এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই নাটকখানি অভিনয় করবার জন্য যত টাকা প্রয়োজন তার অতিরিক্ত অর্থ সাধারণের কাছ থেকেই বিনা প্রার্থনায় পাওয়া যায়। সাধারণে

এটিকে তাদের নিজেদের রঙ্গালয় বলেই জানে এবং এর ব্যয় নির্ব্বাহ করা তাদের নিজেদের একটা কর্ত্তব্য বলে মনে করে।

লণ্ডনের থিয়েটারগুলির তুলনায় প্রাগের থিয়েটারের প্রবেশ মূল্য খুবই কম, তবে একথাও মনে রাখ্‌তে হবে যে লণ্ডনের মধ্য-বিত্ত গৃহস্থ যা উপার্জ্জন করে প্রাগের সেই অবস্থার লোকেদের আয় তার চেয়ে অনেক অল্প। অথচ তারা থিয়েটার দেখে লণ্ডনের অধিবাসীদের চেয়ে অনেক বেশি।

প্রাগের রঙ্গালয়ে দর্শকের বিপুল জনতা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তারা সবাই ঠিক যথাসময়ে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং মনোযোগ দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত অভিনয় দেখে। গ্যালারী ও পিটে এতো বেশি ভিড় হয় যে, সবাইকে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের দলই পিটের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তারা একেবারে সদলে ছাত্রাবাস শূন্য ক'রে থিয়েটারে এসে হাজির হয়—এবং তিনচার ঘণ্টা অবলীলাক্রমে পাশাপাশি ঠাসাঠাসি হ'য়ে দাঁড়িয়ে অভিনয় দেখে। অন্য দেশের থিয়েটারের মতো এখানে কিন্তু গ্যালারীর দর্শকেরা কেউ কোনও গোলমাল করে না। প্রাগের লোক থিয়েটারে যায় যেন উপাসনা করতে—আমোদ করতে নয়! তাদের মনের ক্ষুধা মেটাবার জন্য তারা রঙ্গালয়ে আসে বুভুক্ষুর বিপুল আগ্রহ নিয়ে। ঠিক্ অবসর যাপন করবার উদ্দেশ্য নিয়ে তারা থিয়েটারে যায় না।

প্রাগের রঙ্গালয়ে দর্শকদের জন্য যে খোরাকের ব্যবস্থা করা হয়, তা দমেও ভারি এবং গুণেও সেরা। এখানে যে সব নাটক অভিনয় হয় তার অধিকাংশই 'আন্তর্জাতিক' খ্যাতি অর্জ্জন করেছে। প্রাগের ক্ষুধার্ত্ত দর্শকেরা নাট্য-কলার মধ্যে এমন কিছুর সন্ধান পেতে চায় যা তারা 'কামড়ে' অথবা 'চিবিয়ে' খেতে পারে! অর্থাৎ যার মধ্যে তারা তর্ক করবার, বিচার করবার এবং ভাব্‌বার ও বোঝবার যথেষ্ট কিছু পায়।

সার্ জেমস্ ব্যারীর নাটকাবলী অনূদিত হ'য়ে এখানে অভিনীত হ'য়েছে বটে কিন্তু ব্যারীর নাটক এখানকার দর্শকদের তৃপ্তি দিতে পারেনি। তারা বলে এঁর নাটকে নাকি তেমন কিছু বস্তু নেই। আইরীশদের মতো জেকো-শ্লোভাক্‌রা নাটকে একটু স্বদেশ প্রেম ও জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাবেশ দেখ্‌তে ভালবাসে। তিন ঘণ্টা থিয়েটার দেখে আসে বটে কিন্তু তিরিশ ঘণ্টা তারা সেই নাটক ও তার অভিনয়ের আলোচনা করে।

বার্নার্ড শ'র 'সেণ্ট জোয়ান' নাটকখানি প্রাগের একাধিক থিয়েটারে অভিনয় হয়ে গেছে বটে, কিন্তু লণ্ডন বা নিউইয়র্কে 'সেণ্ট জোয়ান্' যে রকম মহা সমারোহে অভিনয় হ'য়েছিল, প্রাগে সে রকম সমারোহ কিছু হয়নি। অবশ্য তার প্রথম কারণ হ'চ্ছে ন্যাশান্যাল থিয়েটারের যিনি প্রধান প্রয়োজক মিঃ হিলার, তিনি অসুস্থ ছিলেন বলে এই নাটকখানি অভিনয় হবার সময় তাঁর প্রয়োগ-নৈপুণ্যের কোনও সাহায্য পায়নি। দ্বিতীয়—হিলার সাহেবের সহকারী প্রয়োজক মিঃ ডোষ্টাল্ নিজে একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা, কিন্তু তিনি বেলজিয়মের বিখ্যাত নাট্যকার হেনরি শ্যুম্যানের (Henri Soumagne) নূতন নাটক "The Other Messiah"র অভিনয়ের তত্ত্বাবধানে এত ব্যস্ত ছিলেন যে, এ নাটকখানিতে মোটেই হাত দিতে পারেন নি।

মিঃ ভোষ্টালের তত্ত্বাবধানে The Other Messiahর অভিনয় অতি চমৎকার হয়েছিল। হেনরী স্যাম্যানের এই নাটকখানির প্রচণ্ড ভাববৈচিত্র্য সমগ্র য়ুরোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই নাটকের একটি দৃশ্যে আছে—একজন মাতাল পোল্যাণ্ডের এক হোটেলে ধর্ম্মতত্ত্বের বিরুদ্ধে ভীষণ তর্ক কর্‌ছে। একজন ধর্ম্মবিশ্বাসীর সঙ্গে তার হাতাহাতি পর্য্যন্ত হয়ে গেল! কিন্তু শেষকালে সে কতকগুলো স্বপ্ন দেখ্‌তে আরম্ভ করে দিলে! নাটকখানিতে আগাগোড়া জগতের সমস্ত ধর্ম্মের দেবদেবীকে কঠোর বিদ্রূপ করা হয়েছে কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বকে কোথাও অস্বীকার করা হ'য়নি। তবু প্রাগের সরকারী নাট্যপরিদর্শকেরা এক রাত্রির বেশি এ নাটকখানি অভিনয় করবার অনুমতি দেননি। কারণ তাঁহাদের মতে এ নাটকখানি ঈশ্বরবিদ্বেষী না হ'লেও অনেকেরই ধর্ম্ম বিশ্বাসে আঘাত দিতে পারে। প্রাগের অনেক সমালোচক এ নাটকখানির খুব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন বটে, কিন্তু একথাও বলেছেন যে, এ নাটক কেবলমাত্র উন্মাদ, প্রেমিক, ও কবিদের ভাল লাগতে পারে; সাধারণের পক্ষে এ নাটক উপভোগ করা বিশেষ শক্ত।

শেকস্‌পীয়ারকে প্রাগের দর্শকেরা এখনও যথেষ্ট ভালবাসে। সেদিনও তাঁর "নিদাঘ নিশীথের স্বপ্ন" খুব সমারোহের সঙ্গে প্রাগের মিউনিসিপ্যাল থিয়েটারে অভিনয় হয়ে গেছে। প্রাগের এই মিউনিসিপ্যাল থিয়েটারের প্রধান প্রযোজক মিঃ এম্‌, মাডেমলেন্‌কো উপর্য্যপরি কয়েকখানি শেকস্‌পীয়ারের নাটক অভিনয়ের আয়োজন ক'রে বিশেষ যশস্বী হয়েছেন।

রুশ নাট্য সাহিত্যের আদরও প্রাগের রঙ্গালয়ের একটা বিশেষত্ব। 'গগোলের' The Inspector General শীর্ষক প্রহসন খানি এখানে "Revisor" নামে অভিনীত হ'য়েছে। এই হাস্যরসের প্রস্রবণ প্রহসন খানির প্রধান চরিত্র হচ্ছে এক আভিজাত্য-বংশীয় সম্ভ্রান্ত যুবক। এই যুবক পল্লীগ্রামের একটি ক্ষুদ্র পান্থশালায় বাস করে, কারণ অর্থাভাবে সে শহরের বড় বড় হোটেলে থাকার খরচ কুলাতে পারে না। গাঁয়ের লোকেরা কিন্তু পরস্পর আলোচনা ক'রে স্থির করে ফেল্‌লে যে এ লোকটা নিশ্চয়ই পুলিশের গোয়েন্দা, এখানে খুব সম্ভবতঃ কারুর গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখবার জন্যই এই ক্ষুদ্র পান্থশালায় এসে রয়েছে। গাঁয়ের মোড়লেরা পর্য্যন্ত সেদিন থেকে তাকে একটু ভয় ক'রে চল্‌তে আরম্ভ করলে। তাকে দেখ্‌লেই গাঁয়ের ছেলেবুড়ো সবাই লম্বা সেলাম ঠুক্‌তো। মেয়েরা তাকে একটু বেশী খাতির করেই চল্‌তো—

(ক্রমশঃ)

ডাকঘর

১৬নং এলেন্‌বি রোড এল্‌গিন রোড পোঃ।
মাননীয় শ্রীযুক্ত নাচঘর-সম্পাদক মহাশয়ের
করকমলে—

মহাশয়,

গত ২৫শে এপ্রিল সুবারবন্ হলে 'ভবানীপুর লাইট হাউস' কর্ত্তৃক 'প্রতাপ আদিত্য' ও 'পুনর্জ্জন্ম' অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এমেচার থিয়েটারে এরূপ 'প্রতাপ-আদিত্য' ও 'পুনর্জ্জন্ম' অভিনয় কখনও দেখা

যায় নাই। বিক্রমাদিত্যে-সারদাবাবু, প্রতাপ-আদিত্যে বীরেনবাবু, শঙ্করে—সুহৃৎবাবু ও কল্যাণীতে—বিশ্ববাবু যে অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহা খুব উচ্চাঙ্গের। সূর্য্যকান্তে—সমীরবাবুর, রডায়—রাধাবাবুর, সুন্দরে—উপেনবাবুর ও গোবিন্দরায়ে—সন্তোষবাবু প্রভৃতির অভিনয় চলনসই হইয়াছিল। বসন্তরায়ের ভূমিকায় যিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন আমাদের মতে তাঁহাকে নামান উচিত হয় নাই। বিজয়ার গানগুলি খুব ভাল হইয়াছিল। পুনর্জ্জন্মে সকলেই খুব দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। উক্ত ক্লাবের সাজসজ্জা দৃশ্যপট সবই খুব সুন্দর হইয়াছিল। আমাদের ইচ্ছা উক্ত সম্প্রদায় যেন আর একবার এই বই দুই খানি অভিনয় করেন, কেননা—তাঁহারা যে দিন অভিনয় করেন কলিকাতায় সেদিন অগণ্য বিবাহ ছিল; সুতরাং আমাদের ইচ্ছা তাঁহারা যেন শীঘ্রই পুনরায় এই বই দুই খানির অভিনয় করেন। ইতি—

ভবানীপুর
১৬ই মে, ১৯২৫

বিনীত—
শ্রীঅমিয়কৃষ্ণ মৈত্র

২০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বেঙ্গল প্রেসে—শ্রীপূর্ণচন্দ্র মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

গৌড়দূত

২য় বর্ষ সম্পাদক :— ২শে জ্যৈষ্ঠ
৫ম সংখ্যা শ্রীনলিনীমোহন, রায়চৌধুরী ১৩৩২

নাট্যজগৎ

গত সপ্তাহের 'নাচঘরে' প্রকাশিত "মধ্য য়ুরোপের রঙ্গালয়ে" শীর্ষক প্রবন্ধটি থেকে জানতে পারা গেল যে, জেকোশ্লোভাকীয়ার রাজধানী প্রাগ্ সহরে যে 'ন্যাশান্যাল থিয়েটার' নামে রঙ্গালয়টি আছে, সেটি কোনও লিমিটেড্ কোম্পানির নয়, কোনও একজন ভাদুড়ী, পাঁড়ে, বা মিত্তির জা' মশায়ের নয়; সে রঙ্গালয়টি দেশের লোকের জাতীয় সম্পত্তি। দেশের সর্ব্ব সাধারণের অযাচিত ও অপর্য্যাপ্ত আনুকূল্যে এই রঙ্গালয়টি বরাবর লালিত ও পালিত হ'য়ে আসছে।

* *

প্রাগ্ সহরের সমস্ত ধনী, মধ্যবিত্ত, এমন কি দীন-দরিদ্রেরাও এই রঙ্গালয়টিকে তাদের নিজেদের জিনিস জেনে এর প্রতি এত মমতা-পন্ন যে প্রত্যেক নূতন নাটকের অভিনয় তারা কেবল টিকিট কিনে দেখেই তাদের কর্ত্তব্য শেষ করেনা; নূতন নাটকের প্রয়োগ ব্যয়ও তারাই নিজেরা বহন করে! ন্যাশান্যাল থিয়েটারের প্রয়োগকর্ত্তা পূর্ব্বাহ্নে কেবল ঘোষণা ক'রে দেন যে আপনাদের ন্যাশান্যাল থিয়েটার এইবার অমুক নাটক অভিনয় করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, এবং এই নাটক খানির প্রয়োগ ব্যয় আনুমানিক এত টাকা পড়বে।

* *

প্রয়োগকর্ত্তার ঘোষণা পত্র প্রকাশ হ'তে না হ'তে চারিদিক থেকে মোটা মোটা চাঁদা'ত আসতে আরম্ভ হয়ই; আবার যার যা সাধ্য টাকাটা-সিকেটাও সকলে পাঠিয়ে দেয়। প্রত্যেকেই তাদের দানের রসীদ পায় এবং বাৎসরিক হিসাব নিকাশে দাতাদের নামের তালিকাও প্রকাশ হয়! এই হিসাব নিকাশের পত্র জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়, কারণ তারাই এই রঙ্গালয়ের প্রকৃত মালিক। তাদেরই দানের টাকায় এই নাট্যশালা প্রথম নির্ম্মিত হয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বাড়ী খানি আগুন লেগে পুড়ে যাওয়ায় আবার দ্বিতীয়বার তাদেরই টাকায় তৈরী হ'য়েছে।

* *

প্রাগে মোটে সাত লক্ষ লোকের বাস, কিন্তু থিয়েটারের সংখ্যা চৌদ্দটি, তার মধ্যে প্রধান হ'চ্ছে তিনটি, আবার সেই তিনটির মধ্যেও সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হ'চ্ছে এই 'ন্যাশান্যাল থিয়েটার'। তার এই শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান কারণ এই রঙ্গালয়ের সুদক্ষ প্রয়োগকর্ত্তাকে অর্থাভাবে ক্ষুণ্ণ হ'য়ে নাটকের অনেকখানি সৌন্দর্য্য বাদ দিয়ে এবং অভিনয়ের অনেক খুটি নাটি ছেড়ে দিয়ে কোনও দিনই কোনও বই রঙ্গমঞ্চে প্রকাশ ক'রতে হয়নি। ন্যাশান্যাল থিয়েটার এ পর্য্যন্ত যা কিছু নাটক অভিনয় ক'রেছে তা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ক'রে করবার জন্য দেশের লোকের কাছে সর্ব্বপ্রকার সুযোগ ও সাহায্য পেয়েছে।

* *

আমাদের মনে হয় এই সুযোগ ও সাহায্যের বলেই প্রাগের ন্যাশান্যাল থিয়েটার আজ জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রতে পেরেছে। সেখানকার নাট্য শালার এত দ্রুত উন্নতি ও অভিনয় কলার এমন সুচারু পরিণতি এত

অল্প সময়ের মধ্যে ঘ'টে উঠা এই জন্যই সম্ভব হ'য়েছিল যে,তাদের এই 'ন্যাশান্যাল থিয়েটার আমাদের দেশের 'ন্যাশান্যাল থিয়েটারের মতো কেবল নামমাত্র সার ছিলনা ব'লে,— তাদের এটা সত্য সত্যই সে জাতের রক্তে মাংসে গড়া জিনিস, তাদের আদরের ও যত্নের ধন।

* *

আমাদের দেশের এই অল্পদিনের রঙ্গালয়ের ইতিহাস একটা বিপুল অভাব ও অনটনের মর্ম্মন্তুদ করুণ কাহিনী, এই কাহিনীই আবার মাঝে মাঝে শোকাবহ হ'য়ে উঠেছে—কোনও কোনও শিল্প-জ্ঞানহীন অর্থ লোলুপ মালিকের নিরক্ষরতার গুণ্ডামীতে অথবা কোনও কোনও সুদক্ষ কর্ম্মাধ্যক্ষের পক্ষপাতিত্ব, বিশ্বাসঘাতকতা ও অমিতব্যয়ের জন্য। নাটক, নাট্যশিল্প ও রঙ্গমঞ্চের উন্নতি এবং অভিনেতৃ সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ কামনাকে দূরে রেখে, ব্যাঙ্কের জমা ও জমীদারীর আয়তন বৃদ্ধির দিকেই যদি কেবল মালিকদের দৃষ্টি আবদ্ধ থাকে তার ফলে দেশের নাট্য কলার শ্রীবৃদ্ধি হওয়া কোনও দিনই সম্ভবপর হতে পারে না।

* *

জেকো-শ্লোভিয়াবাসীদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে আমাদের দেশের লোক যদি কোনও দিন সত্যকারের একটি জাতীয় রঙ্গালয় গ'ড়ে তুলতে পারে তবেই আশা করা যেতে পারে যে একদিন এদেশের অন্ততঃ একটা নাট্য-শালাও পৃথিবীর অন্যান্য শ্রেষ্ঠ রঙ্গালয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সমান ভাবে মাথা তুলে দাঁড়াবার গর্ব্ব ক'রতে পারবে।

* *

আমাদের বিশ্বাস যে এদেশের শিক্ষিত সমাজ আজকাল রঙ্গালয়কে স্নেহের চক্ষে ও সম্মানের চক্ষে দেখতে শিখেছে; অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের তারা এখন একটা উপযুক্ত মর্য্যাদার আসন দিতেও শিখেছে, সুতরাং যদি কোনও রঙ্গালয়ের মালিক বা নাট্যসম্প্রদায় এই সময় নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ পরিত্যাগ ক'রে তাদের নাট্যশালাকে বা সম্প্রদায়কে দেশবাসীর সম্পত্তিরূপে উৎসর্গ ক'রে দেয়, অথবা জাতীয় শিল্পীদের প্রতিনিধি সঙ্ঘরূপ দেশের সেবা করতে চায় তাহলে সেই রঙ্গালয়ের ও নাট্যসম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির জন্য এদেশের লোকের কাছেও নিশ্চয় অর্থ সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। নাট্যশিল্প ও নাট্যশালার ভবিষ্যৎ কল্যাণ-কল্পে এই ভাবে একবার কোনও নাট্যসম্প্রদায় যদি চেষ্টা ক'রে দেখেন তাতে ক্ষতি কি?

* *

নাট্যমন্দিরের উদীয়মান নট শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যকে নিয়ে মিনার্ভা ও স্টার থিয়েটারের মধ্যে গত সপ্তাহে খুবই একটা টানাটানি চলছিল শোনায় 'জনার' আসন্ন অভিনয়ে যে তিনি সেখানে কোনও ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করতে আমাদের সাহস হয়নি! তাই আমরা অনুমান করেছিলাম যে সু-অভিনেতা শ্রীযুক্ত নরেশ চন্দ্র মিত্রই খুব সম্ভব নীলধ্বজের

ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন ; কিন্তু আমাদের অনুমানকে ভুল সপ্রমাণ ক'রে এবং সমস্ত গুজবকে মিথ্যা ক'রে দিয়ে মনোরঞ্জন বাবু সেদিন জনার অভিনয়ে নীলধ্বজের ভূমিকা নিয়ে নাট্যমন্দিরেই নেমেছেন দেখা গেল। সহযোগী "বিজলী" পত্রিকায় তাঁর নাট্যমন্দির ছাড়া সম্বন্ধে গুজবের প্রতিবাদ প'ড়ে আমরা তাঁর সুবুদ্ধির প্রশংসা না ক'রে থা'কতে পারছিনি।

* *

কোনও বিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্ত ক'রতে হ'লে একজন সদ্ গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করাই হ'চ্ছে সমিচীন। মনোরঞ্জন বাবু একজন উচ্চ শিক্ষিত যুবক, তিনি চারুদর্শন, নির্ম্মল চরিত্র ও সুকণ্ঠ নট, তবু নাট্য শিল্পে তিনি একজন নূতন ব্রতী! অভিনয় কলায় তাঁর শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও ব্যুৎপত্তি যে ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হ'য়েছে, সে সম্বন্ধে আমরা এখনও নিঃসন্দেহ হ'তে পারিনি। সৌভাগ্য বশতঃ তিনি শিশির কুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের ন্যায় একজন বিশিষ্ট গুণী লোকের সাহচর্য্যে অভিনয় কলা শিক্ষা করবার সুযোগ লাভ ক'রেছেন। সে সুযোগ এত শীঘ্র পরিত্যাগ ক'রে গেলে তাঁর ভবিষ্যৎ যে খুব ভাল হ'তে পারতো এ বিশ্বাস আমাদের নেই ব'লে তাঁর সুবিবেচনায় আমরা প্রীত হয়েছি।

* *

কয়েক সপ্তাহ থেকে দেখা যাচ্ছে আর্ট থিয়েটার প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একটা দিনও তাঁদের রঙ্গমঞ্চে নাচগানের আসর বসাবার চেষ্টা ক'রছেন। তাঁদের এ চেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়। 'গীতিনাট্যকে' অনেক দিন এদেশের নাট্যশালায় কেউ আর আমল দিচ্ছিল না, আর্ট থিয়েটার আদর ক'রে তাকে ডেকে নিয়ে এসে আজ ঘরে তুলেছেন দেখে কেবল আমরাই খুসি হইনি সর্ব্বসাধারণের একটা প্রধান অভাব দূর হ'য়েছে ব'লে সকলেই এজন্য প্রীত ও তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। 'শিরী-ফরহাদ' ও 'উর্ব্বশী' গীতিনাট্য দুইখানি তাঁরা খুব প্রশংসার সঙ্গে অভিনয় ক'রছেন। জগতের অতীত যুগের একজন ভুবনখ্যাত রূপদক্ষ 'ফরহাদের' ভূমিকায় দক্ষ-শিল্পী শ্রীযুক্ত অহিন্দ্র চৌধুরীর সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় তাঁর সুযশকে আরও সমুজ্জ্বল ক'রে তুলেছে।

* *

মধ্যে একবার এই আর্ট থিয়েটার সপ্তাহে একটা দিন সহরবাসীকে একটু হাসবার সুযোগ দেবার জন্য কেবল হাস্যরসাত্মক নাটক, প্রহসন ও নক্সার অভিনয় আয়োজন করেছিলেন, কিন্তু হতভাগ্য বাঙালী জাতি বোধহয় হাসতে ভুলে গেছে, তাই কেউ তাঁদের কাছে থেকে মূল্য দিয়ে সে হাসির সুযোগ নিতে চাইলে না! কাজে কাজেই তাঁরা বাধ্য হ'য়ে সে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ক'রেছেন। এখন এই নৃত্যগীতের আসরও যদি উপযুক্ত রসিকের অভাবে না জমে উঠে তাহ'লে সেটা দেশের লোকেরই অপরাধ ব'লে গণ্য হবে, নটরাজের নাটমন্দিরের অধ্যক্ষগণের নয়। কারণ তাঁরা কোনও দিক দিয়েই দর্শকদের তৃপ্তি সাধন করবার জন্য যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটী করছেন না।

* *

দেশের লোক যদি কেবল মাত্র দলেদলে এসে গম্ভীর নাটকেরই অভিনয় দেখতে চায়, এবং প্রহসন ও গীতিনাট্যকে একেবারে

অরসিকের ন্যায় অবহেলা ক'রে চলে তাহ'লে রঙ্গালয়ের এই একটা বিশেষ বিভাগের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সবিশেষ শঙ্কান্বিত হ'য়ে উঠ্‌বার কথা! কারণ আমাদের এখানকার সমস্ত রঙ্গালয়গুলিরই অদৃষ্ট দর্শকদের আসাযাওয়ার জোয়ার ভাঁটার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

* *

আগামী শনি ও রবিবার মিনার্ভা থিয়েটার 'আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে তাঁদের সম্প্রদায়ের জনপ্রিয় নাট্যকার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্মান রজনী উপলক্ষে অভিনয় আয়োজন করেছেন। নাট্যকারকে এভাবে সাহায্য করা ও উৎসাহ দেওয়া প্রত্যেক রঙ্গালয়েরই একটা অবশ্য কর্ত্তব্য। কেবলমাত্র নাট্যকার কেন নটনটীদেরও উপযুক্ত উৎসাহ দেওয়া সমস্ত নাট্যশালার অধ্যক্ষদেরই সর্ব্বতোভাবে উচিত। এবং এদিকে দর্শকদেরও একটা প্রধান কর্ত্তব্য আছে।

* *

কোনও একখানি নাটক যদি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় হওয়ার জন্য রঙ্গমঞ্চে বেশ জমে যায় এবং রাত্রির পর রাত্রি সে নাটকের অভিনয় দেখবার জন্য দর্শকদের জনতা একটুও না কমে তাহ'লে নাট্যশালার মালিক যে বেশ লাভবান হ'য়ে উঠেন তাতে আর কোনও সন্দেহ

নাই, কিন্তু মালিকের তখন একথা ভুল্‌লে চল্‌বে না যে তাঁর রঙ্গালয়ে অমুক নাটক অভিনয়ের এই কৃতকার্য্যতার জন্য নট; নটী, নাট্যকার, বেশকার, রঙ্গভূমি সজ্জাকার ও শিল্পী সকলেরই হাত আছে। কারণ এদেরই সকলের সমবেত চেষ্টা পরিশ্রম ও শক্তির উপরই নির্ভর ক'রে সেখানকার অভিনয় এমন সার্থক হ'য়ে উঠেছে। পঞ্চাশ রজনী, শত রজনী বা দ্বি'শত রজনীর উৎসব সমারোহ যেমন নাট্যশালার গৌরব ও আনন্দের পরিচায়ক তেমনি নাট্যকার, নট, নটী ও শিল্পীদের সম্মান ও সাহায্য রজনীর আয়োজনও সেই নাট্যশালার অধ্যক্ষের কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও সুবিবেচনার পরিচায়ক। কারণ, লাভের অংশটা সমস্তই যদি মালিক একলা বরাবর আত্মসাৎ ক'রতে থাকেন, তাহ'লে তাঁর সৌভাগ্য বেশীদিন স্থায়ী হয় না। আমরা চাই মালিকেরা তাঁদের লাভের অংশ তাঁদের দলের সকলের সঙ্গে সমান অংশে ভাগ ক'রে নিয়ে ভোগ করুন, তা'হলে তাঁদের সম্প্রদায় আর কোনও দিনই বিপন্ন হয়ে পড়বেনা, একটা একান্নবর্ত্তী পরিবারের মতো সদ্ভাবে ও সৌহার্দ্দ্যে বদ্ধ হ'য়ে সেই নাট্য সম্প্রদায় দিনদিন উন্নতি ও সঙ্গতির পক্ষে সন্তোষের সঙ্গে ও আনন্দের সঙ্গে এগিয়ে চল্‌তে পারবে।

* *

'শান্তি সম্মিলন', 'ফ্রেণ্ডস্ ইন্স্‌টিটিউট', ও 'সান্ধ্যসমিতি' এ তিনটিই হ'চ্ছে আজকাল সহরের সম্ভ্রান্ত যুবকদের অনেকেরই পরিচিত 'আড্ডা' বা 'আখড়া'। "Club" কথাটা এই 'আড্ডা' "আখড়া' বা 'ডেরা' হিসাবেই ইংরাজরা ব্যবহার করে সুতরাং 'Club' ক'তে আমরা যদি 'আড্ডা' বা 'আখড়া' শব্দ ব্যবহার করি তাতে 'Club' এর সভ্যরা আশা করি ক্ষুণ্ণ হবেন না। এদেশের 'আখড়া' যে ভদ্র-পল্লীর তরুণ দলের একত্র সম্মিলিত হ'য়ে আনন্দে অবসর যাপন করবার একটা 'ডেরা' মাত্র একথা বলাই বাহুল্য! ওদেরও অনেক 'Club' তাই, তবে এখানে কোথাও কেবল খেলাধূলা হয়,

কোথাও কেবল গানবাজনা হয়, কোথাও বা অভিনয় করাটাই প্রধান।

*   *

উপরোক্ত তিনটি আখড়াতেও 'অভিনয়' ব্যাপারটা একটা বিশেষ অঙ্গ। এবার দেখা যাচ্ছে যে এদের এই তিনটি সম্প্রদায়ের মধ্যে "প্রফুল্ল" নাটকখানি নিয়ে একটা অভিনয়ের রীতিমত প্রতিযোগিতা উপস্থিত হয়েছে! বাংলার সামাজিক নাটকগুলির মধ্যে "প্রফুল্ল" একখানি প্রথম শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ নাটক। এই নাটকের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় করা 'সখের দলের' ছেলেদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন কাজ, বিশেষ নারীর ভূমিকা যখন তাঁদের বালকদের দিয়েই অভিনয় করাতে হয়, তবু কলিকাতার তিনটি অবৈতনিক সম্প্রদায়ের "প্রফুল্ল" নাট্য অভিনয়ের প্রতিযোগিতা যে একটা উপভোগ্য ব্যাপার হবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

কারণ প্রত্যেক দলেই আমরা বিশিষ্ট গুণীলোকের সমাবেশ হ'য়েছে দেখতে পাচ্ছি।

• •

'ফ্রেণ্ডস্ ড্র্যামাটিক ইউনিয়ন' চোরবাগানের একটি প্রাচীন ও বিখ্যাত বনিয়াদী আখড়া। এই "সুহৃদ নাট্যসঙ্ঘের" সভ্যেরা শীঘ্রই আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিমচন্দ্রের "মৃণালিণী" অভিনয় করবেন বলে আমাদের জানিয়েছেন।

অন্ধ বাউল

অবৈতনিক নাট্যসমাজের নূতন সংবাদ !

সুপ্রসিদ্ধ

সাম্যসমীতি

কর্ত্তৃক

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের

মর্ম্মস্পর্শী বিয়োগান্ত পঞ্চাঙ্ক নাটক

প্রফুল্ল

নাট্যাচার্য্য

ভুবনেশ মুস্তফী

পৃষ্ঠপোষক—

ডাক্তার কুমার নরেন্দ্র নাথ লাহা,
এম, এ; বি, এল; পি, আর, এস্; পি, এইচ্ ডি;

সভাপতি—শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

সম্পাদক—শ্রীভূপতিকুমার দে
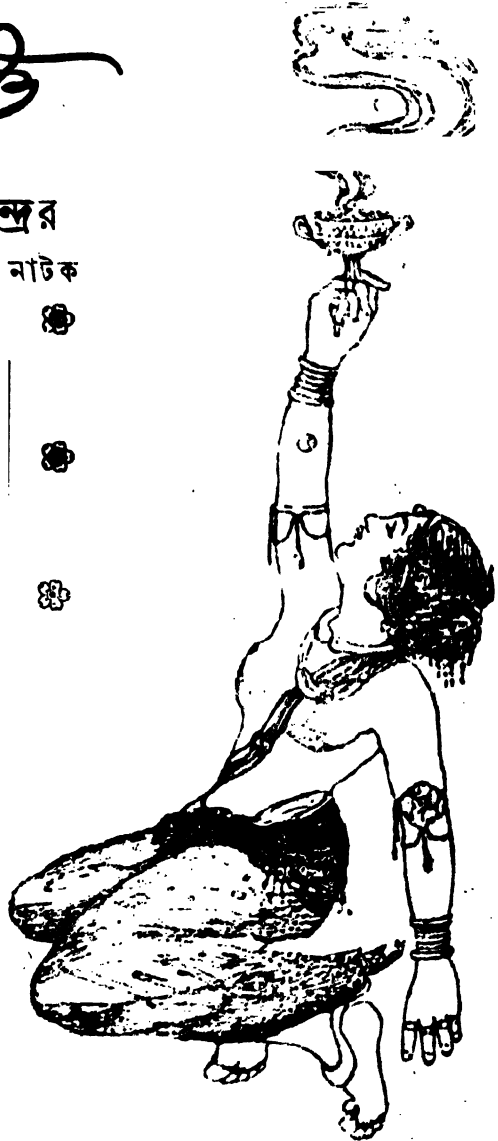
রঙ্গরেণু

কি উপায়ে তরুণ থাকা যায়? থিওডোর কস্লফ্ বলেন "নেচে"।

বিচিত্র জীবন এই বিখ্যাত অভিনেতার। তিনি মস্কোর লোক। ক্ষুদ্র তাতারি নামক রুষদেশের একটি বিভাগ আছে। কস্লফের প্রমাতামহী সেখানকার শাসনকর্ত্রী রাণী ছিলেন। তাঁর পিতামহ রুষের 'ইম্পিরিয়্যাল থিয়েটারে' ষাট বছর বেহালা বাজান। তাঁর বাপ্ও চল্লিশ বছর ঐ রঙ্গালয়ে ঐ কাজ ক'রেছেন। কস্লফ্ ও তাই ক'রবেন ঠিক ছিল এবং সেই জন্য তিনি রোজ ছ ঘণ্টা থেকে আট ঘণ্টা পর্য্যন্ত বেহালা বাজান শিখ্তেন। কিন্তু তিনি অবসরকালে এইসঙ্গে নাচও শিখ্তে লাগ্লেন এবং সঙ্গীত ও নৃত্য এই দুই কলার, তাঁর মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধ্লো আর নৃত্যকলারই জয় হোলো। রুষের ব্যালেট-নাচ দেখাবার জন্য কোনো সম্প্রদায় ফ্রান্সে গেলে—কস্লফ্ও সেই দলের অন্তর্গত হ'য়ে সেখানে যান। তার পর এই সম্প্রদায় ইংলণ্ড ও আমেরিকায় তাঁহাদের নাচ দেখান। সমস্ত জায়গাতেই লোকের এই নাচ খুব পছন্দ হ'ল, তাদের মন একেবারে মেতে উঠ্লো। আমেরিকায় অবস্থানকালে কস্লফ্ প্রথমে চলচ্চিত্রে অভিনয় করবার সুযোগ পান। এখন তিনি নিজে আর রঙ্গমঞ্চে নাচেন না কিন্তু বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রীদের নাচ শিখিয়ে এখনো তিনি নৃত্যকলার অনুশীলন বজায় রেখেছেন। কস্লফের মত এমন সকল বিষয়ে নিপুণ অভিনেতা আর নেই; কারণ, ভালো অভিনয় তো তিনি করতে পারেনই, অধিকন্তু তিনি ভালো নাচ্তে পারেন, ভালো বেহালা বাজাতে পারেন, ভালো আঁকতে পারেন, দৃশ্য, পোষাকপরিচ্ছদ, ছবির, "ডিজাইন"ও খুব ভালো করতে পারেন। তিনি এত খাটেন কেন এ প্রশ্নের উত্তরে কস্লফ্ ব'লেছেন, "না খাট্লে আমি শরীর মনকে তাজা রাখ্তে পারি না। আমি কোনো নেশা করি না, মদ খাই না, তামাক খাই না, শুধু কাজ করি, আনন্দ করি আর তাই ক'রেই জীবনটাকে চালাই।"

* *

অনেকে অভিযোগ করেন যে চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্রীরা চিঠির জবাব দেন না—এটা তাঁরা শিষ্টাচারের অভাব ব'লে মনে করেন। কিন্তু চিঠির জবাব দেওয়া ঐ সব অভিনেতা অভিনেত্রীদের পক্ষে কি কঠিন ব্যাপার তা অনেকেই জানেন না। মেরি পিক্‌ফোর্ড, ডগ্লাস্ ফেয়ারব্যাঙ্কস্ ও চার্লিচ্যাপ্লিন প্রত্যেকে প্রতি সপ্তাহে চিটি পান, দশ হাজার এগার হাজার। নর্মা ও কন্‌ষ্টান্স্ টাল্‌মাজ্, রাডল্‌ফ ভ্যালেনটিনো, টমাস্ মিহান, গ্লোরিয়া সোয়ানসান, মে মার্ষ, বেটি কম্পসন্, লিলিয়ান গিস্ আর ডোরোথি গিস্ প্রত্যেকে সপ্তাহে চিটি পান, ছ সাত হাজার। এর জবাব দেওয়ার উপায় নেই।

"যাদুকরী সার্সি" (Circe, the Enchantress) নামক বিখ্যাত ছবিতে মে মারে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় ক'রেছেন। বিশেষভাবে তাঁর অভিনয়ের

অন্ত জগদ্বিখ্যাত লেখক ভিন্‌সেন্টি ব্লাস্‌কো ইবানেজ এর আখ্যান ভাগ লিখেছেন।

* *

যশস্বিনী ও সুন্দরী চলচ্চিত্র অভিনেত্রী এ্যানা নীলসন্‌ ব'লেছেন গায়ের চামড়া নিখুঁত, অকলঙ্ক ও সুন্দর যাঁরা রাখতে চান তাঁরা সকালে বিছানা থেকে উঠেই এবং রাত্তিরে শোবার আগে যেন এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খান, চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য খুব কম ক'রে আর শাক্‌ সব্‌জী এবং ফলমূল খুব বেশী ক'রে খান।

* *

সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী শ্রীমতী ডোরিস্‌ কেনিয়ন ভালো কবিতা লিখ্‌তে পারেন। আমেরিকার অনেক পত্র পত্রিকায় তাঁর কবিতা ছাপা হয়েচে আর তাঁর রচিত দু তিন খানি বইও ছাপা হ'য়েচে।

* *

জ্যাকি কুগান একদিন কি একটা সামান্য কারণে খুব রেগে যেতে, তার বাবা তাকে বোঝালেন যে অত সহজে মেজাজ নষ্ট করা উচিত নয়, ক্রোধ প্রকাশ করা ভালো কাজ নয় ইত্যাদি। জ্যাকি অনেক ক্ষণ চুপ্‌ ক'রে শুন্‌লে; তার পর ব'ল্লে, আমি বুঝি একটুতেই চ'টে যাই? কাল পায়ের চাপে আমার যে একটা ভালো খেল্‌না ভেঙে গেল, কই তার জন্যে তো আমি রাগ করিনি বা কাউকে কিছু বলিনি। তার বাবা ব'ল্লেন "কে সে খেল্‌না মাড়িয়ে ভেঙে ফেলেচে"? গম্ভীর ভাবে জ্যাকি ব'ল্লে "আমি"।

* *

বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেত্রী ডোরোথি ম্যাকাইল বেশ ভাল রাঁধ্‌তে পারেন। তিনি ব'লেচেন ছটা পাকা বিলাতী বেগুন, আধছটাক মাখন, দুটো হাঁসের ডিম, সামান্য মস্‌লা, আর, খানিকটা দুধ দিয়ে খুব চমৎকার একরকম খাবার তৈরী করা যায় আর এই খাবারের গুণ হ'চ্চে যে এ খুব পুষ্টিকর আর একে সত্বর প্রস্তুত করা যায়।

* *

সেক্সপীয়ারের নাটকগুলির মধ্যে প্রথমে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয় "ওথেলো"—১৯০২ খৃষ্টাব্দে ভাইটাগ্রাফ্‌ কোম্পানি এই ছবি বের ক'রেছিলেন।

* *

সুপ্রসিদ্ধ অভিনেত্রী শ্রীমতী বেটি ব্যালফার এই গল্পটি ব'লেচেন। একটি ছোক্‌রা সেদিন এসে ব'ল্লে, বড় সহরে কম সময়ে কি টাকাটাই খরচ করা যায়! সেদিন আমি একজন প্রণয়িণীর সঙ্গে সহর বেড়াতে গেছলুম আর একেবারে তিরিশ টাকা খরচ করে ফেলেছিলুম। আরও কর্‌তুম, কিন্তু বালিকার কাছে আর এক পয়সাও ছিল না।

এলো চুল

'নাচঘরে'র রঙ্গরেণুতে পড়িলাম সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী শ্রীমতী পার্ল হোয়াইট বলিয়াছেন চুল এলো করিয়াই রাখা উচিত, কেননা চুল তাহাতে ভালো থাকে। শ্রীমতীর ন্যায় যাঁহাদের কেশগুচ্ছ সুন্দর এ বিষয়ের বিচার তাঁহারাই করুন। কিন্তু শুধু প্রয়োজনীয়তার দিক নয়, সৌন্দর্য্যের দিক হইতে আলোচনা করিয়া আমাদের এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে এলোচুলেই তাহার অধিকারিণীকে অধিকতর সুন্দর দেখায়; কারণ, কবিরা এবিষয়ে যে সাক্ষ্য দিয়াছেন তাহা হইতে বুঝা যায় এলোচুলের উপরই তাঁহাদিকের ঝোঁক। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। যথা :—

(১) * * * ঘন কেশ পাশ
তিমির নির্ঝর সম উন্মুক্ত উচ্ছ্বাস
তরঙ্গকুটিল, এলাইয়া পৃষ্ঠপরে

(২) কুন্তল আকুল মুখ রাখি বক্ষে মম

(৩) আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া
গগনে ছড়ায়ে এলোচুল

(৪) কোথা সে ফুলের মাঝে এলো চুলে
হাসিগুলি।

(রবীন্দ্রনাথ)

এলো চুলে বেনে বউ--
আল্‌তা দিয়ে পায়

(৺দীনবন্ধু মিত্র)

মলয়ের ঢেউ নিয়ে আয়
উড়িয়ে দে এই এলো চুলে

(৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)

একরাশ কালো চুল এলো করি

(৺দেবেন্দ্রনাথ সেন)

ঘন-কুন্তল শত তরঙ্গে সতত রঙ্গ করে

(৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

পরণে বসন লাল
খোলা কুন্তলজাল

(করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়)

এলো করি কালো চুল দুলাইয়া কর্ণদুল
সাজাইয়া ফুল আভরণে
শতবার শত রূপে চেয়ে দেখি চুপে চুপে
চোখে জল আসে অকারণে

(যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী)

বাঁধা বেণী এলিয়ে এলোচুলে

(মোহিতলাল মজুমদার)

ভ্রমর-কালো চামর চুলে
ঘোম্‌টাঘেরা বধূ

(নরেন্দ্র দেব)

তোমার নিবিড় এলো কেশ-ছায়া
পড়ে বাতায়ন-কাচে
অসহ পরশ পিয়াসে অধর
কত তারে চুমিয়াছে
(গিরিজাকুমার বসু)

নাট্য ব্যাপারেও ইহার নিদর্শন আছে। 'বিসর্জ্জনে' অপর্ণাকে এলো কেশে কি সুন্দরই দেখাইয়াছিল! 'আলমগীরে' রূপনগর-ওয়ালীকে ও 'চন্দ্রগুপ্তে' ছায়াকে মুক্ত কুন্তলে মনোহারিণী দেখায়। 'সীতা'য় বাল্মিকীর আশ্রমবাসিনী সীতাকে এলো চুলে মূর্ত্তিমতী কমনীয়তা বলিয়া বিবেচনা হয়। কলিকাতার ইংরাজী রঙ্গপীঠে ও বায়োস্কোপের ছবিতে এলোচুলে নৃত্য-নিপুণা রূপসীদের মনোজ্ঞ নৃত্য দর্শন করিয়াছি। আমাদের রঙ্গমঞ্চে কোনো ললিত ও মনোরম নৃত্য-দৃশ্যে লাচুলে নর্ত্তকীদের দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। আমাদের অভিনয়-কলায় কি ইহার স্থান হইতে পারে না বা ইহার প্রচেষ্টা সম্ভবপর নয়?

নিজের ও আত্মীয় স্বজনদের গৃহেও বিশেষ নজর করিয়া দেখিয়াছি যে, বালিকাও কিশোরীদের, বাঁধা চুলের চেয়ে এলোচুলে, অধিকতর সুন্দর দেখায়। কিন্তু সংস্কার এমন বদ্ধমূল ও সৌন্দর্য্য-বোধ এরূপ ম্লান যে নিত্যকর্ম্মপদ্ধতির বাঁধা ধরা আইন অনুসারে ভালো দেখাক্ বা না দেখাক্, কর্ত্রীদের অনুশাসনে সকলকেই কেশবন্ধন করিতে হয়।

রূপদক্ষ ও সৌন্দর্য্য-সাধক রসিক ভদ্রমহলকে ও ভদ্রমহিলাদের, আমি এ বিষয়ের আলোচনা করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

নাট্যমন্দিরে "জনা"

(প্রথম অভিনয় রজনী)

১৮৯৬ খৃঃ অব্দে ৺নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় যখন মিনার্ভা থিয়েটারের সত্বাধিকারী ছিলেন সেই সময় মহাকবি গিরিশচন্দ্র তাঁর এই 'জনা' নাটকখানি রচনা করেন, এবং সেই মিনার্ভা থিয়েটারে এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। সেদিন বঙ্গের তদানীন্তন অদ্বিতীয়া অভিনেত্রী শ্রীমতী তিনকড়ি এই নাটকে 'জনার' ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়ে যে খ্যাতি অর্জ্জন ক'রেছিলেন সেই খ্যাতি তাঁকে অভিনেত্রী হিসাবে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের মুকুটমণি ক'রে রেখে-ছিল। স্বয়ং গিরিশচন্দ্রের শিক্ষকতায় ও তত্বাবধানে সেদিন 'জনা' নাটকের যে অপূর্ব্ব ও সুন্দর অভিনয় হ'য়েছিল, সে যুগের দর্শকেরা তার প্রশংসা ক'রতে ব'সে আজও এই তিরিশ বৎসর পরেও উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে!

'জনা' নাটকের খ্যাতি তার এই অভিনয় সাফল্যের জন্য এত বেশী বিস্তৃত হ'য়ে পড়ে-ছিল যে তারপর বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেক নূতন রঙ্গালয়েই বার বার এর পুনরভিনয় হ'য়ে গেছে। কিন্তু সেই প্রত্যেক পুনরভিনয়েই এই নাটকের প্রাচীন অভিনয় ধারাকেই হুবহু অনুকরণ করবার একটা অদ্ভুত চেষ্টা দেখা গেছে। কোনও রঙ্গালয়ই এপর্য্যন্ত এই নাটকখানির অভিনয়ে নূতন কোনও নাটকীয় সৌন্দর্য্য বা অভিনয় সৌকর্য্য সংযোজিত ক'রতে পারেননি।

আজ এই তিরিশ বৎসর পরে নাট্য-মন্দিরে 'জনা' নাটকের পুনরভিনয়ে আমরা নানা অভিনব অভিনয় সৌন্দর্য্যের সমাবেশ দেখে বিস্মিত, প্রীত ও মুগ্ধ হ'য়ে এসেছি। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী যে কেবলমাত্র একজন অদ্বিতীয় প্রতিভাবান অভিনেতা নন, তিনি যে নাটকের 'সূত্রধর' বা প্রয়োগ কর্ত্তা হিসাবেও একজন অসাধারণ শক্তিশালী সুদক্ষ শিল্পী-জনা নাটকাভিনয়ের প্রত্যেক দৃশ্যে আমরা তার পরিচয় পেয়ে বাংলাদেশের রঙ্গমঞ্চের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হ'য়ে উঠেছি।

মহাকবি গিরিশচন্দ্র যখন 'জনা' নাটক-রচনা করেন, তখন এদেশের নাট্য-সাহিত্য সবে তার কৈশোর অবস্থায় পদার্পণ করেছে। যাত্রার দলের 'গীতাভিনয়ের' প্রাচীন পাণ্ডু-লিপির প্রভাব তখনও সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এদেশের নাটকগুলি যৌবনের তরুণ সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠে, তার ন্যায্য সাবালকত্ব অর্জ্জন ক'রতে পারেনি। পুরাতন নাটকগুলির সে দাবী উপযুক্ত প্রযোজকের অভাবে অপূর্ণই প'ড়েছিল। কিন্তু সুনিপুণ রঙ্গ-শিল্পী শিশিরকুমার তাঁর অসামান্য প্রতিভার গুণে প্রাচীন নাটকের সে অভাব সম্পূর্ণ জয় ক'রে—তাকে নবীন সৌন্দর্য্যে, নূতন মাধুর্য্যে মণ্ডিত করে—একটা অভিনব যৌবন দীপ্তিতে উদ্ভাসিত ক'রে তুলেছেন।

(সেকালের অপুষ্ট নাটকের সময়োপযোগী পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জনের দ্বারা তাকে বর্ত্তমান যুগসাহিত্যের ছন্দানুবর্ত্তী ক'রে তোলা এবং পৌরাণিক দেশ-কালোচিত বেশভূষা, অলঙ্কার, দৃশ্যপট ও রঙ্গভূমি সজ্জার

দিক দিয়ে ও অভিনয় উৎকর্ষতায়—নাট্য-মন্দির এই 'জনা'র অভিনয়ে যে অনন্য সাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, আমাদের মনে হয় এযুগের প্রত্যেক নাট্যশালারই উচিত তার অনুকরণ করা, অন্ততঃ নাট্যকলার উন্নতিকল্পে শিশিরকুমারের প্রবর্ত্তিত এই ধারার অনুসরণ করাটাও তাঁদের অবশ্য কর্ত্তব্য বলে আমরা বিবেচনা করি।

আমরা শ্রীমতী তিনকড়ির জনার অভিনয় একাধিকবার দেখেছি। সেও এক অপূর্ব্ব অভিনয় বটে, কিন্তু সেদিন শ্রীমতী তারাসুন্দরী 'জনার' ভূমিকায় যে উচ্চ অঙ্গের শ্রেষ্ঠ কলা-কৌশল প্রদর্শন করেছেন তা কেবলমাত্র তাঁর মতো একজন অসাধারণ প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রীর পক্ষেই সম্ভব! জনার ভূমিকায় তিনি তাঁর কণ্ঠস্বরের আশ্চর্য্য লীলায় ও ভাবভঙ্গীর অপরূপ বিকাশে যে অতুলনীয় সূক্ষ্ম-কারুকার্য্যের পরিচয় দিয়েছেন-জগতের নাট্য সমাজে তার স্থান অনেক উচ্চে! শ্রীমতী তিনকড়ির 'জনার' অভিনয় খ্যাতিকে বিশেষ পশ্চাতে ফেলে রাখ্‌তে না পারলেও এই দুর্লভ প্রতিভার অধিকারিণী অভিনেত্রীর 'জনার' অভিনয় আপন মৌলিকতার অপূর্ব্ব মহিমায় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে।

নাট্যমন্দিরে 'জনা' নাটকের অভিনয়ে সকলের চেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে এর নৃত্যগীতের অপূর্ব্ব উৎকর্ষতা! এপর্য্যন্ত রঙ্গমঞ্চে আমরা যত নাচ গান দেখেছি তার কোনটাতেই সঙ্গীতের ভাষাকে সুরের অনুকূল করে নৃত্যের ছন্দের ভিতর দিয়ে তার ভাবের এমন মূর্ত্ত-বিকাশ দেখ্‌তে পাইনি! নাট্য-মন্দির রঙ্গমঞ্চের উপর নৃত্য-গীতকে যে ভাবে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন তা শুধু প্রাণবন্তই হয় নি,—প্রাণস্পর্শীও হয়েছে। বিশেষ ভাবে নায়িকার দৃশ্যটীর অভিনয়ে যে অদৃষ্ট পূর্ব্ব অভিনয় কলার অপরূপ বিকাশ দেখে আসা গেল, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে তা এক নূতন যুগের সূচনা রূপে চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাক্‌বে ব'লে মনে হয়!

লোলুপ-লালসার-লাস্য-লীলাময়ী নায়িকার প্রাণপণে প্রবীরকে জয় করে তার অস্ত্র ও শক্তি হরণের যে অপূর্ব্ব অভিনয় সেদিন দেখে এসেছি এদেশের নাট্যজগতে তার তুলনা হয় না! প্রবীরকে সম্পূর্ণ জয় ক'রে তার সমস্ত শক্তি ও বীর্য্য শোষণ ক'রে নিয়ে বিজয়িনী নায়িকার সে বিকট উল্লাসে মত্ত ফণিনীর ন্যায় ক্রূর-নৃত্যে যে অচিন্ত্যপূর্ব্ব ও অভাবনীয় উচ্চ নাট্য কলার শ্রেষ্ঠ বিকাশ হয়েছে, তা দেখে নাট্যামোদী মাত্রেই আশাতীত পরিতৃপ্ত হয়েছেন! নায়িকার সঙ্গিনীদের মায়া কাননের ও শ্মশান ভূমির নৃত্যও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য; শ্রীমতী চারুশীলার নায়িকার অভিনয়ে অসাধারণ রঙ্গ-নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে।

শ্রীমতী প্রভার মদন-মঞ্জরীর অংশ এমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় হ'য়েছে যে 'জনা' নাটক এ পর্য্যন্ত যতবার যত রঙ্গমঞ্চে

অভিনীত হ'য়েছে তার যতগুলি আমরা দেখেছি, কোথাও এমনটি চ'খে পড়েনি! পূর্ব্ব-পূর্ব্ববর্ত্তী 'জনা' অভিনয়ের মদনমঞ্জরীকে দর্শকের মনেই থাকতোনা! তাই তাকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ভূমিকা বলেই সাধারণের ধারণা ছিল, কিন্তু শ্রীমতী প্রভা তাঁর সুন্দর অভিনয়ভঙ্গীর দ্বারা এই মদন-মঞ্জরীর চরিত্রকে যেন নূতন ক'রে সৃষ্টি ক'রে তাঁকে এমন একটা দ্রষ্টব্য ও উপভোগ্য ব্যাপার ক'রে তুলেছেন, যে মদন মঞ্জরীর সেই সুচারু অভিনয় দীর্ঘকাল দর্শকদের মনে রাখতে হবে।

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী 'স্বাহা'র ভূমিকা বেশ মনোজ্ঞ ক'রে অভিনয় করতে পেরেছেন। তাঁর মুখের ভাবভঙ্গী, চ'খের দৃষ্টির পরিবর্ত্তন, নড়াচড়া ও চলা-ফেরা উচ্চ শ্রেণীর অভিনেত্রীর অনুরূপ, কেবল তাঁর কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণ ভঙ্গী যেন এখনও ঠিক সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হ'য়ে ওঠেনি ব'লে মনে হ'লো!

(প্রবীরের অংশে শিশিরকুমারের অভিনয় সম্পূর্ণ নূতন ধরণের হ'য়েছে। তিনি তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবীরদের পদাঙ্কের সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে অগ্রসর হ'য়েও এই বহুখ্যাত ভূমিকার যশ-গৌরব কোথাও ক্ষুন্ন করা দূরে থাক্ বরং দ্বিগুণ সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত ক'রে তুলেছেন! তাঁর মাতৃ-সন্নিধানে এসে বীর-পুত্রের দুর্জ্জয় অভিমান প্রকাশ, তাঁর প্রিয়তমা পত্নীসকাশে প্রেমের অনবদ্য সহজ লীলা, তাঁর নায়িকার রূপ-মোহে কামাতুর ও অসহায় অবস্থা, পরিত্যক্ত শ্মশান প্রান্তে জীবনের দিক্‌ভ্রান্ত মুহূর্ত্তে তাঁর সেই শ্লেষাত্মক কৃষ্ণার্জ্জুন সম্ভাষণ —সমস্তই অনুপম কলা-নৈপুণ্যের পরিচায়ক!)

শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায়ের অভিনয় খুব উচ্চ অঙ্গের হওয়ায় বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র-গত কূট-ভাব প্রকাশে এই উদীয়মান নবীন নট যে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হয়েছেন এটা তাঁরপক্ষে খুবই আশা ও প্রশংসার বিষয়।

অগ্নির ভূমিকায় শ্রীযুক্ত তারাকুমার ভাদুড়ী যে অদ্ভুত অভিনয় শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা অদ্বিতীয় অভিনেতা শিশির-কুমার ভাদুড়ীর সহোদরের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হ'য়েছে।

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন লাহিড়ীর অর্জ্জুনের ভূমিকা এবারও ঠিক যথা পূর্ব্বম্ হ'য়েছে দেখা গেল! এ অংশ যে আরও ভাল করে অভিনয় করা যেতে পারে একথা আমাদের খুবই মনে হয়েছিল। মনোরঞ্জন বাবুর নীলধ্বজের অভিনয় অতি সুন্দর হ'য়েছে। এই নীলধ্বজের ভূমিকাটি এতদিন 'জনার' অভিনয়ে প্রত্যেক স্টেজেই একটু কম-বেশী অবহেলিত হ'য়ে আসতো, অথচ জনার অভিনয়ে এই নীলধ্বজের ভূমিকাটি হ'চ্ছে একটা খুব প্রধান চরিত্র! কারণ প্রবীর ও জনার জীবনের বড় সঙ্কটাবর্ত্ত এই ব্যক্তির অঙ্গুলি চালনার উপরই নির্ভর করে। আমরা দেখে আনন্দিত হ'য়েছি যে নাট্যমন্দির একজন উপযুক্ত নটকে এই ভূমিকা অভিনয় করবার ভার দিয়ে—সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন।

বিদূষকের ও গঙ্গারক্ষকদ্বয়ের অভিনয়ে কোনও বিশেষত্ব দেখা গেল না! একজনের সেই মামুলী ছড়া কাটানো ও অপরদ্বয়ের সেই নাকিসুরে, বেঁকে-চুরে বীভৎসতার ব্যঙ্গাভিনয়। শিশিরবাবুর উচিত ছিল এই

গঙ্গারক্ষকদ্বয়কে জাহ্নবীর দু'জন সহজ সরল বিশ্বস্ত অনুচর বা শিবের দুজন ভৈরবমাত্র করা। আমরা সেকালের এই অনুনাসিক ও অষ্টাবক্র গঙ্গারক্ষকদ্বয়ের একেবারেই অনুমোদন করতে পারলেম না।—তবে একথা স্বীকার ক'রতেই হবে যে তাঁরা দর্শককে খুব হাসিয়েছিলেন।

শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর বৃষকেতুর অভিনয় চলনসই রকমের। মন্ত্রী সেনাপতি সেনানায়ক প্রভৃতি ক্ষুদ্র ও সামান্য ভূমিকার অভিনয় গুলি বেশ নিখুঁত হ'য়েছে বলে মনে হ'ল, বিশেষ যে দৃশ্যে জনা যুদ্ধার্থে সকলকে উত্তেজিত ক'রছেন সেই দৃশ্যে জনতার রণোন্মত্ততার অভিনয় বেশ হৃদয়গ্রাহী ও সুদৃশ্য হ'য়েছে।

ভীমের ভূমিকায় সুহাসবাবুর অভিনয় প্রশংসনীয়। কামরতির ভূমিকায় যে দুটি বালিকাকে নামানো হ'য়ে ছিল তাদের সুমধুর অভিনয়ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

[শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অনুষ্ঠিত 'জনা' নাটকের অভিনয়ে আর একটা প্রধান বিশেষত্ব দেখা গেল—কৈলাস ও গোলোকের অন্তর্দ্ধান। তিনি দৈব বা আধিদৈব ব্যাপার গুলোকে রঙ্গমঞ্চ থেকে নির্ব্বাসিত করে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। এমন কি শেষ দৃশ্যে গঙ্গার আবির্ভাবকে তিনি ভগবতী ভাগীরথী দেবী না ক'রে গঙ্গাধরের জটাজাল বিচ্যুতা জাহ্নবীর সহস্রধারাকেই কল্পনা করেছেন। তাঁর এই কলা-সম্মত কীর্ত্তি যথার্থই প্রশংসনীয়।]

৯৪ [মূল্য দুই পয়সা] নাচঘর [Reg No. C. 1304.

মনোমোহন-নাট্যমন্দির

৬৮ বি, বিডন ষ্ট্রীট] [ফোন নং ১৭১৭ বড়বাজার

শনিবার ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ৬ই জুন, রাত্রি ৭৷৷০ টায়
পরদিন রবিবার বৈকাল ৪৷৷০ টায়

যোগেশবাবুর অভিনব পৌরাণিক নাটক

(৯২ ও ৯৩ অভিনয় রজনী)

রাম—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী
সীতা—শ্রীমতী প্রভা

বুধবার ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১০ই জুন, রাত্রি ৭৷৷০

নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক মহানাটক

(মহাসমারোহে দ্বিতীয় অভিনয় রজনী।)

জনা—শ্রীমতী তারাসুন্দরী
প্রবীর—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

এখন হইতে প্রবেশ পত্র পাওয়া যায়

২০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বেঙ্গল প্রেসে—শ্রীপূর্ণচন্দ্র মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

নাচঘর

২য় বর্ষ সম্পাদক: ২৯শে জ্যৈষ্ঠ
৬ষ্ঠ সংখ্যা শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী ১৩৩২

নাট্যজগৎ

"সবুরে মেওয়া ফলে!" কথাটা দেখ্‌ছি নাট্যমন্দির সম্বন্ধে খুবই খেটে গেল!

*　　　*

গত ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহেই তারাসুন্দরী নাট্যমন্দিরে যোগ দিয়েছিলেন ফেব্রুয়ারী মার্চ্চ এপ্রিল যে চারমাস ধ'রে শোনাই যাচ্ছিল যে তিনি "জনা"র ভূমিকা নিয়ে এবার সর্ব্ব প্রথম দর্শকদের অভিবাদন ক'রবেন, কিন্তু 'জনার' উদ্বোধন রাত্রি আর ঘোষিত হ'চ্ছে না দেখে নাট্যামোদী জনসাধারণ ক্রমেই অধৈর্য্য হ'য়ে উঠ্‌ছিলেন, এমন সময় সেই বহু প্রত্যাশিত ঘোষণাপত্র দেখ্‌তে পাওয়া গেল! 'জনার' প্রথম অভিনয়-রাত্রে নাট্যমন্দিরে লোকও যেন একেবারে ভেঙে পড়্‌ল!

*　　　*

এতদিনের বিলম্বজনিত অপেক্ষার বিরক্তি সেদিন 'জনার' অভূতপূর্ব্ব অভিনয় দেখে আর কারুরই মনে রইল না! একত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের রচনাপদ্ধতি অনুযায়ী পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বনে বিরচিত একখানি গীতবহুল বিপুল নাটককে নাট্য-মন্দিরে যে ভাবে অদল বদল করে বর্ত্তমান যুগোপযোগী ও আধুনিক মনস্তত্ত্বের সম্পূর্ণ অনুকূল ক'রে অভিনয় করা হ'য়েছে, তা সত্য সত্যই বিস্ময়কর ও প্রশংসনীয়। এ কেবল শিশির বাবুর মতো একজন উচ্চশিক্ষিত ও প্রতিভাবান নট-নায়কের (Actor-Manager) পক্ষেই সম্ভব।

কোনও একজন প্রাচীন পদ্ধতির প্রবল পক্ষপাতী রক্ষণশীল দক্ষ সমালোচক গিরিশ চন্দ্রের এই 'নবরসাত্মক' মহানাটকখানির পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন দেখে আন্তরিক ক্ষুণ্ণ হ'য়েছেন, এবং 'জনা'কে 'জবাই' করা হ'য়েছে বলে প্রকৃত বৈষ্ণবের মতো অনেক আক্ষেপ করেছেন, কিন্তু আমরা "শৃঙ্গার-রস" বিমুখ এই অন্ধ গিরিশ ভক্তের গভীর দুঃখে মোটেই সহানুভূতি জানাতে পারছিনি। কারণ নাটককে অভিনয় উপযোগী করবার জন্য তার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন কেবলমাত্র কলাসম্মত নয়, নাট্যশাস্ত্রানুমোদিতও বটে। অভিনয়ের সময় সঙ্ক্ষেপের দিক থেকে, অভিনেয় বিষয়ের রস ঘনীভূত করার দিক থেকে, ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতকে পরিমিত ব্যবধানে স্থাপন করবার জন্য, এবং নাটকের চরিত্রগত ভাবের বিকাশকে সংযত ও শৃঙ্খলা-বদ্ধ করবার জন্য ও সমগ্র অভিনয়টিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্য প্রত্যেক নাট্যশালার প্রয়োগকর্ত্তার প্রধান কর্ত্তব্য অভিনেয় নাটকখানিকে কেটে ছেঁটে সাজিয়ে রঙ্গমঞ্চের উপযোগী ক'রে নেওয়া!

*　　　*

আমাদের দেশের বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চের সৃষ্টি হ'য়েছে যাদের অনুকরণে তাদের দেশেই মহাকবি শেকস্‌পীয়রের নাটকও অভিনয় করবার পূর্ব্বে, প্রয়োগকর্ত্তা তার যুগোপযোগী পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন ক'রে নিতে বাধ্য হ'ন নচেৎ সে সব Classic রচনার অভিনয় বর্ত্তমানের সঙ্গে সমান তাল রেখে চলতে

পারে না, একাধিক উচ্চশ্রেণীর অভিনেতৃগণের একত্র সমাবেশ সত্বেও নয়; এমন কি কবিতায় পূর্ণ অবয়বের বিজ্ঞাপন দিলেও নয়!

চলতে পারে কেবল একটি পথে— সেটি হচ্ছে সাম্নের পথ একেবারে ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ রকমে পিছনের পথে ফিরে আসতে পারলে। অর্থাৎ—

"হেথা অঙ্গহীন নহে বঙ্গ পূর্ণ অবয়ব,
এস, দেখো যেই জনা গিরিশ গৌরব।"

এই দুই ছত্র কবিতায় যে কারুসৌন্দর্য্যবোধহীন মনস্তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায় সেইখানে এসে দাঁড়াতে পার্‌লে! 'পূর্ণ অবয়ব জনা' যে 'গিরিশ গৌরব' তাতে কোনও সন্দেহই থাকৃতে পারে না কিন্তু সেই পূর্ণ অবয়বের সম্পূর্ণ প্রকাশ, কলাকৌশলের দিক দিয়ে বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চের ঠিক উপযোগী কি না সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আর্ট থিয়েটার পূর্ণাঙ্গ জনার অভিনয় ক'র্‌ছেন সুতরাং উপরোক্ত চরণদ্বয় আবৃত্তি ক'রে তাঁরা নিশ্চয়ই স্পর্দ্ধা ক'রতে পারেন কিন্তু আর্টের দিক থেকে বিচার করবার সময় 'পূর্ণাবয়ব' যে অনেক সময় অসুন্দর বলে বাতিল হয়ে যায় একথা আর্ট ব্যবসায়ীদের ভুলে যাওয়া কখনই উচিত নয়। তবে আমরা আশা করি এ ক্ষেত্রে আর্ট থিয়েটার সেরূপ কোনও লজ্জার ভাগী হবেন না, কারণ তাঁরা তাঁদের জনার অভিনয়ে কালের সঙ্গে সমতালে পা ফেলে এগিয়ে না এসে বরং পিছিয়ে গিয়ে সেই ত্রিশ বৎসর আগেকার রঙ্গমঞ্চের ভূতপূর্ব্ব গৌরবের যুগের সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করবার সাধুচেষ্টা করছেন। এও একটা সাধনা।

• •

স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ও গিরিশচন্দ্র ঘোষপ্রমুখ মহা মহা নাট্যরথীরা যে 'বিদূষকের' অংশ নিয়ে অবতীর্ণ হ'য়ে এই ভূমিকাটিকে একটা অনাবশ্যক মর্য্যাদা ও সম্মান দান ক'রে গেছেন আর্ট থিয়েটার বুদ্ধিমানের মতো সেই Traditionটি বজায় রাখবার যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রছেন। দানী বাবু, তিনকড়ি বাবু এবং স্বয়ং অপরেশচন্দ্রও একে একে এই ভূমিকায় পরের পর অবতীর্ণ হ'য়ে এর সেই ঐতিহাসিক কদরটুকু সম্পূর্ণ বজায় রাখছেন! এঁদের এই চেষ্টা যথার্থই প্রশংসনীয়।

• •

নাট্যমন্দিরের জনা কিন্তু কলাজ্ঞানের কষাঘাতে বর্ত্তমানকেই আলিঙ্গন দিয়েছে! যুগধর্ম্মের প্রাণময় তারুণ্যকে বরণ ক'রে নিয়ে সে নিস্পন্দ সাবেককে উপেক্ষা ক'রেছে। তবে সে অতীতকে একেবারে অতিক্রম ক'রতে পারেনি। বিদূষককে সে ততটা আমল দেয়নি বটে; কিন্তু গঙ্গারক্ষক দুটিকে সে তাদের সেই পুরাতন বনিয়াদি চাল থেকে একচুলও ভ্রষ্ট ক'রতে পারেনি।

• •

নাট্যমন্দিরের গঙ্গারক্ষকেরা কিন্তু সেই বিশেষত্বহীন অনুনাসিক শব্দ ও অষ্টাবক্র গতির সীমার মধ্যে আবদ্ধ থেকেই এমন

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের "প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যকলা" সম্বন্ধে সচিত্র প্রবন্ধ নাচঘরে ধারাবাহিক বাহির হইবে।

অদ্ভুত অভিনয়কৃতিত্ব দেখিয়েছেন যে সেখানকার 'জনা' দেখ্‌তে গেলে তাদের অভিনয়ের উচ্চ প্রশংসা না ক'রে কেউই চলে আসতেপারবে না। গঙ্গারক্ষকদ্বয়ের make-up ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

* *

মিনার্ভা থিয়েটার তাঁদের "নবনির্ম্মিত হর্ম্ম্যে" যে ক'জন বিখ্যাত অভিনেতা যোগ দিলেন বলে সহরে ঘোষণা ক'রেছেন তার মধ্যে মনোরঞ্জন বাবুর অস্বীকৃত হওয়ার কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ ক'রেছি। এবার শোনা গেল নির্ম্মলেন্দু বাবুও না কি ওখানে যেতে অসম্মত হ'য়েছেন! এর কারণ কি? মিনার্ভা কি তবে এঁদের সঙ্গে কোনওরূপ পাকা বন্দোবস্ত না ক'রেই অতি ব্যস্ততাপ্রযুক্ত ঘোষণা পত্র প্রকাশ ক'রেছেন? না এই দুই অভিনেতা মিনার্ভার সঙ্গে অসদ্ব্যবহার ক'রলেন? যাই হোক, এসম্বন্ধে আমরা তাঁদের উভয় পক্ষেরই বক্তব্য শুন্‌তে চাই।

* *

একটা কথা মাত্র এখানে আমাদের বলবার আছে এই, যে যদিই উক্ত অভিনেতারা পাকা বন্দোবস্ত সত্ত্বেও মিনার্ভায় যোগ দিতে অনিচ্ছুক থাকেন, তাহ'লে তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আইনের সাহায্য নিয়ে জোর ক'রে তাঁদের কাজে লাগালে উক্ত সম্প্রদায় যে মোটেই লাভবান হতে পার্ব্বেন না এ একেবারে সুনিশ্চিত।—কারণ, অনিচ্ছুক লোক নিয়ে

কোনও কাজই নিখুঁত ভাবে করা যায় না!

*　　*

আর্ট থিয়েটারে "চন্দ্রশেখরের" পুনরভিনয় আয়োজন চ'ল্‌ছে শুনে আমরা বিশেষ আনন্দিত হ'লেম। "চন্দ্রশেখর" বইখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ক'রে অভিনয় করবার মতো অভিনেতৃ সমাবেশ এখন একমাত্র তাঁদেরই সম্প্রদায়ের মধ্যে; শুন্‌ছি, রাধিকানন্দ বাবু ভূতপূর্ব্ব লরেন্স ফষ্টারের বর্ত্তমান পটগীজ প্রতিনিধির ভূমিকা নিয়ে এইখানেই অবতীর্ণ হবেন। প্রত্যেক প্রসিদ্ধ পুরাতন নাটকগুলির মহাসমারোহে পুনরভিনয় আয়োজন ক'রে আর্ট থিয়েটার বাংলাদেশের নাট্যামোদী দর্শকবৃন্দকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ ক'রেছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা ষ্টারে "মেবারপতন" হবে ব'লে ঘোষণা পত্র দেখেছিলেম কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তা হবার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, তবে কি এ বইখানি পরিত্যক্ত হয়েছে! অনেকেই এ সংবাদ জানবার জন্য উৎসুক হ'য়ে আছেন।

*　　*

নাট্যমন্দির আবার "পুণ্ডরীকের" এক রঙীণ ঘোষণা পত্র প্রকাশ ক'রেছেন! এখানিকে বাদ দিলেও 'পুণ্ডরীক' যে তাঁদের একখানি অতিঘোষিত নাটক একথা সকলেই জানে; তবে কি এবার সত্যই ওখানে 'পুণ্ডরীকে'র প্রকাশ দেখ্‌তে পাওয়া যাবে! কিছুই স্থিরতা নেই! কোনও নাট্য সম্প্রদায়ের ঘোষণা পত্রের উপরই আর কোনও আস্থা স্থাপন করা চলে না! কারণ বারবার প্রমাণ হ'য়ে যাচ্ছে যে ওটার মধ্যে যেন আর এখন একেবারেই বাধ্যতামূলক কিছু নেই। এদিক দিয়ে রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের দায়িত্বজ্ঞানের যে অভাবটা দিন দিন সূচিত হচ্ছে, তা সত্যই আশঙ্কাজনক!

*　　*

বউবাজারের বিখ্যাত নাট্যসমিতি "আনন্দ-পরিষদ" শীঘ্রই শরৎচন্দ্রের প্রসিদ্ধ উপন্যাস "গৃহদাহ" খানি নাটকাকারে অভিনয় ক'রবেন। এই আনন্দ-পরিষদে লক্ষ্মীবাবু প্রভৃতি জনকয়েক প্রতিভাশালী নট আছেন যাঁরা সচেষ্ট হ'য়ে—একে একে শরৎচন্দ্রের প্রায় অধিকাংশ উপন্যাসই নাটকে রূপান্তরিত করে, অভিনয় করেছেন; 'চন্দ্রনাথ' 'চরিত্রহীন', 'দেবদাস' প্রভৃতি এঁরা অতি যোগ্যতার সঙ্গে অভিনয় ক'রে যশস্বী হ'য়েছেন, সুতরাং এঁদের 'গৃহদাহ' অভিনয় যে কারুরই দৃষ্টিদাহ উপস্থিত ক'রবে না একথা বেশ নির্ভয়ে বলা যায়।

*　　*

প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী চারুচন্দ্র রায় "বুদ্ধ" চিত্র শেষ ক'রে ফিরে এসেছেন। শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পালের তত্ত্বাবধানে ভারতীয় অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের দ্বারা এই 'ফিল্ম' খানি তোলার কাজ শেষ হয়েছে! চারুচন্দ্র ছিলেন এই চলচ্চিত্রের শিল্পাচার্য্য! যে চারজন জার্ম্মাণ আলোক চিত্রাভিজ্ঞ এই 'বুদ্ধের' ছবি-খানি ক্যামেরায় গ্রহণ ক'রতে ভারতে এসেছিলেন, তাঁরা নাকি শিল্পাচার্য্য চারুচন্দ্রের কলাপ্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে জার্ম্মাণীতে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করে গেছেন! তিনি খুব সম্ভব ৮পূজার পূর্ব্বেই জার্ম্মাণীর দিকে রওনা হবেন।

*　　*

শ্রীমতী সুবাসিনী যথাসময়ে আবার তাঁর

স্ব স্থানে ফিরে এসেছেন দেখে আমরা প্রীত হয়েছি। কোকিলকণ্ঠী আঙুরবালার সঙ্গে কিন্নরকণ্ঠী সুবাসিনীর সম্মিলন এক অভাবনীয় সৌভাগ্যের ব্যাপার। মিনার্ভার গীতিনাট্যগুলি যে এবার আরও অধিকতর উপভোগ্য হ'য়ে উঠবে সেকথা বলাই বাহুল্য মাত্র।

* *

বেঙ্গল থিয়েটার্স লিমিটেডের কর্ম্মকর্ত্তাদের—সবিশেষ পরিচয় আজও রহস্যাবৃত র'য়েছে। তাঁরা এখনও সাধারণে আত্মপ্রকাশ করতে ইতস্ততঃ ক'রছেন, কেন যে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না! লিমিটেড্ কোম্পানী বলে কি তাঁরা এতটা সাবধানতা অবলম্বন ক'রেছেন? প্ল্যাকার্ড, হ্যাণ্ডবিল খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন কোথাও জনমানবের নামটিও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না! সমস্তটাই যেন একটা ভৌতিক ব্যাপার বলে বোধ হ'চ্ছে! জনরব যে আর্ট থিয়েটার লিমিটেডই নাকি ওদেরও পরিচালক হবেন। তবে এর সত্য মিথ্যা আমরা এখনও কিছুই অবগত হ'তে পারিনি।

* *

জনার রচনা কাল ১৮৯৪ খৃঃ অব্দ। ভুলক্রমে গত সপ্তাহে সেটি ১৮৯৬ সাল বলে উল্লিখিত হ'য়েছে!

রঙ্গরেণু

চলচ্চিত্রের কর্ত্তারা এখন গৌরাঙ্গীর চেয়ে শ্যামাঙ্গী নায়িকাদেরই বেশী পছন্দ ক'রছেন। নিটা ন্যালডি, পোলা নেগ্রি, গ্লোরিয়া সোয়ানসন, বারবারা লামার, নরমা টালমাজ্ প্রভৃতি অভিনেত্রী-তারাবৃন্দ কেউই গৌরাঙ্গী নন্।

* *

সুপ্রসিদ্ধা ও রূপসী চলচ্চিত্র অভিনেত্রী এইলিন্ প্রিঙ্গল্ বলেন গাল রাঙা ক'রবার জন্যে অনেকেই রুজ্ কেন যে ব্যবহার করেন তা তিনি জানেন না। রুজের কিছুই দরকার নেই। বরফের টুকরো গালে ঘস্‌লে গাল খানিক পরেই বেশ রাঙা হয়। খুব যদি তাড়াতাড়ি থাকে তো বার কতক ঘন ঘন মৃদুভাবে গালে চিম্‌টি কাটলেই গাল লাল হ'য়ে উঠ্‌বে।

* *

রাডলফ্ ভ্যালেনটিনোর স্ত্রী জানিয়েছেন যে তাঁর স্বামী গন্ধ দ্রব্য খুব ভালোবাসেন। তিনি বলেন পুষ্পসার বা গন্ধ এবং পোষাক পরিচ্ছদ পুরুষরা মেয়েদের চেয়ে বেশী পছন্দ করেন কিন্তু দুর্ব্বলতা হিসাবে গণ্য হবে ব'লে তাঁরা পছন্দ মত কাজ মেয়েদের সাহায্যে উদ্ধার করেন। তিনি বলেন মেয়েরা যে 'এসেন্স' প্রভৃতি ব্যবহার করেন বা পোষাক পরিচ্ছদের পারিপাট্য চান তা পুরুষদের এদিকে ঝোঁক আছে ব'লেই।

* *

সুবিখ্যাতা চলচ্চিত্র অভিনেত্রী সিল্‌ভিয়া ব্রিমারের চেয়ে আর কোনও অভিনেত্রী বেশী দেশ ভ্রমণ করেন নি। তিনি অষ্ট্রেলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন, শিশুকালেই চীন ও জাপানে যান, বিবিধ নাট্যসম্প্রদায়ের সঙ্গে সমগ্র ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিলাণ্ড ভ্রমণ করেন এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যে গিয়ে সেই রাজ্যের সর্ব্বত্র এবং কানাডায় বেড়িয়ে বেড়ান।

* *

ডগ্‌লাস্ ফেয়ারব্যাঙ্কসের ধরণে আর একজন অভিনেতা চলচ্চিত্রে অভিনয় ক'রছেন; তাঁর নাম রিচার্ড টালমাজ্। তিনি তাঁর আদর্শের কায়দাকানুন নাকি দক্ষতার সহিত অনুকরণ ও অনুসরণ ক'রছেন।

* *

যশস্বিনী চলচ্চিত্র অভিনেত্রী সার্লি-মেসন এই গল্পটি ব'লেছেন। কোনো ছবি দেখতে দেখতে হঠাৎ ব্যস্ত হ'য়ে একজন মহিলা তাঁর স্বামীকে ব'ল্‌লেন "তাড়াতাড়ি বাড়ী চল আমি ঘরে আগুন জালিয়ে রেখে এসেছি। স্বামী ব'ল্লেন "স্থির হ'য়ে ব'সো, আমি কল খুলে রেখে এসেছি"।

* *

বিখ্যাত অভিনেতা রিচার্ড বার্থেলমেস চলচ্চিত্রে প্রথম অভিনয় করবার পূর্ব্বে, পাঁচ বছর সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয় করেছিলেন।

* *

কোনো কুমারী আমাদের লিখেছেন যে যশস্বী চলচ্চিত্র অভিনেতা জন বাওয়ার তাঁর খুব মনের মত। ছবির প্রসিদ্ধ অভিনেতাদের বিজিতের সংখ্যা আশ্চর্য্য রকম অধিক। যাই হোক্ তাঁর অবগতির

জন্ম আমরা জানাচ্ছি যে ১৮৯১ সালের ডিসেম্বর মাসের সাতাশ তারিখে তিনি আমেরিকার ইণ্ডিয়ানা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন। আরও জানাচ্ছি যে শ্রীমতী রিটা হেলারের সঙ্গে তাঁর পরিণয় হ'য়েছে। আশা করি পত্র লেখিকা এ আঘাত সহ্য ক'রতে পারবেন।

* *

সুপ্রসিদ্ধা চলচ্চিত্র অভিনেত্রী ক্লেয়ার উইণ্ডসারের প্রকৃত নাম ওলা ক্রন্ক্।

সুন্দরী ও স্বনামখ্যাতা অভিনেত্রী এ্যাল্‌মা রুবেন্স্ বলেন যখন চুম্বনের বৃষ্টি হ'তে আরম্ভ হয় তখন কোনো কুমারীর আচ্ছাদনের কথা মনে হয় কি?

* *

এবারে আমরা যাঁর ছবি দিয়েছি তাঁর নাম কুমারী মেলবা লিটলজন। সমস্ত সভ্য দেশেই ভাল' নাচিয়ে ব'লে তাঁর নাম আছে। তিনি কয়েক মাস আগে এখানে এসে তাঁর নাচ দেখিয়ে সকলকে মুগ্ধ ক'রেছিলেন।

সম্পাদকের বিপদ

(রঙ্গ-চিত্র

স্থান—রঙ্গালয়ের অভ্যন্তর।

কাল—অপরাহ্ন।

নান্দী:—বিজ্ঞাপনের বিল আদায়ের জন্য কোনও সম্পাদক অধ্যক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন, তখন সেখানে মহলা চলছিল। পূর্ব্বরাত্রে এই রঙ্গালয়ে এক খানি নূতন নাটক অভিনয় হ'য়ে গেছে এবং সেইদিন সকালে সম্পাদকের পত্রিকায় তার এক সুদীর্ঘ অভিনয় সমালোচনা বেরিয়েছে:—

(সম্পাদকের প্রবেশ)

সকলে। এই যে! আসুন! আসুন! আপনার কথাই হচ্ছিল! হ্যাঁ মশাই, কোন্ গাড়োল আপনাদের কাগজে আজ আমাদের অভিনয় সমালোচনা করেছে?

সম্পাদক। (সভয়ে) কেন? তাকে কি দরকার?

(যিনি পূর্ব্বরাত্রের অভিনয়ে দুর্গ-রক্ষক দ্বয়ের একজন সেজেছিলেন তিনি উঠে এলেন)

দুর্গরক্ষক। তাকে পেলে একবার দেখে নিতুম। শুধু গালাগালি দিয়ে আশ মিটছে না, হাত নিশপিশ করছে!

সম্পাদক। (করুণ হাস্যে) না হে, মার ধোর কোরনা, পুলিশ হাঙ্গামা হ'তে পারে, ওই আড়ালে গাল দিয়ে যতটা পারো গায়ের ঝাল ঝেড়ে নাও!

দুর্গরক্ষক। দেখুন, আপনার কাগজে যখন এই রকম সমালোচনা বেরিয়েছে; তখন আপনি সেজন্য অনেকখানি দায়ী: আমরা আজ আপনাকে সহজে ছাড়ছি না; দুর্গরক্ষকের পার্টটা আজ আপনাকে একবার 'প্লে' ক'রে দেখিয়ে দিয়ে যেতে হবে!

(যিনি পূর্ব্বরাত্রে দ্বিতীয় নায়ক সেজেছিলেন) এইবার তিনি উঠলেন।

দ্বি, নায়ক। হ্যাঁ, আজ আমরা ছাড়ছিনি। আমার পার্টটাও দেখিয়ে দিয়ে যেতে হবে যে কি ক'রে ওর চেয়ে ভাল অভিনয় হ'তে পারে!

সম্পাদক। (সবিনয়ে) দেখুন, সন্দেশ খেয়ে যদি বলি একটু কড়া পাক হয়েছে বা মিষ্টি হয়নি তাহ'লে কি ময়রা বলবে গ'ড়ে দেখিয়ে দিয়ে যান, নইলে ছাড়ছি না? তাছাড়া আর একটা কথা কি জানেন; আপনাদের সুযোগ্য নাট্যাচার্য্য কি ভূমিকাটি কি ভাবে অভিনয় করতে হবে তা আপনাদের দেখিয়ে দেননি? নিশ্চয় দিয়েছেন এবং অনেকবারই দিয়েছেন তবুও আপনারা সেরকমটি করতে পারেন নি; তার কারণ আর কিছুই নয়, দেখিয়ে দিলেই যদি সবাই ঠিক সেই রকমটি করতে পারতো তাহ'লে বাঙলা দেশের একটা থিয়েটারও আজ অন্তত: সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় দেখিয়ে যশস্বী হ'তে পারতো।

দুর্গরক্ষক। হ্যাঁ, আপনারা আমাদের খোদ কর্ত্তাকে পর্য্যন্ত টেনে গালাগালি দিয়েছেন দেখলুম! কেন, দুর্গরক্ষক হঠাৎ অন্য রকম হবে কেন? নাট্যকার যে

স্বয়ং লিখে গেছেন তারা ওই রকমেরই ছিল?

দ্বি, নায়ক। নিশ্চয়ই; বইখানা না পড়েই আপনারা মাগ্‌না কাগজ কলম পেয়ে বেপরোয়া অমনি এক সমালোচনা ঝেড়ে দিলেন। অথচ বইয়ের মধ্যেই ছাপার হরফে লেখা আছে ওরা ত্রিবক্র বদন! তা সে যাই হোক্ মোদ্দা আমার পার্টটা আমি সেদিন যা অভিনয় ক'রেছি, আমার বিশ্বাস তার চেয়ে ভাল অভিনয় আর হ'তেই পারে না!

সম্পাদক। দেখুন, আপনার কোনও অপরাধ নেই; সব অভিনেতারই ধারণা ওই রকম। মানুষ যদি নিজে বুঝ্‌তে পারতো যে তার দোষ কোন্‌খানে তাহ'লেই ত সে নিজে শুধরে নিয়ে অবিলম্বে নির্দ্দোষ হ'তে পারতো!

দ্বি, নায়ক। হ্যাঁ, এ কথা ঠিক, তবে কি জানেন কেবল অমুকের পার্ট ভাল হয়নি, অমুকের আরও ভাল হওয়া উচিত ছিল এরকম সমালোচনার কোনও মূল্য নেই; কেন ভাল হয়নি, কি কি তাঁর দোষ হ'য়েছিল এগুলোও নির্দ্দেশ করা উচিত।

দুর্গরক্ষক। এবং কি রকম ক'রলে ভাল হওয়া সম্ভব সেটাও ব'লে দেওয়া উচিত। তা নয়, আপনি শুধু লিখলেন কোনও বিশেষত্ব দেখা গেল না। বিশেষত্ব ছিল না কি বল্‌তে চান আমার অভিনয়ে? আমার সে হাসিটার সম্বন্ধে আপনার কি মত?

সম্পাদক। ও হাসিটা শুনলে তোমাকে আর 'ঘোড়া-চোর' নয় 'গাধাভূত' বলেই মনে হয়! কারণ ওই হাসিটার সঙ্গে ওই জীব বিশেষের ডাকের আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য রয়েছে!

(অশ্বকেতুর প্রবেশ।)

সম্পাদক। এই যে অশ্বকেতু এসেছে এ ত্তো কাল ডাহা ফাঁকি দিয়ে প্লে ক'রেছে তবু কি এর প্রশংসা ক'রতে হবে ব'লতে চান?

অশ্বকেতু। আমি কি ক'রবো বলুন?

আমার পার্টে কি কিছু রাখা হয়েছে? যে সব ভাল ভাল জায়গা সমস্তই কেটে উড়িয়ে দেওয়া হ'য়েছে। যেটুকু ছিল, তাও লাইটের দোষে খুললো না!

দ্বি, নায়ক। আমারও পার্টের যেটুকু রাখা হয়েছে তা বোধ হয় ওর চেয়ে ভাল করে আর অভিনয় করা যায় না, তবে হাত পা নাড়া বা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ ও সেখান থেকে নির্গমন সম্বন্ধে আমি জানিনি যে আমি কি ক'রেছি, কারণ সেটাতো আর অভিনেতা নিজে দেখতে পায় না।

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। (সম্পাদককে) হ্যাঁ মশাই, বলি, আমাদের অত নিন্দে টিন্দে করেছেন কেন?

সম্পাদক। আপনাদের ত' নিন্দে করা হয় নি? বরং আপনাদের যথেষ্ট প্রশংসা করা হয়েছে।

সৈনিক। হ্যাঁ! তাই নাকি! বেশ, বেশ, আসুন সিগারেট ইচ্ছে করেন কি? এই নিন, পান খান! আমি এখনও কাগজ পড়িনি, তবে বড় বড় একটরের নিন্দে করেছেন শুনে ভাবছিলুম বুঝি আমাদেরও বাদ দেন নি! চলুন একটু ওদিকে আপনার সঙ্গে একটু প্রাইভেট কথা আছে।

(সম্পাদককে লইয়া প্রস্থান)

মধ্য-য়ুরোপের রঙ্গালয়ে

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই লোকটির সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা পোষণ ক'রে গ্রামের সকল শ্রেণীর নর নারী তার সঙ্গে যে রকম সন্তর্পণে ও সাবধানে ব্যবহার করতে আরম্ভ ক'রলে সেই ব্যাপারটাকে নিয়ে রঙ্গমঞ্চে বেশ একটা হাস্যরসের সৃষ্টি করা যেতে পারতো, কিন্তু এই নাটকখানির প্রয়োগ কর্ত্তা শ্রীযুক্ত এম, শেরভ্ খুব সতর্কতার সঙ্গে এই দৃশ্যগুলিকে খেলো প্রহসনের সস্তা হাসির হাত থেকে বাঁচিয়ে একটা দুর্লভ রস রহস্যের মর্য্যাদাশীল হাস্যের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

'মস্কো আর্ট থিয়েটারের' প্রভাব এই নাটকের গ্রামবাসীদের দৃশ্যে এত বেশী নজরে পড়ে যে জেকো-শ্লোভাকীয়ারা প্রাণ পণে নিজেদের মৌলিকত্ব বজায় রাখবার চেষ্টা সত্বেও যে অভিনয় পদ্ধতিটা সত্যই ভাল, যার মধ্যে যথার্থই নাট্য-কলার একটা অপূর্ব্ব সমাবেশ আছে, তা গ্রহণ না ক'রে থাকতে পারেনি।

ভিয়েনার থিয়েটার এখনও ঠিক জার্মানদের মতো নাট্য-শিল্পের নবযুগকে বরণ ক'রে নিয়ে তার চরণে আত্মোৎসর্গ করতে পারেনি। বার্ণাড্‌শ' সম্প্রতি তাঁর এক নাট্য সমালোচনায় ভিয়েনার থিয়েটার গুলির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেছেন যে তারা এখনও নিতান্ত একগুঁয়ের মতো 'রোম্যান্সের' অতিরিক্ত অনুরাগী হয়ে আছে! তারা এখনও তুর্কীদের প্রভাব তাদের রঙ্গমঞ্চ থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাসিত ক'রে দিতে সক্ষম হয়নি। ভিয়েনার দর্শকদের রুচি সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত খেলো মত পোষণ করেন।

কিন্তু, যে কোনও বিদেশী দর্শক আজ কাল ভিয়েনার থিয়েটার দেখে এসে খুশী না হ'য়ে থাকতে পারবে না। তাদের রঙ্গালয়ে অভিনয়ের যে একটা বিশেষ প্রাচীন ধারা এখনও বিদ্যমান আছে, সেটা দেখ্‌লেই তারা তাদের পরিচিত ছবি ব'লে চিন্‌তে পারে তাদের অভিনয় ভঙ্গী ও আবৃত্তির মধ্যে একটা লালিত্য ও মাধুর্য্য দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

আনন্দ সংবাদ! আনন্দ সংবাদ! আনন্দ সংবাদ!

ভূতপূর্ব্ব চেরীক্লাবের সভ্যগণের সম্মিলনে

নবপ্রতিষ্ঠিত

শান্তি-সম্মিলনের

সভ্যগণ কর্ত্তৃক

নাট্য-সম্রাট গিরিশচন্দ্রের

শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটক

সুধী দর্শকবৃন্দের চিত্ত বিনোদনার্থে

মহাসমারোহে অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

সৌখীন নাট্য-জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতাগণের

অভাবনীয় সমাবেশ

কবে? কোথায়? প্রতীক্ষায় থাকুন।

সভাপতি

ডাঃ কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম, এ, বি, এল, পি, আর, এস, পি, এইচ্ ডি

নাট্যাচার্য্য

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (উৎসববাবু)

অধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু।

সম্পাদক

শ্রীসন্তোষকুমার মণ্ডল।

অষ্টিয়ার যে থিয়েটারটীর সঙ্গে বিশ্ব বিশ্রুত নাট্যশিল্পী ম্যাক্স্ রাইনহার্টের নাম সংশ্লিষ্ট আছে সেখানে সম্প্রতি একখানি ছোট্ট ইংরাজী কৌতুক নাট্য অভিনীত হয়েছিল। সেখানির নাম "The Dover Road" এই কৌতুক নাট্য খানির অভিনয়ে মিঃ লাটিমারের অদ্ভুত বাসস্থানের দৃশ্যটি সকলেই আশা করেছিল যে এখানে ইংরাজী রঙ্গমঞ্চের চেয়ে আরও কিম্ভুত-কিমাকার ক'রে দেখান হবে এবং রন্ধন শালার পরিচালক ডমিনিকের চরিত্রটি নিশ্চয়ই অধিকতর নীচ ও হীন ভাবাপন্ন ক'রে প্রদর্শিত হবে। তা ছাড়া বৈদ্যুতিক আলোকের নিক্ষেপ কৌশল এমন আশ্চর্য্য রকম করা হবে যে রঙ্গমঞ্চের উপর আলো ছায়ার একটা ঐন্দ্রজালিক প্রভাব পরিদৃশ্যমান হবে। কিন্তু "The Dover Road" অভিনয়ে ভিয়েনার নাট্য-শালা কোন নূতনত্বই দেখাবার চেষ্টা করেনি। নিতান্ত সাদা-সিধা, সাধারণ ও সর্ব্ববিষয়ে একটা বাস্তব রূপ দিয়ে এই কৌতুক নাট্য খানি সেখানে অভিনীত হয়েছিল এবং অভিনয়ের বিশেষত্বই ছিল তার সর্ব্বপ্রকার বাহ্যাড়ম্বর ও বাহুল্য বর্জ্জনের মধ্যে, তার সহজ ও স্বাভাবিক অভিনয় কৌশলের ভিতর; এই গুণের জন্যই প্যারিসের নাট্যশালা আজ প্রভূত যশস্বী হয়ে উঠেছে।

ভিয়েনার অভিনেতারা মিলনাত্মক হাল্কা নাটকের এবং তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম হাস্যরসের অভিনয়ে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাতে পারে। বর্ত্তমান যুগে ভিয়েনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার হ'চ্ছেন স্নীট্‌জলার (Schnitzler); নাট্যকার হিসাবে এঁর সুযশ আজ জগৎবিস্তৃত হয়ে প'ড়েছে। ইংরাজী রঙ্গমঞ্চে কোথাও একাধিক প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রীর সমাবেশ দেখ্‌তে পাওয়া যায়না, লণ্ডনের নাট্যশালার এ একটা প্রধান অভাব। কিন্তু ভিয়েনার নাট্যশালা এদিক দিয়ে প্রভূত ভাগ্যবান। কারণ, এখানকার প্রায় প্রত্যেক রঙ্গমঞ্চেই একাধিক প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রীর আবির্ভাব দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

রাইনহার্ট থিয়েটারের প্রত্যেক নাটকাভিনয়েই একটা বেশ ঘসা মাজা চাকচিক্য দেখতে পাওয়া যায়। বার্গ থিয়েটারে আবার প্রত্যেক্ নাটকের অভিনয়ে একটা বিপুল সমারোহের ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি এই বার্গ থিয়েটারে শেক্সপীয়ারের "এ্যাণ্টনি ও ক্লিওপেট্রা" শীর্ষক নাটকখানি যে রকম জাঁক জমকের সঙ্গে অভিনীত হয়ে গেছে তা অনেকদিন পর্য্যন্ত দর্শকদের মনে থাকবে! শেক্সপীয়ারের এই নাটকখানির মধ্যে গ্রন্থকারের এমনসব কতগুলি দামী দামী কথা আছে যার জন্য শেক্‌সপীয়ারকে জগত আজও নতমস্তকে মহাকবি বলে উল্লেখ করে। ইংরাজরা এখন আর এই বিরাট বিয়োগান্ত নাটকখানি অভিনয় ক'রতে সাহস করেনা। কেবল কিছুদিন পূর্ব্বে মিঃ হেনরী বেটন তাঁর "ওল্ড ভিক্টোরীয়া" থিয়েটারে কিছুদিনের জন্য এই নাটকখানি অভিনয় ক'রেছিলেন কিন্তু বার্গ থিয়েটারের দর্শক সংখ্যার তুলনায় ওল্ডভিক্টোরীয়ায় লোক খুবই কম হয়েছিল।

শেক্‌সপীয়ারের এই সুপ্রসিদ্ধ নাটকখানির অভিনয়ে প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রীর খুব উচ্চশ্রেণীর অভিনয় কৌশল জানা চাই। সে এমন অভিনয় কলা যা না কি এই মর্ত্তের দু'টী মানবমানবীর নশ্বর-প্রেমাভিনয়কে অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্য ও

অবিনশ্বরতার দীপ্তিতে উজ্জ্বল ক'রে তুল্‌বে; যে প্রেম কেবল নীলনদেরই সম্পত্তি নয়, যে সৌন্দর্য্য কেবল টাইবারেরই সম্পদ-নয়,—যা দেশ কাল পাত্রকে অতিক্রম ক'রে চলে। যা শাশ্বত, যা চিরন্তন! আলোচ্য নাট্যকাব্যের প্রণয়ী যুগলের পরস্পরের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণই হ'চ্ছে রঙ্গমঞ্চের উপর এই অভিনয়ের প্রধান দ্বন্দ্ব বা সমস্যা! দুটি বিপুল ইন্দ্রিয়লালস অসাধারণ নরনারী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে ভাগ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রতে গিয়ে ধ্বংস হয়ে গেল! গল্পটা খুবই সাধারণ, বটতলার উপন্যাসের কাহিনী বল্‌লেও চলে, কিন্তু প্রতিভাশালী নাট্যকার শেক্‌সপীয়ারের হাতে এদের পরিণামদৃশ্য যে বেদনার মধ্যে মুক্তিলাভ ক'রেছে, সে ব্যথার অনুভূতি বিশ্বজনীন এবং তার মধ্যে যে মর্য্যাদা ও মহত্ব সঞ্চারিত হয়েছে তাতে তাদের দেহের সমস্ত লালসা ও আসক্তি অগ্নিশিখার ন্যায় পূত ও নির্ম্মল হ'য়ে উঠেছে! ক্লিওপেট্রাকে অভিনয় কর্‌তে হবে একাধারে গণিকা ও প্রাণময়ী দেব-যোনি! এ্যাণ্টনীকে লম্পটের মতোই তার সঙ্গে কামকেলি ও শৃঙ্গার বিলাসের মধ্য দিয়ে এসেও নিজের রোমীয় রাজমর্য্যাদা ও সত্যসন্ধ দলপতির যোগ্য বীরত্বব্যঞ্জক কঠোর গুণাবলি বিস্মৃত হ'লে চল্‌বে না!

বার্গ থিয়েটারের প্রয়োগকর্ত্তা এই নাটকখানির অভিনয় অনুষ্ঠানে প্রাচীর ঐশ্বর্য্য গর্ব্বের সমুজ্জ্বল দৃশ্য দেখাবার প্রবল প্রলোভন উপযুক্ত কলাবিদের মতোই সম্বরণ করেছেন। অনুষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত হায়েন্ ও তার রঙ্গভূমিসজ্জাকর শ্রীযুক্ত রোলার দর্শকদের কেবল মিশরমণি মহারাণী ক্লিওপেট্রার সুচারু শিল্পকার্য্য খচিত বেশ-বিলাস ও অলঙ্কার দেখিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন মাত্র! রঙ্গমঞ্চের প্রশস্ত বেদী তাঁর মিশরীয় মহৈশ্বর্য্য দেখাবার জন্য ব্যবহার না ক'রে কেবল সে বিপুল ঐশ্বর্য্যের ঈষৎ ইঙ্গিত ক'রেছেন মাত্র! সে অসীম ঐশ্বর্য্যের অনুকরণ করবার ব্যর্থ চেষ্টায় একটা ঝুটো ও নকল দৃশ্য খাড়া ক'রে তাঁরা হাস্য ও বিদ্রূপের উদ্রেক করেন নি! এবং অভিনয় সৌন্দর্য্যও কোথাও দৃশ্যপটের জাঁকজমকের আতিশয্যে প্রতিহত হয় নি। শ্রীমতী লোটী মেডেলেস্কী ক্লিওপেট্রার ভূমিকায় লালসার নিবিড় ভাব প্রকাশে যেমন অসাধারণ অভিনয় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তেমনি গণিকার গণ্ডীর বাহিরের যে দুরন্ত দুরাকাঙ্ক্ষিণী মহীয়সী রাণীর চরিত্র, তাকেও অনুপম সৌন্দর্য্যে ফুটিয়ে তুল্‌তে পেরেছেন। শ্রীযুক্ত রাউল আস্লান্ এ্যাণ্টনীর ভূমিকায় অনুপম অভিনয়শক্তি ও দক্ষতার সঙ্গে স্বীয় রাষ্ট্রানুরাগ শৈথিল্যের লজ্জা ও শাস্তি এবং ইন্দ্রিয়শক্তি ও বিবেকের অন্তর্যুদ্ধের মধ্যে বীরের মনস্তত্ত্বের ব্যাকুলতা অতি চমৎকার প্রদর্শন করেছেন। এই উভয়

শিল্পীই প্রেমের স্থূল অবস্থার অভিনয়ে একচুলও হ'টে আসেন নি এবং উভয়েরই প্রতিভা ভাবগত ত্বরিত রূপান্তরের কৌশলে একেবারে চরম নৈপুণ্য দেখাতে, বারবার চিরন্তন বিশ্ব বাসনার সেই বেদনাপ্লুত চিত্তকমলকে শতদলের শতেক শোভায় বিকশিত ক'রে তুলতে পেরেছেন।

ভিয়েনার এই বার্গ থিয়েটারের সুবিশাল রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তুলনা করলে লণ্ডনের 'ড্রুরীলেন' থিয়েটারের মত প্রকাণ্ড নাট্যশালাকেও নিতান্ত দেশলাইয়ের বাক্স বলে মনে হয়! এই বিরাট নাট্যমন্দিরের প্রত্যেক প্রবেশ পথ এবং এক একটি পার্শ্বকক্ষে এক একটি রঙ্গালয় তৈরী হ'তে পারে।

এই ইন্দ্রভবনতুল্য সুবৃহৎ নাট্যপ্রাসাদের ভিত্তি থেকে চূড়া পর্য্যন্ত আগাগোড়া একটা রাজ ঐশ্বর্য্যের ছাপ বিদ্যমান দেখ্তে পাওয়া যায়। কিন্তু আজ এই গণতন্ত্রের যুগে এই রঙ্গালয়ের বিশিষ্ট রাজাসনখানি যেখানে পূর্ব্বে স্বয়ং সম্রাট ছাড়া আর কারুর বসবার অধিকার ছিল না সেখানে এখন যে কোনও লোক টিকিট কিনে গিয়ে ব'সতে পারে। আগে এই নাট্যশালার দ্বার কেবল মাত্র দেশের আভিজাত্য ও সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের জন্য উন্মুক্ত থাক্তো, আজ তা দেশের জনসাধারণের কাছে অবারিত দ্বার হয়ে গেছে। এ্যাণ্টনী ও ক্লিওপেট্রার অভিনয় দেখবার জন্য তাই আজ রাত্রির পর রাত্রি এখানে মুটে মজুর কুলি চাকরের পর্য্যন্ত বিপুল জনতা হ'চ্ছে।

বার্গ থিয়েটারের পরই ভিয়েনার "অপেরা" থিয়েটারের নাম উল্লেখ করা উচিত। "অপেরা" রঙ্গমঞ্চের বাড়ীঘরদোর প্রভৃতি আরও আমীরি ধরণের। "অপেরা" ভিয়েনার গর্ব্ব ও গৌরব করবার মতো সম্পত্তি। এখানে কেবল মাত্র জগতের বিখ্যাত ও বিশ্বপ্রশংশিত গীতিনাট্যগুলির অভিনয় হয়। গীতিনাট্যের অভিনয়ে অষ্ট্রিয়ার বিশেষত্ব একেবারে সর্ব্ববাদীসম্মত; সুতরাং তার বিচিত্র অভিনয় উৎকর্ষ সঙ্গীত ও ঐক্যতান প্রভৃতি গীত বাদ্যের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আয়োজন এবং সর্ব্বাপেক্ষা তার অভিনব প্রয়োগকৌশল সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা কর্‌বার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। কোনও বিদেশী লোক বা প্রবাস-প্রত্যাগত কোনও ভিয়ানী কিম্বা মফঃস্বলের লোকেরা যে কোনও বিশেষ কাজেই সহরে আসুক না, সহর ছেড়ে ফিরে যাবার আগে সে একবার 'অপেরা' না দেখে কিছুতেই স্বস্থানে ফেরে না।

(ক্রমশঃ)

এলিজাবেথের যুগে ইংলণ্ডের রঙ্গালয়

শ্রীসুধাংশু কুমার গুপ্ত, এম-এ

এলিজাবেথের রাজত্ব কালেই ইংলণ্ডের রঙ্গালয়ের সৃষ্টি হয়। সেই সময়ে লণ্ডনে ও দেশের অন্যান্য স্থানে অনেকগুলি পেশাদার নাট্যসম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল, এবং জনসাধারণের নাটকাভিনয় দেখিবার আগ্রহও সাতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রধান যে দুইটী রঙ্গালয়ের সৃষ্টি হয় তাহাদের নাম থিয়েটার (Theatre) ও কার্টেন Curtain)। প্রায় ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের শোরডিট্‌চ (Shoreditch) নামক স্থানে এই দুইটী রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। শুনা যায়, এলিজাবেথের সময়ে লণ্ডনে অন্যূন বারোটি রঙ্গালয় ছিল। ইহাদের মধ্যে সব চেয়ে প্রসিদ্ধ লাভ করে গ্লোব রঙ্গালয় (Glove Theatre)। গ্লোব রঙ্গালয়ের নাম অনেকে শুনিয়া থাকিবেন, কারণ ইহার সহিত ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার সেক্সপীয়ার দীর্ঘকাল জড়িত ছিলেন। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে এই রঙ্গালয়টি সাউথওয়ার্ক (Shouthwork) নামক স্থানে নির্ম্মিত হয়, এবং এইখানে ১৬০২ খৃষ্টাব্দে সেক্সপীয়রের বিশ্ববিখ্যাত নাটক (Hamlet) হ্যাম্‌লেট অভিনয় হয়। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে অগ্নিকাণ্ডে এই রঙ্গালয়টির অস্তিত্ব লুপ্ত হয়, পরে বহুকাল অভিনয় বন্ধ থাকিবার পর ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে ইহাকে স্থানান্তরিত করা হয়। তৎকালীন রঙ্গালয়গুলির আকারে বিশেষ বৈষম্য দৃষ্ট হইত। আদি গ্লোব রঙ্গালয়ের আকার কিরূপ ছিল সে সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। বিশেষজ্ঞরা বলে যে গ্লোবের বহির্ভাগ (exterior) অষ্টভুজ (octagonal) ছিল এবং অন্তর্ভাগ ছিল বৃত্তাকার (circular)। তৎকালীন রঙ্গালয় গ্রীক্ থিয়েটার বা রোমক রঙ্গভূমির (amphitheatre) মত অনাবৃত ছিল, কেবল অভিনেতাদের ঝড়-বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য রঙ্গমঞ্চের (stage) ঠিক উপরে একটি তৃণাদি রচিত আচ্ছাদন ছিল। বর্ত্তমান যুগের রঙ্গালয়ে বক্সগুলিকে (সে সময়ে boxকে room বলা হইত) যে ভাবে বিন্যস্ত করা হইয়া থাকে তখনকার রঙ্গালয়েও প্রায় সেইভাবে বিন্যস্ত করা হইত, তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, আধুনিক রঙ্গালয়ে পিট (Pit) ও রঙ্গমঞ্চের (stage) মধ্যবর্ত্তী স্থানে (এই স্থানকে orchestra বলা হয়) বাদকেরা আসন গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু সেকালের রঙ্গালয়ে তাঁহাদের আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল উপরের একটি গ্যালারিতে (gallery) যাহাকে বর্ত্তমান কালে dress-circle বলা হইয়া থাকে।

তখনকার রঙ্গালয়ে চিত্রিত দৃশ্যপটের (painted scenery) ব্যবহার ছিল না। রঙ্গমঞ্চের উপর কতকগুলি পর্দ্দা টাঙ্গান থাকিত, অভিনেতাদের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ ও প্রস্থান ঐ পর্দ্দাগুলির সাহায্যে সম্পন্ন হইত, এবং স্থলকে নির্দ্দেশ করিবার জন্য রোম, এথেন্স, লণ্ডন, ফ্লোরেন্স এইরূপ একটি নাম লেখা একখণ্ড বড় কাষ্ঠ (board) রঙ্গমঞ্চের উপর বিলম্বিত হইত। দৃশ্যবিষয়ে (scene) এইরূপ অসম্পূর্ণতা দৃষ্ট হইলেও দৃশ্যের খুঁটি নাটীর (details) দিকে কথঞ্চিৎ মনোযোগ দেওয়া হইত। শয়ন কক্ষ দেখাইবার প্রয়োজন হইলে ষ্টেজের উপর একটি শয্যা রাখা হইত, সরাইখানার দৃশ্যে (tavern) মদের বোতল ও পানপাত্র সমেত একটি টেবিল এবং তার চারিপার্শ্বে কয়েকটি বেঞ্চি রঙ্গমঞ্চের উপর বিরাজ করিত, এবং সুদৃশ্য চন্দ্রাতপের নিম্নস্থিত স্বর্ণমণ্ডিত কাষ্ঠাসন (gilded chair) প্রাসাদ বা গির্জ্জার বেদীর আভাস প্রদান করিত। অভিনয়ের সুবিধার জন্য রঙ্গমঞ্চের পিছন দিকে মাটী হইতে ৮।৯ ফুট উচ্চ একটী স্থায়ী কাঠের বারাণ্ডা

(balcony) নির্ম্মাণ করা হইত। যখন একজনকে অলক্ষ্যে থাকিয়া অপরের কথা-বার্ত্তা শুনিতে হইবে তখন তাহাকে এই বারান্দার উপরে দাঁড়াইতে হইত; তা ছাড়া সময় সময় দুর্গ অথবা অবরুদ্ধ নগরের প্রাচীর এই বারান্দার দ্বারা সূচিত করা হইত।

তখনকার রঙ্গালয়ে পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হইত না। পোষাক পরিচ্ছদকে দেশ ও কালের উপযোগী করিবার আবশ্যকতা সে সময়কার লোক উপলব্ধি করিতে পারে নাই। নাটকের পাত্র পাত্রী যে দেশের ও যে যুগেরই হউক না কেন, অভিনেতারা সেই সময়কার পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়াই রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতেন। তবে এইটুকু সৌভাগ্য যে ইংলণ্ডের সে সময়কার পরিচ্ছদ অত্যন্ত সুন্দর, সুশ্রী ও আড়ম্বরপূর্ণ ছিল।

অভিনয় সচরাচর প্রাতঃকালে হইত এবং যতক্ষণ অভিনয় চলিত রঙ্গালয়ের শীর্ষে একটি পতাকা দৃষ্ট হইত। অভিনয়ারম্ভের পূর্ব্বে তিনবার বংশীধ্বনি হইত। তৃতীয়বার বংশী-ধ্বনির পর একজন সৌম্যদর্শন পুরুষ (solemn personage) রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া প্রস্তাবনা (prologue) আবৃত্তি করিতেন। ইহাঁর সচরাচর-ব্যবহার্য্য পোষাক ছিল, কালো মখমলের একটী দীর্ঘ অঙ্গরাখা (cloak) নাটক অভিনয় শেষ হইবার পর, কখনও বা প্রতি অঙ্কের শেষে, একপ্রকার হাস্যরসের অভিনয় হইত; ইহাকে লোকে জিগ্ (jig) নামে অভিহিত করিত। এই জিগ্ অধিকাংশ স্থলে clown বা ভাঁড়ের দ্বারা সম্পন্ন হইত। (তখনকার দিনে comic ও tragic উভয়বিধ নাটকেই clownএর দর্শন পাওয়া যাইত)। প্রয়োজন বোধে একটি ইংরাজী পুস্তক হইতে এই jig সম্বন্ধে কয়েকছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—"The jig was a kind of comic ballad declamation in doggerel verse either really or professedly an improvisation of the moment introducing any person of event which was exciting the ridicule of the day and accompanied by the performer with tabor and pipe and with grotesque and farcical dansing.

গভীর বিয়োগান্ত নাটকের (deep tragedy) অভিনয়কালে রঙ্গমঞ্চে শাদার পরিবর্ত্তে কালো পর্দ্দা ব্যবহৃত হইত। প্রাচীন ইংরাজী নাটক সমূহের তৎকালীন রঙ্গালয়ে উক্ত রীতির বাহুল্য উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় সে যুগের প্রতি কক্ষের ন্যায় রঙ্গমঞ্চের উপরেও তৃণ (rushes) বিছাইয়া রাখিবার রীতি ছিল, এবং ঐ তৃণের উপর কাষ্ঠাসন পাতিয়া সম্ভ্রান্ত দর্শকগণকে বসিতে দেওয়া হইত। সম্ভ্রান্ত দর্শকেরা রঙ্গমঞ্চে বসিয়া অভিনয়কালেই নাটক ও অভিনয়ের উচ্চকণ্ঠে সমালোচনা করিতেন এবং সময় সময় রঙ্গমঞ্চের সম্মুখস্থ সাধারণ দর্শক-মণ্ডলীর সহিত বাদানুবাদে রত হইতেন।

বালক অথবা তরুণ যুবকের দ্বারা স্ত্রীলোকের অংশ অভিনীত হইত। ইংলণ্ডের ইতিহাসে দেখিতে পাই, দ্বিতীয় চার্লস্ এর রাজ্যকালের প্রারম্ভে প্রায় ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের নারীরা সর্ব্বপ্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদান করেন, এবং অনুসন্ধানের ফলে জানা যায়, ওথেলো (Othello) নাটকের Desdemona চরিত্রে সর্ব্বপ্রথম অভিনেত্রীর আবির্ভাব ঘটে। রঙ্গমঞ্চে নারীর আবির্ভাবে প্রথমে অনেকে বিরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের মূলে যে যুক্তি (properiety) ও সুবিধা ছিল শীঘ্রই তাহা তাঁহাদের বিরক্তিকে দূরিভূত করিতে সমর্থন হইয়াছিল। পুরুষের দ্বারা নারীর ভূমিকা অভিনীত হইত বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে তৎকালে নারীর ভূমিকা সুচারুরূপে অভিনীত হইত না। সে সকল তরুণ অভিনেতা নারীর অংশ অভিনয় করিতেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন যে পরম উৎকর্ষ (perfection) লাভ করিয়াছিলেন সে বিষয়ের প্রমাণাভাব নাই। (নবযুগ)

মনোমোহন-নাট্যমন্দির

৬৮ বি, বিডন ষ্ট্রীট] [ফোন নং ১৭১৭ বড়বাজার

শনিবার ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩ই জুন, রাত্রি ৭॥০ টায়
পরদিন রবিবার বৈকাল ৪॥০ টায়

যোগেশবাবুর অভিনব পৌরাণিক নাটক

(৯৪ ও ৯৫ অভিনয় রজনী।)

রাম—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী
সীতা—শ্রীমতী প্রভা

বুধবার ৩রা আষাঢ়, ১৭ই জুন, রাত্রি ৭॥০

নাট্যসম্রাট গিরীশচন্দ্রের পৌরাণিক মহানাটক

(মহাসমারোহে তৃতীয় অভিনয় রজনী।)

জনা—শ্রীমতী তারাসুন্দরী
শিশিরকুমার ভাদুড়ী

এখন হইতে প্রবেশ পত্র পাওয়া যায়

২০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বেঙ্গল প্রেসে—শ্রীপূর্ণচন্দ্র মান্না কর্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত।

বাঙলার

২য় বর্ষ — সম্পাদক: — ৫ই আষাঢ়
৭ম সংখ্যা — নলিনীমোহন রায়চৌধুরী — ১৩৩২

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

জন্ম—২০শে কার্ত্তিক, ১২৭৭ সাল। মৃত্যু—২রা আষাঢ়, ১৩৩২ সাল।

নাট্যজগৎ

এ দেশের রঙ্গমঞ্চগুলি এযাবৎ নিজেদের অযোগ্যতার জন্যই বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথের একখানিও নাটক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় ক'রে সাফল্য লাভ ক'রতে পারেনি। তাঁর অনুপম নাট্য-কাব্য 'রাজা ও রাণী' 'বিসর্জ্জন' এপর্য্যন্ত কোনও রঙ্গালয়ই দীর্ঘকাল অভিনয় করে যশস্বী হ'তে পারেনি, এমন কি তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'চোখের বালিকে' নাটকাকারে রূপান্তরিত ক'রে নিয়ে স্বর্গীয় নাট্যরথী অমরেন্দ্র নাথ দত্ত তাঁর ক্লাসিক থিয়েটারের গৌরবের যুগেও অভিনয় ক'রে সিদ্ধ কাম হ'তে পারেননি।

* *

এর ফলে বাঙলাদেশের কোনও নাট্যশালা রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য অপূর্ব্ব নাটকগুলি অভিনয় করবার আর চেষ্টা পর্য্যন্ত করেনি। যে নাটকের অভিনয়ে অধিকদিন অসংখ্য দর্শকের পদধূলি নাপাওয়া যায় সে নাটকের যবনিকা দু'চার রাত্রি পরেই সেইযে পড়ে আর ওঠেনা কারণ আশানুরূপ টিকিট বিক্রয় না হ'লে রঙ্গালয়ের সত্বাধিকারীদের অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হয়। এবং সেই ক্ষতির আশঙ্কাতেই তারা এপর্য্যন্ত আর রবীন্দ্রনাথের অন্য কোনও নাটকই অভিনয় ক'রতে সাহস করেননি।

* *

সে আশঙ্কা এখন আর ষোল-আনা না থাকলেও বারো-আনা রকম যে আছে একথা অস্বীকার করা চলেনা। কারণ বৎসর দুই পূর্ব্বে আর্টথিয়েটার রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণীর' অতি সমারোহে অভিনয় আয়োজন ক'রেছিলেন। সেরূপ সুন্দর ভাবে 'রাজা ও রাণীর' প্রয়োগ তৎপূর্ব্বে আর কোনও নাট্যশালাতেই হয়নি! তিনকড়িবাবুর 'বিক্রমদেব' অহীন্দ্রবাবুর 'কুমারসেন' অপরেশচন্দ্রের 'দেবদত্ত' নরেশ চন্দ্রের 'শঙ্কর' কৃষ্ণভামিনীর 'সুমিত্রার' অভিনয় নাট্যামোদী দর্শকেরা আজও ভুলতে পারেনি! কিন্তু তথাপি 'রাজা ও রাণীর' অভিনয় "কর্ণার্জ্জুন" ত দূরের কথা "ইরাণের রাণী"রও সৌভাগ্য অর্জ্জন ক'রতে পারেনি।

* *

এই নৈরাশ্য ও নিরুৎসাহের অভিজ্ঞতা থাকা সত্বেও এবং ব্যবসায়ের দিক দিয়ে ক্ষতির সম্ভাবনার দায়িত্বকে অগ্রাহ্য ক'রে আর্ট থিয়েটার লিমিটেড্ কোং যে আজ আবার রবীন্দ্র নাথের সেই চির-নূতন 'চিরকুমার সভার,' মহা সমারোহে অভিনয় আয়োজন ক'রছেন তাঁদের এই চেষ্টা ও উদ্যম যথার্থই প্রশংসনীয়।

* *

লাভের অঙ্কে লক্ষ্যস্থির রাখলে অনেক সময় উৎকৃষ্ট নাটকের উপর চোখ পড়েনা, এবং নাটকীয় কলা-সৌন্দর্য্য বিকাশের একাধিক সুযোগও সুবিধামতো রঙ্গাধ্যক্ষের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। কিন্তু যদি কোনও নাট্যসম্প্রদায় কেবলমাত্র রস-পরিবেশনের দিকেই অবহিত হন এবং লাভালাভের হিসাবটাকেই প্রধান করে না দেখেন তাহ'লে রবীন্দ্রনাথের নাটক তাদের অভিনয় ক'রতেই হবে। এই বিশ্বকবির অসামান্য প্রতিভা-সঞ্জাত রচনার মধ্যে যে অনুপম কারু-সৌন্দর্য্যের নিপুণ-নিবেশ

দেখা যায় তাকে রঙ্গমঞ্চে প্রকাশ করবার দুর্ব্বার প্রলোভন কোন শিল্পীর দলের পক্ষেই অধিকদিন সম্বরণ ক'রে থাকা সম্ভবপর নয়।

* *

আর্ট থিয়েটার "চিরকুকার সভাকে" যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে অভিনয় করবার জন্য যত্ন ও চেষ্টার একটুও ত্রুটী ক'রছেন না এ সংবাদ আমরা পেয়েছি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-স্বরলিপিকার দীনু ঠাকুর চিরকুমার সভার প্রত্যেক গানখানিতে সুর সংযোজনা করে দিয়েছেন কয়েকটি প্রধান প্রধান ভূমিকার ভার বেশ যোগ্য পাত্রেই ন্যস্ত হয়েছে। শ্রীমতি সুশীলা সুন্দরীর 'শৈল', শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তীর 'অক্ষয়,' শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা যে নিখুঁত ভাবে অভিনয় হবেএ ভবিষ্যদ্বাণী অনায়াসেই করা যেতেপারে।

* *

আমরা শুনেছিলাম রবীন্দ্রনাথের এই সুরসাল নাটকখানি অভিনয় করবার অধিকার নাট্যমন্দিরই নাকি সর্ব্বাগ্রে পেয়েছিলেন কিন্তু-নানা কারণে তাঁরা সে অধিকারের সদ্ব্যবহার ক'রতে পারেননি, এটা যে তাঁদের নিতান্তই দুর্ভাগ্য সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহই থাকতে পারেনা। নাট্যমন্দিরেও যদি আজ "চিরকুমার সভার" অধিবেশন হ'তো তাহ'লে নাট্যামোদী দর্শকেরা দুটি রঙ্গালয়ে প্রতিযোগিতায় "চিরকুমার সভার" অভিনয় দেখে তৃপ্ত হ'তে পারতো।

* *

প্রতিযোগিতা যে নাট্যশালার উন্নতির পক্ষে কতখানি প্রয়োজনীয় তা-সুন্দর প্রত্যক্ষ করা গেল এই 'জনার' অভিনয়ে। আর্ট থিয়েটার যখন প্রথম 'জনার' অভিনয় সুরু করেন তখন তাঁরা এই বই খানিতে দৃশ্যপটের দিকে মোটেই মনোযোগ দেননি বরং অবহেলাই ক'রেছিলেন বলা যায়, কিন্তু নাট্যমন্দির জনার দৃশ্যপটের উপর একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখাতে আর্ট থিয়েটারও তাঁদের 'জনার' জন্য রাতারাতি কয়েকটি নূতন দৃশ্যপট সন্নিবেশিত করে ফেলেছেন। তাছাড়া দ্বিতীয় ভগীরথের মতো তাঁরা আজ আবার কলনিনাদিনী জাহ্নবীর সহস্র ধারাকে বাস্তবরূপে রঙ্গমঞ্চের উপর প্রবাহিত করে দিয়ে এবং পতিতপাবনী সুরধুনীর সশরীরে অবতারণ দেখিয়ে 'জনার' শেষদৃশ্যে শুধু যে খুব বাহবা নিচ্ছেন তানয়, সহরের সমস্ত পাপী তাপী ও পতিতকে সহজেই উদ্ধার হবার একটা অপূর্ব্ব সুযোগ করে দিয়েছেন!

* *

মিনার্ভায় 'দেবাসুর' প্রায় সম্পূর্ণ হ'য়ে এলো। এখানি পৌরাণিক নাটক হ'লেও নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় যুগ-ধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করেন নি। তিনি তাঁর এই পৌরাণিক নাটকখানিকে বর্ত্তমানের সম্পূর্ণ উপযোগী ক'রে রচনা ক'রেছেন। এবং সম্প্রদায়ের প্রত্যেক অভিনেতার ব্যক্তিগত বিশেষত্বের উপর লক্ষ্য রেখে এই নাটকের ভূমিকা বিতরণ হওয়াতে আশা করা যায় 'দেবাসুর' সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় হবে! শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী ও মনোরঞ্জন

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের "প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যকলা" সম্বন্ধে সচিত্র প্রবন্ধ আগামী সংখ্যা হইতে ধারাবাহিক বাহির হইবে।

ভট্টাচার্য্যের জন্য দুটী অংশ নাকি বিশেষ ভাবে নির্দ্দেশ ক'রে রাখা হ'য়েছে। এবং আমরা সংবাদ পেলুম যে মিনার্ভা থিয়েটার এই দুইজন অনিচ্ছুক অভিনেতাকে আদালতের সাহায্য নিয়ে মিনার্ভায় অবতীর্ণ হ'তে বাধ্য ক'রবেন ব'লে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। দেখা যাক্ শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়ায়!

* *

সখের দলের নাট্যাভিনয় এদেশে অনেক দিন থেকেই চ'লে আস্‌ছে কিন্তু এপর্য্যন্ত কোনও দিন তাঁরা কোন্ নাটকখানি অভিনয় ক'রবেন তা বিজ্ঞাপন দিয়ে ঘোষণা ক'রতেন না, বা, কে কি ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'বেন তার কোনও মুদ্রিত ইস্তাহারও প্রকাশ হো'তো না। কিন্তু আজকাল প্রত্যেক সংবাদ-পত্রেই সহরের কোন্ কোন্ সখের দলের 'আখড়ায়' কি কি নাটকের মহলা চলছে তা'র বিজ্ঞাপন দেখতে পাওয়া যায়। কোন্ কোন্ 'অপ্রতিদ্বন্দ্বী' অভিনেতা কোন্ কোম্ অংশ অভিনয় করবেন তার তালিকাও প্রকাশ হচ্ছে। আজকালকার সৌখীন নাট্যজগতের অধ্যক্ষেরা রাজপথের দু'ধারে প্রত্যেক অট্টালিকার দেওয়ালে আসন্ন অভিনয়ের বড় বড় ঘোষণা-পত্রও লাগাতে কুণ্ঠিত হচ্ছেন না দেখা গেল!

* *

তা'ছাড়া আরও একটা মজার ব্যাপার এই যে একজন সখের দলের নামজাদা সৌখীন অভিনেতা যদি এক আখ্‌ড়া থেকে

আর এক আখড়ার সভ্য হ'ন তাহ'লে ঠিক পেশাদার সম্প্রদায়ের মতোই তাঁরা আজ কাল বড় বড় বিজ্ঞাপন দিয়ে ঘোষণা করেন যে অমুক লোকটি অতঃপর আমাদের 'আখড়ায়' এসে যোগদান ক'রলেন। সখের দলের মধ্যে এরূপ চাল পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না। অনেকে ব'লেছেন যে এটা মোটেই বনিয়াদী চাল নয়, নেহাৎ আধুনিক রকম!—অতএব ভাল নয়! আমরা কিন্তু তা মনে করি না। এসব ব্যাপার গুলোতে বেশ একটু উৎসাহ ও উত্তেজনার মধ্যে একটা জীবনের সাড়া পাওয়া যায়, একটা প্রাণের পরিচয় ধরা পড়ে! সখের দলের মধ্যে আত্মগোপন করাতে যে সব উঁচুদরের শিল্পী অখ্যাত অজ্ঞাতই থেকে যায়, তাদের সঙ্গে পরিচিত হবার একটা সুযোগ এই পদ্ধতিতেই দেশের লোক পেতে পারে। তাছাড়া আর একটা মস্তবড় সুবিধে এই

পরে প্রয়োজন হ'লে কোনও পেশাদার থিয়েটারে ঢোক্‌বার পক্ষে তাঁদের আর কোনও সুপারিশ দরকার হবে না।

• •

চোরবাগানের ফ্রেণ্ডস্ ড্রামাটিক্ ইউনিয়ন গত শুক্রবার আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে 'মৃণালিনীর' অভিনয় করেছিলেন। তাঁদের এই মৃণালিনীর অভিনয়ে একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখে আমরা বিস্মিত হ'য়েছি। সখের থিয়েটারে সাধারণতঃ নারীচরিত্রের অভিনয় তেমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় না কিন্তু এদের দলের পুরুষ চরিত্রের অভিনেতাদের সকল দিক দিয়ে পরাস্ত করেছে এদের নারী চরিত্রের অভিনেতারা। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীবাবুর 'গিরিজায়ার' তুলনা হয় না। কি সুমধুর সঙ্গীতে কি মধুর অভিনয়ে তিনি গিরিজায়ার যে অপরূপ রূপটি ফুটিয়ে তুলেছিলেন! নাট্যজগতের সে এক দুর্লভ সম্পদ। বিধু-বাবুর 'মনোরমা'র মনোরম অভিনয়ও একেবারে অনুপম! হাবভাব, ভ্রূভঙ্গী, বিলাস, নিষেধ ও মিনতির মধ্যে তিনি এমন একটা নারীসুলভ লালিত্য ও সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তুলেছিলেন যা সচরাচর কোনও পুরুষ অভিনেতার পক্ষে পারা সম্ভব নয়। মৃণালিনী অভিনয়েও নৃত্যবাবু অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বর্ষার জলভারাবনত পদ্মের মতো সুনীলহিল্লোলে এই মৃণালের মনোমুগ্ধকর লীলা সেদিন অনেকেরই চিত্ত বিনোদন করেছিল। সখী মনিমালিনী ও পাটনী ঠাকুরাণীও কারুর তুলনায় কম যান নি। মোটের উপর সে দিনের প্রত্যেক স্ত্রী চরিত্রটীর অভিনয় এত বেশী ভাল হ'য়েছিল যে হেমচন্দ্র, পশুপতি, মাধবাচার্য্য, শান্তশীল এমন কি দিগ্বিজয়ে দিগ্বিজয়ী অভিনেতা বৃদ্ধ পুঁটুবাবু পর্য্যন্ত অতল জলে তলিয়ে গেছলেন।

দেশবন্ধুর এই আকস্মিক মহাপ্রয়াণ আজ বাঙলার বুকে সহসা বজ্রাঘাতের মতোই বেজেছে। জননী জন্মভূমি তার এই পুরুষ শ্রেষ্ঠ বীর তনয়কে হারিয়ে আজ সত্য সত্যই একেবারে অভাগিনী হ'ল। পুত্রহারা মায়ের সান্ত্বনা নেই। তার হাহাকার মর্ম্মভেদী!—তার অশ্রুজল অশ্রান্ত!

আচম্বিতে জাতির এই মহাগুরু নিপাতে দেশবাসী আজ মর্ম্মান্তিক শোকার্ত্ত। এই দারুণ দুর্দ্দিনে দেশের রঙ্গালয়গুলি এই মৃত্যুঞ্জয়ের মৃতদেহের সম্মানার্থ অভিনয় বন্ধ রেখে সময়োচিত কর্ত্তব্যই পালন করেছেন। দেশবন্ধু যে দেশের রঙ্গালয়েরও একজন বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন একথা যে তারা কোনও দিনই ভুলতে পারবে না।

সহস্র কার্য্যের মধ্যেও তিনি মাঝে মাঝে সময় ক'রে এসে অভিনয় দেখে যেতেন। আজ মনে পড়ে গত বৎসর এমনিই সময় তিনি নাট্যমন্দিরের উদ্বোধন যজ্ঞে পৌরহিত্য ক'রতে এসে অসুস্থ দেহে ও অভুক্ত অবস্থাতেই শেষ পর্য্যন্ত সীতার অভিনয় দেখেছিলেন। সীতার অভিনয় দর্শনে তিনি এতদূর প্রীত হ'য়েছিলেন যে তারপর আরও অনেকবার তাঁর চরণ ধূলির স্পর্শে নাট্য-মন্দির পবিত্র হ'য়েছিল। দেশবন্ধুকে হারিয়ে দেশের রঙ্গালয়গুলিও তাঁদের একজন প্রকৃত বন্ধুকে হারালে!

এই একটি লোকের অভাবে আজ সমগ্র বাঙ্‌লা দেশের যে ক্ষতি হ'য়ে গেল তা আট কোটী বাঙালী মিলেও কোনও দিন পূরণ করতে পারবে না।

রঙ্গরেণু

"হোয়াইট্ রোজ" নামক ছবিতে দ্বিতীয়া নায়িকার ভূমিকার অভিনেত্রী শ্রীমতী ক্যারল ডেম্প্‌ষ্টারকে সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচবার গ্রিফিথ্‌স্ সাহেব কর্ত্তৃক শ্রেষ্ঠ অংশে অভিনয় কর্‌বার সম্মান দেওয়া হ'য়েছে। প্রথমে "স্বপন-পথ" (Dream Street) দ্বিতীয়বারে "সাদা গোলাপ" (White Rose), তৃতীয় বারে "প্রেম ও আত্মবিসর্জ্জন" (Love and sacrifice), চতুর্থবারে "জীবন কি চমৎকার ব্যাপার নয়?" (Is not Life Wonderful) এবং পঞ্চম বারে "আফিম-ফুল" (Poppy) নামক ছবিতে। শেষোক্ত ছবি এখনও সম্পূর্ণ হয়নি।

*　　　*

গ্রিফিথ্‌স্ সাহেব স্বধু একজন কৃতী প্রয়োজক নহেন—ভালো সঙ্গীত বিশারদও বটেন।

*　　　*

স্থানীয় "পিক্‌চার হাউসে" সম্প্রতি "সৌন্দর্য্যের দাম" (Beauty's worth) নামক যে ছবি দেখান হলো, তাতে নায়িকার অংশে অভিনয় ক'রেছেন বিখ্যাতা অভিনেত্রী শ্রীমতী মেরিয়ন ডেভিস্। মেরিয়ন ডেভিস শ্রী-যুক্তা তাঁর নীল চোখ আর সোনালি চুলে তাঁকে খুব সুন্দর দেখায়। তিনি ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

*　　　*

এ যুগের মেয়েরা অনুচিত রকমের বেশী স্বাধীনতা পেয়েছেন কিনা এ বিষয়ে কয়জন অভিনেতা অভিনেত্রী মতামত প্রকাশ ক'রেছেন। শ্রীযুক্ত জন্ বাওয়ার্‌স ব'লেছেন মেয়েদের রক্ষা করা, তাদের উপর চোখ রাখা খুবই কর্ত্তব্য কেননা তাদের বিপদ অনেক রকমেই ঘটতে পারে। যারা এই রক্ষণ প্রবৃত্তিটুকু সহ্য কর্‌তে চায়না—একেবারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চায়, তারা এই সব বিপদের বিষয় খেয়াল রাখে না। শ্রীমতী ডোরোথি ম্যাকাইল ব'লেছেন কেবল যারা সেকেলে বা সেকেলে মতিগতি পোষণ করে তারাই এ যুগের মেয়েদের বুঝতে পারে না আর নিন্দা করে। এখনকার মেয়েরা নিজেদের ভার নিজেরা নেবার যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে, তাদের দরজার জন্যে হুড়্‌কো তৈরী কর্‌বার দরকার নেই। এ কালের মেয়ে কি ক'রে সেকেলে হবে? কালের, যুগের, আব্‌হাওয়ার প্রভাব ছাড়ালে তার জীবন অসম্ভব রকমে পেছিয়ে পড়্‌বে। শ্রীযুক্ত হোবার্ট বস্‌ওয়ার্থ প্রৌঢ়; সুতরাং তিনি প্রাচীনদের পক্ষেই মত দেবেন সকলে ভেবেছিল। কিন্তু তিনি একালের মেয়েদেরই পক্ষ সমর্থন ক'রেছেন। তিনি ব'লেছেন সেকালের মেয়েরা মনোমত স্থানে যেতে হ'লে লুকিয়ে বা জানালা দিয়ে পালিয়ে সেখানে যেত; একালের মেয়েরা ব'লে যায় আর সদর দরজা দিয়েই যায়। মেয়েদের গতিবিধি বাপ্ মার জানা ভালো, তাতে অনেক উপকার হয়। কিন্তু অযথা বা অনাবশ্যক বাধা নিষেধের দ্বারা তাদের কুণ্ঠিত করা উচিত নয় কারণ তা হ'লে তাদের দৈহিক ও মানসিক স্বাধীন ও সুন্দর বিকাশের বিঘ্ন ঘটবে। শ্রীমতী গ্ল্যাডিস্ ব্রক্‌ওয়েল ব'লেছেন এ কালের মেয়েরা চমৎকার আর তারা নিজেদের

দায়িত্ব নিজেরাই উপযুক্ত রূপে নিতে পারে। শ্রীযুক্ত পল্ নিকলসন্ ব'লেছেন মেয়েদের খুব বেশী স্বাধীনতা দেওয়া অনুচিত, মাতা পিতার শাসন-প্রভাব তাদের উপর থাকা উচিত।

* *

ডগ্‌লাস্ ফেয়ারব্যাঙ্কস্ খুব ভ্রমণ করেন; কোনো সাপ্তাহিক পত্রের প্রতিনিধিকে তিনি বলেছেন যে প্রতিদিন তিনি প্রায় কুড়ি মাইল অর্থাৎ ৩৬৫ দিনে তিনি প্রায় সাত হাজার তিন্‌শো মাইল পদব্রজে ভ্রমণ করেন।

ডন্ আল্‌ভারডো নামক একজন স্পেন দেশীয় যুবককে ঠিক রাড্লফ্ ভ্যালেন্‌টিনোর মত দেখ্‌তে—প্রধানতঃ এই সৌভাগ্যের জন্য তাঁকে চলচ্চিত্রে সামান্য ভূমিকার পরিবর্ত্তে শ্রেষ্ঠ ভূমিকায় অভিনয় ক'র্‌তে দেওয়া হবে।

* *

আমরা গতবারের 'রঙ্গরেণুতে' যে রিচার্ড টাল্‌মাজের কথা লিখেছিলাম, কেউ কেউ জান্‌তে চেয়েছেন নরমা টাল্‌মাজের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্বন্ধ আছে কিনা; রিচার্ড টাল্‌মাজের সঙ্গে তাঁদের কোনই সম্পর্ক নাই।

* *

জগতের প্রত্যেক মানুষেরই একটা না একটা পছন্দ না হবার মত জিনিস আছে। তাঁদের কি কি ব্যাপার চক্ষুশূল কয়েকজন বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা ও অভিনেত্রী তা জানিয়েছেন। শ্রীযুক্ত মিল্‌টন্ সিলস্ ব'লেছেন, যে মানুষ কেবল নিজের কথাই
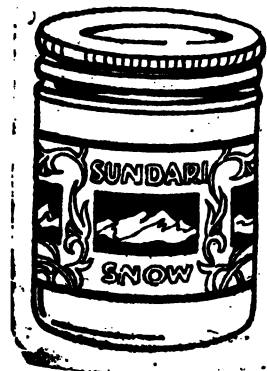
বলে, ভালো ভালো বই প'ড়েছে, বড় লোক-দের সঙ্গে পরিচিত জানাতে চায়, পৃথিবীর সবদেশেরই খবর দেয়, এই রকম "সবজান্তা হাম্‌বড়া" লোককে তিনি দেখ্‌তে পারেন না। শ্রীযুক্ত রিচার্ড বার্থেলমেস্‌ বলেছেন চলচ্চিত্রে তাঁর নিজের অভিনয় দেখ্‌তে তাঁর বিরক্তি বোধ হয়। শ্রীযুক্ত বেন্‌লায়ন ব'লেছেন "গল্‌ফ" খেলায় তার বাহাদুরী সে লোক ঘোষণা করে তিনি তেমন লোক্‌কে ঘৃণা করেন। শ্রীমতী বারবারা লা মার ব'লেছেন জল্‌পাই, পিঁয়াজ, রেলের "টাইম্‌ টেব্‌ল্‌", এই সব জিনিসকে আর যে প্রযোজক খামকা অভিনেত্রীদের বসিয়ে রাখে, তাকে, তিনি খুব ঘৃণা করেন। সব চেয়ে বেশী ঘৃণা করেন ঐরকম প্রযোজককে। শ্রীমতী ডাগ্‌মার গডৌস্কি বলেন তিনি 'ফটো' তোলা অত্যন্ত পছন্দ করেন— চলচ্চিত্রের 'ফটো' নয়—সাধারণ গতিহীন প্রাণহীন "ফটো"। শ্রীমতী ম্যাজ্‌ কেনেডি ব'লেছেন অভিনয়ের জন্য "মেক্‌ আপ্‌"—করা তাঁর পক্ষে খুবই বিরক্তিকর। শ্রীমতী এস্‌টেল টেলার ব'লেছেন কোন ইমারতে উঠানামার জন্য যে "লিফ্‌ট" ব্যবহৃত হয়, তা' তাঁর চক্ষুশূল। "লিফ্‌টে" উঠ্‌লেই তাঁর শরীর মন অসুস্থ হয়।

* *

শ্রীমতী এ্যাল্‌মা রুবেন্‌স্‌ বলেন "খুব সুন্দরী না হ'লে, রোজ ট্যাক্সি ভাড়াতে চার টাকার বেশী খরচ কোরো না"।

* *

শ্রীমতী মেরি পিক্‌ফোর্ডকে গুম্‌ ক'রে, তাঁর মালিকের কাছ থেকে মুক্তির মূল্য স্বরূপ প্রচুর অর্থ আদায় ক'র্‌বে কয়েকজন দুর্বৃত্ত এই রকম ষড়যন্ত্র ক'রেছিল; কিন্তু আগেই ধরা প'ড়ে গেছে। তারা কিন্তু যদি শ্রীমতীকে গোপন ক'রে রাখ্‌তো আর শ্রীযুক্ত ডগ্‌লাস ফেয়ারব্যাঙ্ক্‌স্‌কে তাঁকে উদ্ধার ক'রে আন্‌তে হোতো, তাহ'লে চলচ্চিত্রের একটা আশ্চর্য্য রকম ঘটনা হোতো। ষড়যন্ত্রকারীদের দুর্গতিতে একখানা খুব চমৎকার ছবির সম্ভাবনা মারা গেল।

অবৈতনিক নাট্যসমাজের নূতন সংবাদ !
সুপ্রসিদ্ধ
কর্ত্তৃক
মহাকবি গিরিশচন্দ্রের
মর্ম্মস্পর্শী বিয়োগান্ত পঞ্চাঙ্ক নাটক
প্রফুল্ল
নাট্যাচার্য্য
শ্রীযুক্ত ভুবনেশ মুস্তফী
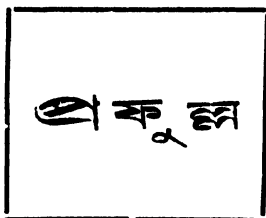
বাঙ্‌লা নাট্য-সাহিত্যে-"সীতা"

শ্রীনরেন্দ্র দেব

সীতার বনবাস কাহিনীকে নাটকের উপাদানরূপে ব্যবহার ক'রেছেন বাঙ্‌লায় সর্ব্ব প্রথম গিরীশচন্দ্র। তারপর আমরা পেয়েছি দ্বিজেন্দ্রলালের অপূর্ব্ব নাট্য-কাব্য "সীতা"। এখন আবার এসেছে নবীন নাট্যকার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'বাইরের প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে লেখা' আর একখানি "সীতা"।

বাংলা নাট্য সাহিত্যের—এই তিন খানি "সীতা"কে পাশাপাশি নিয়ে তুলনামূলক সমালোচনা ক'রে দেখলে একটা জিনিষ আমাদের দেখবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হ'বে এই যে এদেশের নাট্য সাহিত্য ক্রমোন্নতির ধারানুসারে ধীরে ধীরে উৎকর্ষের উচ্চস্তরের অভিমুখে অগ্রসর হ'চ্ছে কি না?

এদেশের রঙ্গালয় সৃষ্টি হবার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্‌লার নাট্যসাহিত্য যে'টুকু গ'ড়ে উঠেছে সে যে কত অকিঞ্চিৎকর সেটা বেশ স্পষ্ট উপলব্ধি ক'রতে পারা যায় যখন আমরা ভারতের বাইরের কোনোও উন্নত জাতির নাট্যসাহিত্যের সন্ধান নিতে বসি! স্বাজাত্যাভিমান যতই কেন আমাদের প্রবল থাক্‌না, আমরা যে নাট্যসাহিত্য ও নাট্যশিল্পের দিক দিয়ে এখনও অনেক পিছিয়ে পড়ে আছি—একথা অস্বীকার ক'রলে সত্যের অপলাপ করা হবে।

১৮৮১ খৃঃঅব্দে আধুনিক বিলুপ্ত ন্যাশন্যাল থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের "সীতার বনবাস" প্রথম অভিনীত হ'য়েছিল, সে আজ প্রায় চুয়াল্লিশ বৎসর আগেকার কথা। তখন সবে সেই পাঁচ সাত বৎসর মাত্র এদেশে রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হ'য়েছে। ৺অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তফীর কোনও একটি স্মৃতি-সভায় নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু মহাশয়ের মুখে আমরা একবার শুনেছিলেম যে সে যুগে রামা জেলে বা হ'রে ধোপাও যদি হাতে একটা চামর নিয়ে, আর গলায় একখানা রামধনু রংয়ের সিল্কের চাদর জড়িয়ে চোখ মুখ ঘুরিয়ে, হাত পা ছুঁড়ে, সুর করে খুব খানিকটা চেঁচিয়ে বেহুলার ল'খিন্দরের অংশ অভিনয় ক'রতো তখনকার দর্শকেরা তাই দেখেই মুগ্ধ হ'য়ে শত মুখে প্রশংসা ক'রতো। নাটক ও নাট্যশিল্পের কদর যে সে যুগের দর্শকেরা কিছুই বুঝ্‌তেন না তার উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেছেন যে তাঁরা একবার কোনও

একখানি নাটকের অভিনয়ে নায়কের গৃহত্যাগের সময় অনুযায়ী রঙ্গমঞ্চে বর্ষার সজল শ্যামশোভা ফুটিয়ে তুলেছিলেন এবং কয়েক দৃশ্য পরে নায়ক যখন গৃহে প্রত্যাগমন ক'রছেন তখন শীতকাল বলে তাঁরা শীতের হিমকর স্পর্শে বিশীর্ণ ও ম্লান প্রকৃতির অতি চমৎকার বাস্তব দৃশ্যের অবতারণা করেছিলেন, কিন্তু দর্শকেরা কেউ সেটা লক্ষ্য করেননি, সুতরাং তাঁদের পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল!

কিন্তু আজ আর সেযুগ নেই। এখনকার দর্শকেরা আর খেলো জিনিসে খুসি হয় না। তারা এখন নাটক ও নাট্য-কলার বিশ্লেষণ ক'রে অভিনয় দেখ্‌তে শিখেছে, দৃশ্যপট, পোষাক পরিচ্ছদ, সাজসরঞ্জাম, অভিনয়নৈপুণ্য প্রয়োগ-দক্ষতা, ও নৃত্যগীত সম্বন্ধে সূক্ষ্ম সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে বিচার কর্‌তে শিখেছে, সুতরাং এযুগে যদি তাদের সেই চুয়াল্লিশ বৎসর আগেকার রচিত "সীতার-বনবাস" খানি নিয়ে কোনও অভিনেতৃ সম্প্রদায় অভিবাদন ক'র্‌তো তাহ'লে গিরিশচন্দ্র সীতার বনবাসে সেযুগে যে খ্যাতি অর্জ্জন ক'রেছিলেন তা একেবারে মিথ্যা হ'য়ে যেতো!

নবীন নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর রচিত সীতা নাটক খানি রঙ্গসম্পদে, ঘটনা সমাবেশের দিক দিয়ে, নাট্যকলার বৈচিত্র্যের হিসাবে এবং চরিত্রচিত্রণের দিক দিয়ে গিরিশচন্দ্রের সীতার বনবাসের তুলনায় অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ হ'লেও বাংলা নাট্যসাহিত্যে এই নবঅভ্যাগত শিল্পী দ্বিজেন্দ্রলালের সীতাকে কেবলমাত্র তৃতীয় অঙ্কের কয়েকটি দৃশ্যছাড়া আর কোনও দিক দিয়েই ছাড়িয়ে উঠ্‌তে পারেননি। গিরিশচন্দ্রের "সীতার বনবাস" সম্পূর্ণ কৃত্তিবাসী রামায়ণের উপরই প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল ও যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'সীতা' বাল্মীকির অনুসরণে রচিত হ'লেও তার মধ্যে ভবভূতির ছাপটাই সব চেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যোগেশ বাবুর নাটকখানিতে আবার ভাষার দিক দিয়ে গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান।)

শেষোক্ত 'সীতা' নাটকের সমালোচনা সম্পর্কে কোনও কোনও কাগজে তার নাটকত্বের বিচারটুকু বাদ প'ড়ে গিয়ে একটা চীৎকারই খুব বেশীরকম শোনা গিয়েছিল, সেটা হ'চ্ছে—"বাল্মীকি-বধ"! এই কাল্পনিক হত্যাবিভীষিকা নাটকখানির রসাস্বাদন থেকে দুর্ভাগার মতো হয়ত' অনেককেই বঞ্চিত ক'রে রেখেছে। তাঁরা হয়ত' জানেন না যে বাল্মীকিকে যদি কেউ বধ ক'রে থাকে ত সে দোষের জন্য স্বয়ং কৃত্তিবাসই সর্ব্বপ্রথম অপরাধী! কৃত্তিবাসের রামায়ণকে বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদত' বলা চলেই না, এমনকি বাল্মীকির অনুসরণও বলা যেতে পারে না। কৃত্তিবাসের রামায়ণকে অসঙ্কোচে কবির রচিত একখানি নূতন

ও মৌলিক কাব্য বলা যায়। তিনি লক্ষ্মণের মুখ দিয়ে "হনিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকয্যাসক্ত মানসম্" ইত্যাদি ভয়াবহ উক্তি না শুনিয়ে লক্ষ্মণকে চিরপূজ্য ক'রে রেখেছেন। অপূর্ব্ব ভ্রাতৃস্নেহের পরাকাষ্ঠা দেখাবার জন্য তিনি সীতার নিকট ভরত সম্বন্ধে রামের সেই উক্তি যে "ভরতের সম্মুখে তুমি আমার প্রশংসা কো'র না, কেননা "ঋদ্ধিমন্তো হি পুরুষাঃ ন সহন্তে পরস্তবম্" এসব অতি যত্নের সঙ্গে পরিহার ক'রেছেন। কৃত্তিবাসের সময় বাংলার সমাজের আদর্শ হীন হ'য়ে পড়েছিল, পাছে কলুষ স্পর্শে কলঙ্কিত হ'য়ে ওঠে, পাছে ব্যাভিচার প্রবেশ করে এ আশঙ্কায় তখনকার সমাজ সর্ব্বদা ভয়ে সন্ত্রস্ত ছিল এই জন্যই কৃত্তিবাসের রাম স্বয়ং সীতার চরিত্রে সন্দিহান হ'য়েছিলেন এবং স্বামীর নিকট সন্দেহের তাড়া খেয়ে বাঙালী ঘরের ভীরু মেয়েটির মতোই কৃত্তিবাসের সীতা আপন দোষ স্খালনের জন্য ব'লছেন—

"বাল্যকালে খেলিতাম বালক মিশালে।
স্পর্শ নাহি করিতাম পুরুষ ছাওয়ালে॥"

অর্থাৎ "আমি এমনিই সতী যে ছেলেবেলায় খেলার ছলেও কখনও পুরুষ ছেলেকে পর্য্যন্ত স্পর্শ করিনি!" বলাবাহুল্য যে বাল্মীকির মূল রামায়ণে সীতা মহীয়সী সাম্রাজ্ঞীর ন্যায় তেজস্বিনী, তাঁর চরিত্রে এই মিথ্যা ছলনা ও হেয় হীনতার লেশ মাত্র নাই।

কৃত্তিবাসের অনুসরণ করায় গিরিশচন্দ্রের রামও নিতান্ত অর্ব্বাচীনের ন্যায় যে স্বয়ং সীতার চরিত্রে সন্দিহান হ'য়ে তাঁকে কেবল বনবাসে নির্ব্বাসিত করেছিলেন তাই নয়ঃ গিরিশচন্দ্রের রাম বটতলার উপন্যাসের নায়কের মতো দুশ্চরিত্রা স্ত্রীকে হত্যা করবার সঙ্কল্প পর্য্যন্তও ক'রেছিলেন। তিনি লক্ষ্মণকে ডেকে বলছেন :—

"শুন শুন প্রাণের লক্ষ্মণ,
দুষ্টা নারী সীতা
চিত্রি রাবণের অবয়ব
হানি বাজ লাজে
অশোক কানন মাঝে
স্বচক্ষে দেখেছি, সীতা ঢালিয়াছে কায়
রাক্ষস ছবির পরে!
কাপুরুষ মম সম
কে কবে জন্মেছে রঘুকুলে?
পাপের সঞ্চার
নাহি জানি কি হেতু রমণী বধে!
কলঙ্কিনী বধিলে কি দোষ?"

কিন্তু, দ্বিজেন্দ্রলালের রাম দুর্ম্মুখের নিকট অযোধ্যার পৌরজনের সীতার প্রতি সন্দেহের কথা শুনে ব'লছেন

"পুণ্যময়ী গৃহলক্ষ্মী, পতিপ্রাণা রাণী,
রাজলক্ষ্মী, তারে এই বক্ষ হতে টানি
ছিঁড়িয়া লইতে চাস্ রে অযোধ্যাবাসী?
অলক্ষ্মী অসতী সীতা? হায় অবিশ্বাসী
পৌরজন! তারা জানে সীতার চরিত্র
আমার চেয়ে কি? পবিত্র কি অপবিত্র
সতী কি অসতী সীতা আমার?"

যোগেশবাবুর রাম যেন দ্বিজেন্দ্র লালের রামেরই প্রতিধ্বনি ক'রে ব'লছেন :—

"পুণ্যবতী জনক তনয়া
পবিত্রতা আকার ধারিণী!
ভাগীরথী পূতবারি সমা
তীর্থ রেণু মত যিনি আপনার আপনি পাবন
মূর্খ পৌরজন, কহে অপবিত্রা তাঁরে!
অগ্নিসমা পরিশুদ্ধা

রাজর্ষি জনক গৃহে জন্ম যাঁর
হোম যজ্ঞে পুণ্যফল সম
অপবাদ তাঁর ?—"

তবে দ্বিজেন্দ্র লালের রাম গুরু বশিষ্ঠের আদেশে উপদেশে ও পরামর্শ মতে সীতাকে পরিত্যাগ করতে সেই 'অতি তিক্ত পানীয়' গ্রহণে ও 'একান্ত অসাধ্য কার্য্য' ক'রতে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই স্বীকৃত হয়েছিলেন, কিন্তু যোগেশবাবুর প্রজানুরঞ্জনে প্রতিশ্রুত সত্যব্রত রাম দুর্ম্মুখের মুখে বার্ত্তা শোন্‌বামাত্র আপন হিতাহিত বিবেচনা অনুসারে নিজেই নিজের কর্ত্তব্য স্থির করে ফেলেছেন। মনস্তত্বের দিক দিয়ে মানুষ হিসাবে দ্বিজেন্দ্র লালের রাম সহজ সরল সাধারণ মানুষের মতোই হয়েছে, কিন্তু যোগেশবাবুর রাম মানুষ হ'লেও এইখানে তিনি শ্রেষ্ঠ মানুষের পরিচয় দিয়েছেন। রামের এই শ্রেষ্ঠ মানবতা অর্থাৎ সাধারণ মানুষের চেয়ে তিনি যে একটু উচ্চ শ্রেণীর জীব এই তত্বটা যোগেশবাবুর নাটকোল্লিখিত রাম-চরিত্রের আরও নানাস্থানে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। গুরু বশিষ্ঠের আজ্ঞার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হ'য়ে রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ স্থগিত রাখবার আদেশ দেওয়ায়, মহতী রাজসভাতলে, সমবেত প্রজাগণ, সপ্তর্ষী মণ্ডল ও ক্ষত্রিয় রাজন্য বর্গের সম্মুখেই, বশিষ্ঠেরই অনুরোধে শপথকরণোদ্যতা জানকীকে বজ্র নির্ঘোষে নিষেধ করায়—"না-না-সীতা! শপথ করিতে তোরে দিবনাক' আমি। রাজ্য যাক্ রসাতলে, রাজ্য নাহি চাই, তোরে ল'য়ে সন্ন্যাসী হইব!" ইত্যাদি বাক্যে ও আচরণে রাম যে নিতান্ত একজন সাধারণ লোক নন, তিনি যে মূর্খের মতো নির্ব্বিচারে সব সময় গুরুর অঙ্গুলীহেলনেই উঠ্‌তেন বসতেন না, এটা খুব প্রত্যক্ষভাবে আমরা জান্‌তে পারি। দ্বিজেন্দ্র লালের শ্রেষ্ঠ মানুষ চন্দ্রগুপ্তও এই জন্যই মন্ত্রী ও গুরু চাণক্যের অনেকবার অবাধ্য হ'য়েছিলেন।

(ক্রমশঃ)

সিরিয়াল ছবি

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সিরিয়াল ছবির সম্বন্ধে কিছুকাল পূর্ব্বে নাচঘরে একটু আলোচনা করিয়াছিলাম। তখন বলিয়াছিলাম, মাসিকপত্রে যেমন ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাস, ফিল্মে সিরিয়াল ছবির আকর্ষণও ঠিক তেমনি। ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাসে সকল পাঠকের যেমন রুচি নাই—একটু পড়িয়া আবার কবে একমাস পরে আর একটু পড়িব! সিরিয়াল ছবির সম্বন্ধেও দর্শকেরা ঠিক ঐ কথাই বলেন,—খানিকটা আজ দেখিয়া আবার এক সপ্তাহ পরে আর একটু দেখিব ইহাতে ধৈর্য্য থাকে না; তাছাড়া যাহারা ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাসের পাঠক ও সিরিয়াল ছবির দর্শক—দুজনেরই স্মরণশক্তি একটু প্রখর থাকা আবশ্যক। না হইলে সব মাটী।
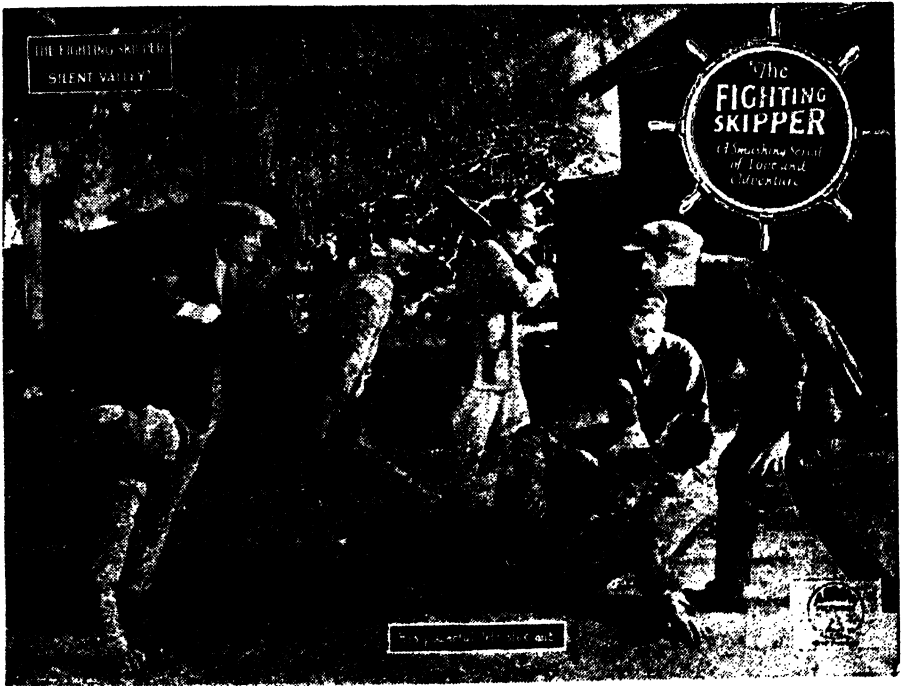
ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাস পাঠে আমারও কোনকালে যেমন রুচি নাই—সিরিয়াল ছবিও দেখিতেও তেমনি আতঙ্ক হইত। 'হইত' বলিলাম; কারণ, সম্প্রতি কয়েকজন বন্ধুর অনুরোধে এবং কতক কার্য্যানুরোধেও কয়েকখানি সিরিয়াল ছবি দেখিয়াছি। বহু সিরিয়ালেই ঘটনার সমাবেশ এমন আজগুবি ও অসম্ভব করা হইয়াছে যে

দেখিলে চট্ করিয়াই মনে হয় অনাবশ্যক দীর্ঘ করিয়া তোলাই ফিল্ম-রচয়িতার উদ্দেশ্য। অবশ্য সব সিরিয়াল সম্বন্ধেই এ কথা খাটে না; যেগুলির সম্বন্ধে খাটে, সেগুলির মধ্যেও একটা জিনিষ উপভোগ করিবার আছে—সেটি, এমন জায়গায় এক একটা খণ্ড শেষ করা গিয়াছে যে কৌতূহলে মন একেবারে পাগল হইয়া উঠে—নিশ্বাস বন্ধ হইবার জো। সিরিয়ালে সব চেয়ে উপভোগ্য thrills, সিরিয়ালে গল্পের গাঁথুনিতেও বেশ মাথা খেলাইতে হয়। নেহাৎ 'প্রহ্লাদ চরিত্র' গোছ সিরিয়ালের কথা বলিতেছি না, অবশ্য। **Adventures of Tarzan, Romance of Tarzan, Plunder** প্রভৃতি সিরিয়াল ছবিগুলি আমার তো ভালোই লাগিয়াছে। সিরিয়ালে মাত্র একটা বিশেষত্ব

এই যে ইহাতে নানা জিনিষের অবতারণা করা যাইতে পারে, জন্তু-জানোয়ার, নানা দেশের লোক,—এ গুলোও বৈচিত্র্য হিসাবে কম উপভোগ্য নহে। উহার সঙ্গে অভিনয়

যদি ভাল হয়, তাহা হইলে সিরিয়াল কেন যে সকলের আদর না পাইবে, ভাবিয়া পাই না! দেশী ছবি এমনি তো প্রথম শ্রেণীর দাঁড়াইতেছে না—১০০০ ফুট ছবিতে ও গলদ থাকিতেছে বিস্তর! না হইলে দেশী কোম্পানিকেও সিরিয়ালে রামায়ণ মহাভারতের ছবি তুলিতে অনুরোধ করিতে পারিতাম।

সম্প্রতি একখানি সিরিয়াল বিদেশে বেশ পসার করিয়াছে তার কারণ, ইহাতে ঘটনার বৈচিত্র্য আছে এবং নামজাদা অভিনেতা অভিনেত্রীরা অভিনয়ও যা করিয়াছেন, তা আর্টিষ্টিক, এবং উঁচু দরের। ফিলম্ খানির নাম **The Fighting Skipper,** নাবিক জীবনের একটি কৌতূহলোদ্দীপক প্লটকে কেন্দ্র করিয়া ইহাতে নানা ঘটনার অবতারণা করা হইয়াছে—যথা বেদুইনদের কীর্ত্তিকলাপ

তাদের জীবনের দ্বন্দ্ব এগুলা বইতেই পড়িয়াছি—এগুলার জীবন্ত ছবি বেশ অভিনবত্বের সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে—

ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন
চরণ তলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন!

পড়িতেই একটা ধূ ধূ মরুর কল্পলোক চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে; তার ছবি যদি কেহ আঁকিয়া চোখের সামনে ধরে তবে না। জানি সে আরো কত রমণীয় হয়, এ ছবিতে এমনি রমণীয়তা আছে! তার উপর প্রসিদ্ধ

ডিরেকটর ফ্রান্সিস্ ফোর্ড একটি নায়কের ভূমিকায় নামিয়াছেন, আর একটি নায়কের ভূমিকায় নামিয়াছেন, জ্যাক পেরিন্। Liberty, Lucille Love প্রভৃতি প্রসিদ্ধ চিত্রনাট্যগুলিতে এই জ্যাক পেরিন অসাধারণ অভিনয় কৃতিত্ব দেখাইয়া জনপ্রিয় হইয়াছেন। নায়িকার ভূমিকা লইয়াছেন, এক তরুণী অভিনেত্রী পেগি ও'দে। এঁর যেমন সুশ্রী চেহারা অভিনয়েও তেমনি কৃতিত্ব। তা ছাড়া এ পর্য্যন্ত যে সব সিরিয়াল দেখিয়াছি তাহাতে বীররস, রৌদ্ররস, করুণ রস, প্রভৃতিই শুধু জমিয়াছে হাস্যরসের নামগন্ধও

ছিল না। এ চিত্রনাট্যে হাস্যরসও প্রচুর! যাঁরা thrills ভালবাসেন, তাঁরা এ ছবিতে পর্য্যাপ্ত খোরাক পাইবেন। ইহাতে জলে স্থলেই বিরোধ দ্বন্দ্ব শুধু দেখান হয় নাই। আকাশ পথেও সে দ্বন্দ্বের লীলা খুব চলিয়াছে। এ সিরিয়ালে দুর্জ্জয় সাহসিকতার ছবি চূড়ান্ত ফুটানো হইয়াছে। যাঁরা সূক্ষ্ম রসের পিয়াসী তাঁদের কেমন লাগিবে জানি না,—তবে সংসারের তাপ-ক্লেশে ক্লিষ্ট মানবমনের এ ছবি দেখিয়া আমোদে কাটিবে নিশ্চয়। এ চিত্রখানি শীঘ্রই কলিকাতার আলবিয়ন থিয়েটারে দেখান হইবে।

সমালোচনা।

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত বিষয়ক সচিত্র বাংলা মাসিক পত্রিকা। প্রকাশক শ্রীযুক্ত আর, বি, দাস, কলিকাতা মিউজিক হল ৮। সি লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দ্বিতীয় বর্ষের বৈশাখের বিশেষ সংখ্যা মূল্য ।৵০ ছয় আনা (বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা) বাংলা দেশে বর্ত্তমানে সঙ্গীত বিষয়ক কোন পত্রিকা নাই। আমরা এই পত্রিকাখানি পাঠ করিয়া খুব আহ্লাদিত হইয়াছি। ইহাতে সুপ্রসিদ্ধ গায়কগণের গান, বিশুদ্ধ স্বরলিপি, রাগ রাগিণীর বর্ণনা, হারমনিয়মাদি যন্ত্রশিক্ষা সম্বন্ধে সরল উপদেশ অধিকন্তু মঞ্চ স্বরলিপি আছে। পত্রিকা খানি সঙ্গীত শিক্ষার্থ ও সঙ্গীতামোদী সকলের পক্ষেই উপযোগী হইয়াছে। এই পত্রিকার প্রধান লেখক লেখিকাগণ সকলেই সঙ্গীত জগতে সুপরিচিত! আশা করি পত্রিকাখানি সর্ব্বসাধারণে যথেষ্ট সমাদৃত হইবে। আমরা ইহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

১৩৪ [মূল্য দুই পয়সা] নাচঘর [Reg. No. C. 1304.

মনোমোহন-নাট্যমন্দির

৬৮ বি, বিডন ষ্ট্রীট] [ফোন নং ১৭১৭ বড়বাজার

শনিবার ৬ই আষাঢ়, ২০শে জুন, রাত্রি ৭॥০ টায়

পরদিন রবিবার বৈকাল ৪॥০ টায়

যোগেশবাবুর অভিনব পৌরাণিক নাটক

(৯৬ ও ৯৭ অভিনয় রজনী।)

রাম—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

সীতা—শ্রীমতী প্রভা

বুধবার ১০ই আষাঢ়, ২৪ই জুন, রাত্রি ৭॥০

নাট্যসম্রাট গিরীশচন্দ্রের পৌরাণিক মহানাটক

(মহাসমারোহে চতুর্থ অভিনয় রজনী।)

জনা—শ্রীমতী তারাসুন্দরী

প্রবীর—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

এখন হইতে প্রবেশ পত্র পাওয়া যায়

২০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বেঙ্গল প্রেসে—শ্রীপূর্ণচন্দ্র মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

নাচঘর

২য় বর্ষ
৮ম সংখ্যা

সম্পাদক
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১২ই আষাঢ়
১৩৩১

নাট্যজগৎ

আর্ট থিয়েটার অরোরা সিনেমার সাহায্যে দেশবন্ধুর অন্ত্যেষ্ঠি যাত্রার চলচ্চিত্র গ্রহণ করে সেই দিনই সে ছবি দর্শকদের দেখিয়েছেন। বাঙ্লার রঙ্গালয়ের পক্ষে এ একটা নূতন কীর্ত্তি; তাঁরা সেদিন একটি শোকোচ্ছ্বাসপূর্ণ কবিতাও মুদ্রিত করে সাধারণে বিতরণ করেছিলেন। এইরূপ উৎসাহ উদ্যম ও কার্য্যতৎপরতা যাদের বরাবর থাকে, ব্যবসায়ে উন্নতি ও সাফল্য লাভ তাদের কোনও দিনই প্রতিহত হয় না। তবে একথাটাও তাঁদের বলা দরকার যে সেদিনটা অভিনয় বন্ধ ক'রে দেওয়াটাই কি তাদের প্রধান কর্ত্তব্য বলে বিবেচনা করা উচিত ছিল না?

* *

মনোমোহন নাট্যমন্দিরে গত শুক্রবার অভিনয় আরম্ভ হবার পূর্ব্বে দেশবন্ধুর স্মৃতি পূজার আয়োজন হয়েছিল। তাঁর একখানি পূর্ণাবয়ব তৈল-চিত্র পুষ্পমাল্যে সুশোভিত ক'রে রঙ্গপীঠে স্থাপনপূর্ব্বক ধূপ ধুনা দীপাদির দ্বারা তাঁর অর্চ্চনা ক'রে নাট্যমন্দিরের অভিনেতৃবৃন্দ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র কুমার রায় বিরচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে গান করেছিলেন। সমস্ত দর্শকবৃন্দ দণ্ডায়মান হ'য়ে এই স্মৃতি তর্পণে শ্রদ্ধার সহিত যোগ দিয়েছিলেন।

* *

গান।

চিত্ত-হরণ চিত্ত-কমল আগুন-তাপে
কোথায় ঝরে,—
চিতার ধুলায় চিতার ধুলায় আকাশ
ভরে' বাতাস ভরে!
অন্ধকূপের অন্দরেতে শিকলখোলা
গান শুনিয়ে,
কর্‌লে বিরাজ যে রাজরাজ স্বরাজ-পূজার
দীক্ষা দিয়ে,
ভারত-রথের সারথী যে,—মরণ তাঁরে
অমর করে।
ভাব-ভারতের মনের মানুষ!
ছত্রবিহীন ছত্রপতি!
বাংলা-মায়ের ঠাকুর-ঘরে দীপালি যার
আত্ম জ্যোতি!
স্বাস্থ্য দিয়ে, শক্তি দিয়ে, বিলিয়ে দিয়ে
রাজার পুঁজি,
কোন্ দধীচি জন্মালে ফের জেলখানাতে
তীর্থ খুঁজি!
জ্বলৎ স্মৃতি জাগ্‌বে নিতি,—বাঁচ্‌বে
জাতি তোমার বরে!

* *

গত সংখ্যার "নবযুগ" মনোমোহনে পরিবর্ত্তিত জনার বিষয় লিখ্‌তে ব'সে, 'নাচঘরে'র উক্তির যে বালসুলভ হাস্যকর প্রতিবাদ করেছেন, তাহার কোনও জবাব দেওয়ার ইচ্ছা ছিলনা কিন্তু পত্রিকার নাম "নবযুগ" রেখে যাঁরা তার মধ্যে পুরাণের পনেরোআনা কাল্পনিক ও অসম্ভব রূপকথা গুলিকে হিন্দুর ধর্ম্ম-পদ্ধতি বলে প্রচার ক'রতে চান, অর্থাৎ এই বিংশ শতাব্দীতেও সংস্কারের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে যাঁরা 'নবযুগের' ছদ্মবেশে শিক্ষিত লোকদেরও ঠকাবার চেষ্টা ক'রতে উদ্যত হয়েছেন, তাঁদের "নবযুগ" নামের মুখোসটা কেড়ে নেওয়া দরকার ব'লে মনে হচ্ছে।

নাট্যমন্দিরের জনা নাটক পরিবর্ত্তিত আকারে অভিনয় হওয়াতে তাই নিয়ে সংবাদ পত্রে যে দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত মতের অভ্যুদয় হ'য়েছে সেই সম্বন্ধে 'নবযুগ' বলছেন "এরূপ মতদ্বৈধের সমাধান হওয়া দুরূহ" কিন্তু পর-ক্ষণেই সেইটিই সমাধান করবার জন্য তাঁরা নিজেরাই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন! তাঁরা বল-ছেন "একদল দেখছেন আধুনিক সভ্যতার সবুজ চশমার ভিতর দিয়া অপরদল দেখছেন হিন্দুর দৃষ্টি লইয়া" অর্থাৎ নবযুগের মতে হিন্দুর দৃষ্টি 'সবুজ চশমা' পরে না অতএব 'নবযুগও' হিন্দুবলে 'আধুনিক সভ্যতার (নবযুগের নয়?) সবুজ চশমা' না পরে 'হিন্দুর দৃষ্টি' নিয়েই দেখেছেন এবং নিশ্চয়ই 'হিন্দু কালি-কলমে হিন্দু কাগজে 'হিন্দু চা' পান করতে করতে এই 'হিন্দু' সমালোচনাটি লিখেছেন!

*

'সবুজ' হচ্ছে তাজা ও সজীবের রং। যৌব-নের ও প্রাণের বর্ণই হচ্ছে নবদূর্ব্বাদলশ্যাম! সুতরাং 'সবুজ' চশমা পরে আধুনিক সভ্যতা তাজা ও সবুজেরই সন্ধান পায়, যৌবনের ও প্রাণেরই পরিচয় পায়। কিন্তু 'হিন্দুর দৃষ্টি, তার জরাজীর্ণ প্রাচীন সঙ্কীর্ণতা নিয়ে কেবল মৃত অতীতের নিস্পন্দ দেহের প্রতি অশ্রু-সজল দৃষ্টিতে চেয়ে সহমরণের অপেক্ষায় বসে আছে!

* *

সে যাই হোক্ 'সবুজ চশমা' কথাটা যে ইংরাজী প্রবাদ বাক্যটীর অনুবাদ, তার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত থাকলে 'নবযুগ' কখনই ও কথাটার এরূপ অপপ্রয়োগ ক'রতেন না। Looking through a pair of green spectacles' এই কথাটি কেবল তখনই ব্যবহার হ'তে পারে যখন কোনও লোক প্রকৃত জিনিসকেও বিকৃত দেখে! 'নবযুগ' আগে এটি শিক্ষা করে পরে যেন যথাযোগ্য স্থানে ব্যবহার করেন এই আমাদের বিনীত নিবেদন।

* *

'নৈরেকারের দল' 'ব্রাহ্ম জনা' কোলা-পাহাড়ের দল' ইত্যাদি কথা সম্প্রদায় বিশে-ষের প্রতি অতি হীন কটাক্ষসূচক হলেও ওটা সাকার হিমালয় তুল্য খাঁটি পৌরাণিক হিন্দুর যথাযোগ্য উক্তি বলে আমরা না হয় মেনে নিতে পারি, কিন্তু ভাষার এই অপ প্রয়োগ আমাদের একেবারেই অসহ্য। এই খানে আমরা একটা অবান্তর প্রশ্ন করবো, 'দেশবন্ধুর' চিত্রের চারিপার্শে যে কৃষ্ণবেষ্টনী (Black Border) দেওয়া হয়েছে তা কোন হিন্দু পুরাণোক্ত শোকচিহ্ন? 'নাচঘর' শ্বেত উত্তরীয় ধারণ করেন।

* *

মাতৃ-অনুরাগী এক বীর সন্তানের বর্ণনা করতে গিয়ে যারা দম্পতীর প্রতি প্রযোজ্য ওই "সহকার বেষ্টিত লতার" উপমা দেন সাহিত্যের আইন অনুসারে তাঁদের ফাঁসি হওয়াই উচিত বলে মনে হয়। সহযোগী 'বাঙলা' কাগজেও 'জনার' সমালোচনায় দেখা গেল ওই একই দুর্লভ উপমাটি ব্যব-হৃত হয়েছে এবং রচনাও আগাগোড়া নব-

যুগেরই অনুরূপ সুতরাং মনে হ'চ্ছে সেই একই হিন্দু পাণ্ডিত্যের খাগের কলম কোনো বাঙলা কালীতে উভয়কেই 'দাগী' ক'রে ছেড়েছে।

*   *

'নবযুগ' বলেছেন সছিদ্র পুরাতন চালের ছিদ্রগুলি অনুসন্ধান ক'রে 'সেখানে গুঁজি দিতে পারলে আর জল পড়েনা।' এরূপ ব্যবস্থা দেওয়াটি একেবারে কাঁচা ঘরামীর মতোই হ'য়েছে। তাঁদের জেনে রাখা উচিত যে তালি ও তাপ্পি দিয়ে পুরাতন চালকে জোর করে বেশীদিন রাখবার চেষ্টা ক'রলে সেই চাল চাপা পড়েই একদিন গৃহস্থদের জীবনহানির আশঙ্কা আছে! সুতরাং অত্যধিক পুরাতন প্রয়াসীদের পরিণামও যে খুব আশাপ্রদ নয় এটাও যেন স্মরণ থাকে।

*   *

নাট্যমন্দির 'জনা' নাটকখানিকে পরিবর্ত্তিত করায় তাঁদের অভিনয়ে বড়জোর চার ঘণ্টার বেশী সময় লাগে না। সুতরাং "পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী" কথাটাও নবযুগের পরম হিন্দু সমালোচকের সত্যনিষ্ঠার পরিচয় মাত্র। তারপর কৈলাস ও গোলোকের অন্তর্ধানটা 'নাচঘর' নাট্যকলাসম্মত হয়েছে বলায় 'নবযুগ' বলেছেন তবে কেন কৃষ্ণকে রাখা হোলো গঙ্গানুচরদের রাখা হোলো? অগ্নিকে রাখা হোলো? এবং সবচেয়ে মজার প্রশ্ন হচ্ছে জনার মুখে "প্রবীর আমার জাহ্নবীর বরপুত্র" কেন বলান হয়েছে এবং মাঝে মাঝে

শিবের নামোল্লেখ করা হয়েছে কেন? আবার তার চেয়ে আরও মজার কথা এই যে এদের রাখাতে নাকি আর্টকে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে!

শিশিরকুমার ভাদুড়ীর একটা সৌভাগ্য এই যে থিয়েটারের দর্শকেরা সকলেই এই "নবযুগের"? মতো কপট হিন্দুর অন্ধদৃষ্টি নিয়ে অভিনয় দেখ্‌তে আসে না। তারা কেউ "সহকার বেষ্টিত লতার" মতো অমন নিবিড় অনুরাগে পুরাণের পাতায় পাতায় প্রতি অক্ষরে অক্ষরে প্রত্যেক হরফটিতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িয়ে নেই। তারা জানে যে কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ এখানে নারায়ণ হ'লেও মানবরূপে লীলা করছেন সুতরাং তাঁকে রেখে, তাঁর গোলোকটাকে বাদ দিলে পর-লোকে অহিন্দু বলে তাদের বৈকুণ্ঠলাভ বোধ হবে না। গঙ্গার অনুচরেরা অশরীরী আত্মা হ'য়েও যদি ত্রিবক্র রূপে ঘোড়া চুরি করতে আসে তবে সে বিসদৃশ সৃষ্টির জন্য দায়ী স্বর্গীয় নাট্যকার গিরিশচন্দ্র নিজেই অগ্নি যে প্রবীরের ভগ্নীপতি স্বাহার স্বামী জনা ও নীলধ্বজের গৃহপালিত জামাতা হ'য়েও 'নবযুগে'র কাছে এখনও প্রত্যক্ষ দেবতা হ'য়েই আছেন একথা শুনলে হিন্দু দর্শকরা তো কোন্ ছার, অগ্নি উপাসক পার্শীরা পর্য্যন্ত চমৎকৃত হ'য়ে যাবে! একেই ত বলে প্রকৃত হিন্দুর দৃষ্টি। যাক্ শিল্পকলা রসাতলে! চাই না আমরা নূতন কিছুই! রঙ্গালয় কি কেবল কলা কৌশল নৃত্যগীত বা প্রমোদের স্থান? ওযে হিন্দুর পবিত্র ধর্ম্মমন্দির! হিন্দুর নৈশ নীতি বিদ্যালয়! ওযে এই পতিত ভারতে পুণ্য পুরাণ প্রচারের প্রধান তপোবন!

নাটকাভিনয়ে শ্রীকৃষ্ণের মুখে যদি কেবল বলা হয় যে শঙ্কর রুষ্ট হবেন অতএব চল, তাঁকে পূজায় তুষ্ট ক'রে প্রবীর বধ সহজ ক'রে নিয়ে আসি, তাহ'লে দর্শকেরা কেউই 'নবযুগের' মতো এতটা শিশুর ন্যায় অবোধ নন যে সেই ন্যাকড়ার রং করা কদর্য্য কৈলাসের, কটিদেশ পর্য্যন্ত উর্দ্ধ পিসবোর্ডের চূড়া স্বচক্ষে না দেখ্‌লে কিছুতেই বুঝতে পারবেন না যে তারা সত্য সত্যই কৈলাসে গিয়েছেন দেবাদিদেব মহাদেবকে পরিতুষ্ট করতে। আমাদের মনে হয় হিন্দুর দেব-দেবীকে ভ্যাঙচানো ও হিন্দুর স্বপ্নপুরী কৈলাস বা গোলকের ব্যর্থ অনুকরণের নিষ্ফল চেষ্টা করাটাই যথার্থ হিন্দুর প্রাণে আঘাত করা ও কলানৈপুণ্যের দৈন্যজ্ঞাপন করা মাত্র! বরং ওই সব কল্পনাতীত অমর্ত্ত সৌন্দর্য্যলোকের দৃশ্যগুলি সযত্নে পরিহার করাই শুধু কলাসম্মত নয় প্রকৃত হিন্দুত্বেরই পরিচয়।

*

'নাচঘর' হিন্দু ব'লেই উচ্চশিক্ষিত হিন্দু অভিনেতা ভাদুড়ী মহাশয়ের হাতে হিন্দুত্বের মর্য্যাদা রক্ষা পেয়েছে দেখে, হিন্দুর দেব দেবীর সম্মান অক্ষুণ্ণ আছে অথচ নাটকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়েছে দেখে, তাঁর কলানৈপুণ্যের প্রশংসা না করে থাকতে পারেনি। সমালোচকের ছদ্মবেশপরা দু'একটি গোঁড়ামীর অবতার তথাকথিত হিন্দু-নিন্দুকের **fanaticism** ক্রমে এতই বেড়ে উঠেছে যে, গিরিশচন্দ্রের নাটকের উপর কলম চালানোটাও তাদের কাছে একেবারে 'গোহত্যা' রূপ মহাপাতকের নামান্তর মাত্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছে!

নাট্যমন্দিরের 'জনার' অপূর্ব্ব প্রয়োগ নৈপুণ্য দেখে কেউ কেউ ওটাকে "Improvement on the author" বলাতে সহযোগী 'নবযুগ' উষ্ণ হয়ে উঠে তাদেরও আক্রমণ ক'রেছেন। একজনকে 'দালাল' 'হামবড়া' "কালাপাহাড়" প্রভৃতি মিষ্ট উপাধিতে ভূষিত করে তার হিন্দুত্বের সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েছেন, আর একজনের উক্তিকে তিনি 'প্রলাপ' আখ্যা দিয়ে তাঁকে 'অজ্ঞাত মহাপুরুষ' বলে বিদ্রূপ করেছেন। এগুলা অপরের প্রতি প্রযুক্ত হ'লেও সম্পাদকীয় শিষ্টাচার ও সাহিত্যিক সৌজন্যের বহির্ভূত ব'লে আমরা এর উল্লেখ ক'রতে বাধ্য হলুম।

* *

পরিশেষে বক্তব্য এই যে নাট্যশিল্প নাট্যশাস্ত্র, অভিনয়কলা ও রঙ্গ-কারু সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হ'য়েও যিনি নাটকাভিনয়ের সমালোচক সেজে হাস্যাস্পদ হ'তে লজ্জা বোধ করেন না এবং সাহিত্যিক হিসাবে এযাবৎ বিশেষ কিছু পরিচয় না দিয়াও যিনি রাতারাতি পত্রিকার সম্পাদকরূপে নিজ নাম মুদ্রিত ক'রেছেন, তাঁর পক্ষে শিশির-বাবুর নাটক পরিবর্ত্তনের যোগ্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করাটা নিতান্তই অশোভন হয় না কি? আমরা তাঁর অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে রাইন্‌হার্ট, গর্ডন ক্রেগ্ মায়ার হোলট্‌ প্রভৃতি জগতের যে কজন শ্রেষ্ঠ প্রয়োগকর্ত্তা তাঁদের কেহই নাট্যকার নন এবং সাহিত্যিক বলেও তাদের পরিচয় ছিল না। তাঁহারা সুদক্ষ প্রয়োগশিল্পী বলেই প্রসিদ্ধ এবং নাটকের পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জনে তাঁদের সকলেরই অধিকার আছে।
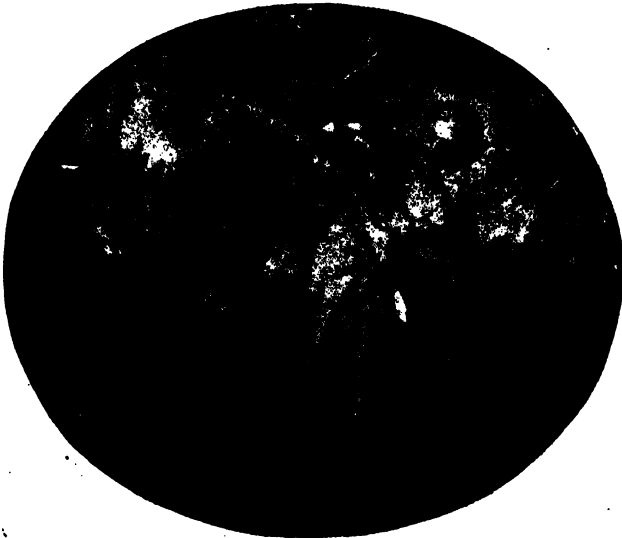
রঙ্গরেণু

মেরি পিক্‌ফোর্ড আর ডগ্‌লাস ফেয়ার-ব্যাঙ্ক্‌সের বিবাহিত জীবনের পাঁচ বছর অতিবাহিত হ'য়েছে এই জন্যে স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে অদ্ভুত উপহার দিয়েছেন—স্বামী দিয়েছেন স্ত্রীকে একটি কাঠের ডলন আর স্ত্রী স্বামীকে একটি বড় কাঠের বাটি। এই উপলক্ষে যে উৎসব হ'য়েছিল তা'তে শ্রীযুক্ত ফেয়ারব্যাঙ্ক্‌স্ টুপির বদলে সমস্তক্ষণ ওই বাটি মাথায় দিয়ে তাঁর আনন্দ প্রকাশ ক'রেছিলেন।

*　　　*

শ্রীমতী ডোরোথি ম্যাকাইল প্রথমে হরফ্-ঠোকা মেয়ের (lady typist) চাক্‌রী ক'র্‌তেন আর শ্রীযুক্ত জন বাওয়ার্স আইন পড়্‌তেন। দু'জনেরই মতলব্ বদ্‌লে যায় এবং তাঁরা চলচ্চিত্রে অভিনয় করবার কাজে ভর্ত্তি হন। 'চিক্'-নামক ছবিতে তাঁরা আবার তাঁদের প্রথমকার কাজ অনুযায়ী ভূমিকা পেয়েছেন। শ্রীমতী ম্যাকাইল 'টাইপিষ্টের' আর শ্রীযুক্ত বাওয়ার্স উকিলের অংশে অভিনয় ক'রেছেন।

*　　　*

স্থানীয় "গ্লোব"-রঙ্গমঞ্চে সার হল কেনের "প্রডিগ্যাল সান" নামক বইয়ের যে চলচ্চিত্র দেখান হ'চ্ছে তা'তে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় ক'রেছেন শ্রীযুক্ত ষ্টুয়ার্ট রোম। তিনি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের তিরিশে জানুয়ারী ইংলণ্ডের নিউবেরি সহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং এখনও অবিবাহিত। তাঁর আসল নাম ওয়ার্নহাম রায়ট্।

*　　　*

শ্রীযুক্ত রাডলফ্ ভ্যালেন্‌টিনো "চোখ-ঢাকা বাজপাখী" (The Hooded Falcon) নামক একখানি ছবিতে নায়কের ভূমিকায় নাম্‌বেন। ঐ ছবির কাজ এখনও শেষ হয়নি! প্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত এ্যালান হেল এই ছবির "ডাইরেক্টর"।

*　　　*

শ্রীযুক্তা কন্‌ষ্টান্স টাল্‌মাজ এর পর নাম্‌বেন "অস্ত-সূর্য্যের পূর্ব্বদিকে" (East of the setting-sun) নামক ছবিতে। এই ছবির কাজ এখনও চল্‌ছে।

*　　　*

প্রথম চলচ্চিত্র বেরিয়েছিল ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে লস্ এন্‌জেলেসে আর তা দুদিনে শেষ হ'য়েছিল। তাতে শ্রেষ্ঠ অংশে নেমেছিলেন শ্রীযুক্ত হোবার্ট বস্‌ওয়ার্থ।

*　　　*

প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী শ্রীমতী গ্ল্যাডিস্ ব্রক্‌ওয়েল ৩½ বছর বয়সের সময় প্রথম চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে আরম্ভ করেন।

চন্দন চৌবে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে কলাকারু

শ্রীদিলীপ কুমার রায়

আমাদের দেশের ওস্তাদেরা প্রায়ই মহা তর্কাতর্কি করেন রাগের বিশুদ্ধতা নিয়ে। এ বিষয়ে তাঁদের সতর্কতারও যেমন অন্ত নেই, বিশ্বজগতের কারুর গানে তুষ্ট হবারও তেম্নি কোনও বালাই নেই। কারণ এখনও কোনও গায়ক গান গাইতে আরম্ভ করলে তাঁরা তাঁদের সমগ্র চৈতন্যকে নিযুক্ত করেন বিশ্লেষণ ক'রে দেখ্তে যে তাঁর রাগটির রূপ হুবহু বজায় আছে কি না। এবং তাঁরা সর্ব্বথা সব রাগ সম্বন্ধেই নিজেদের কল্পিত ধারণার কষ্টিপাথরে না ফেলে গায়কের যোগ্যতার চরম বিচার কর্ত্তে পারেন না। অবশ্য এরূপ বিচারের মধ্যে একটা intellectual মূল্য নির্দ্ধারণের প্রয়াস আছে একথা মানি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বল্তেই হবে যে একমাত্র রাগের কাঠমের শুদ্ধাশুদ্ধতার উপরই গায়ক বা গুণীর চরম কৃতিত্ব নির্ভর করতে পারে না, যেটা আমাদের সমজদাররা মনে করেন; একথাটি ভবিষ্যতে বিস্তারিত ভাবে লেখার ইচ্ছে আছে। আজ শুধু এ প্রসঙ্গে এইটুকু মাত্র বলেই ক্ষান্ত হব যে বিখ্যাত চন্দন চৌবের গান শুন্তে শুন্তে আমার এই কথাটাই বড় বেশী ক'রে মনে হয়েছিল। তিনি বসন্তে পঞ্চম লাগান ও কোমল ধৈবত ব্যবহার করেন। বাঙালী শাস্ত্রকাররা নাকি বলেন এতে বসন্তের জাত যায় কেন না সে এতে ক'রে পরজ না হয়েই পারে না। ওদিকে আবার যে ঠাটে বসন্ত গাই—অর্থাৎ স ঋ গ ম হ্ম ধ ন) সে ঠাটে অনেক বড় বড় ওস্তাদ ললিত গেয়ে থাকেন (পণ্ডিত ভাত খণ্ডের পুস্তক দ্রষ্টব্য)। সংস্কৃত সঙ্গীত

শাস্ত্রাদিতে নানা রাগের যে ঠাট দেখ্‌তে পাই তার সঙ্গে চলিত ঠাটের কোনও মিলই খুঁজে পাওয়া যায় না।

এই সব দেখে শুনে ও চন্দন চৌবের গান শুন্‌তে শুন্‌তে আমার এই কথাটা বড় বেশী ক'রে মনে হ'ত যে কোনও গায়কের এ ভাবে গুণ বিচার করাটা ঠিক্ সঙ্গত নয়। যখন ভারতবর্ষের নানাস্থলে রাগ রাগিণীর রূপ বিষয় না নেন্ মতভেদ আছে তখন কথায় কথায় নিজেদের দেশের ব্যবহারের বা সংস্কৃত শাস্ত্রের ব্যবস্থার অকাট্য দোহাই দেওয়া বোধ হয় বিড়ম্বনা। একটা মোটামুটি সাধারণ নিয়মে পৌছন অবশ্য দরকার। তবে সেটা দরকার বলেই বিরুদ্ধ মতকে অসহিষ্ণু ভাবে আক্রমণ করাটা আরও বেশি নিন্দনীয়। এ সম্বন্ধে একটা বিধিবদ্ধ নিয়মকানুন গড়ে উঠ্‌তে পারে কেবল—রীতিমত সঙ্গীত সম্মেলন আহ্বান ক'রে ও বড় বড় ওস্তাদদের মতামত নিয়ে একটা আপোষে নিষ্পত্তি ক'রে। তবে সেজন্য আমাদের ওস্তাদ সম্প্রদায়ের সব আগে শেখা দরকার—সুশিক্ষা ও সর্ব্বোপরি নিয়মানুগত্য। কিন্তু সে অনেক দূরের কথা। সম্ভবতঃ আমাদের স্বরাজ সম্ভাবনার চেয়ে কম সুদূর নয়। অথচ দূরের কথা ব'লে সঙ্গীতানু-রাগীরা অসহায় ভাবে সঙ্গীতচর্চ্চা ছেড়েও দিতে পারেন না। কারণ রাগরাগিণীর সাটগুলিকে একটা নিয়মে বন্ধ করা যদি চ পরে করা চলে, তার জন্য সঙ্গীতচর্চ্চাকে ধামাচাপা রাখা চলে না। তাই সমস্যা হচ্ছে এই যে যতদিন রাগরাগিণীর বিচার সম্বন্ধে কোনও চরম নিষ্পত্তি না হয় ততদিন সঙ্গীতকে ও সঙ্গীতকারকে বাঁচিয়ে রাখার, উৎসাহিত করার উপায় কি।

আমার মনে হয় যে ততদিন গায়ককে রাগরাগিণী সম্বন্ধে তার নিজের নিয়মকানুনের মাপকাঠি দিয়েই বিচার করা ভাল, শ্রোতার অভ্যস্ত নিয়মকানুনের মাপকাঠি দিয়ে নয়। যেমন, আবদুল করিম বাগেশ্রীতে পঞ্চম ব্যবহার করেন না। বেশ তিনি পঞ্চম বর্জ্জিত ক'রেই বাগেশ্রী গান না, ক্ষতি কি? অর্থাৎ যতদিন রাগরাগিণীর নূতন করে অন্নপ্রাশন ও নাম করা না হচ্ছে ততদিন বাগেশ্রীতে পঞ্চম দিলেই বা ঠেকাচ্ছে কে আর না দিলেই বা সমর্থন করছে কে? চন্দন চৌবে বসন্তে পঞ্চম লাগিয়ে থাকেন। বেশ তাই ক'রেই তিনি গান না কেন, যখন একটু শান্তভাবে ভেবে দেখলেই দেখা যায় যে তাতে আমরা অন্ততঃ আপাততঃ ত আপত্তি করতে পারছিনা—যেহেতু এ

আপত্তি তোলার নজীরাভাব। অর্থাৎ কিনা এরূপ আপত্তি তুল্‌লে কি সে তর্কের মীমাংসা হবার কি এক কণা পরিমাণ সম্ভাবনা থাকে? অর্থাৎ কিনা রাগরাগিণীর ঠাট নিয়ে ওস্তাদেরা যতই কেন না উষ্ণ মেজাজ দেখান তাকে একপক্ষ উচ্চস্বরে চিরকালই বল্‌বেন—এ রাগে অমুক পর্দ্দা লাগে; অপর পক্ষ ততোধিক উচ্চকণ্ঠে প্রচার করবেন—না লাগে না। ফলে শেষটায় কার কণ্ঠপেশী সমূহের জোর বেশি সেইটেই এ বিষয়ে বিবাদের সেরা প্রমাণ বলে গণ্য হবার আশঙ্কা পনর আনা হ'য়ে দাঁড়াবে সুতরাং আমার মনে হয় আমরা যদি "আপাততঃ" গায়ককে তাঁর নিজের ধারায় ও শিক্ষা অনুসারেই গাইতে বলি তাহলে তাতে ক্ষতির চেয়ে লাভই বেশি হবে। কেন বেশি হবে সে সম্বন্ধে আজ দুচারটা কথা সাধ্যমত সংক্ষেপে বল্‌ব।

প্রতি রাগের নাম করাটা conventional বা লৌকিক। কিন্তু রসসঞ্চারটা eternal বা চিরন্তন। কবি বলেছেন গোলাপ ফুলের নাম অন্য হ'লে তাতে গন্ধের তারতম্য হ'ত না। বাগেশ্রীকে শ্রীরঞ্জনী বা ভৈরবীকে তোড়ি বল্‌লেও তেম্‌নি তার স্বরগত ও প্রাণগত রসের তারতম্য ঘট্‌তে পারে না। তাই যতদিন রাগরাগিণীর নাম করা সম্বন্ধে নিখিল ভারতের ওস্তাদরা মিলেমিশে একটা আপোশে মীমাংসা না করেন ততদিন আমরা রাগরাগিণীর নামকরণ বা ঠাট নির্ণয় রূপ conventional দিক্‌টার উপর বেশি জোর না দিয়ে রসোদ্রেক রূপ eternal দিক্‌টার উপর বেশি জোর দিলে বোধ হয় সব দিক্ দিকেই সুবুদ্ধির পরিচয় দেব। পক্ষান্তরে যদি আমরা ততদিন পর্য্যন্ত এই লৌকিক বিষয়ের চরম নিষ্পত্তির মুখ চেয়ে ব'সে থেকে তার চিরন্তন রসের আবেদনের প্রতি উদাসীন থাকি তবে সেটা সেরূপ জ্ঞানীর মতন কাজ হবে না।

লক্ষ্ণৌ সঙ্গীত সম্মেলনে অনেকেই গিয়েছিলেন ওস্তাদদের গুণপণা শুন্‌তে ও কীর্ত্তিকলাপ দেখ্‌তে। কিন্তু যাঁরা তাঁদের স্বীয় রাগরাগিণীর কাটামটিকেই চিরদিন সত্য মনে করে গান শুন্‌তে গিয়েছিলেন তাঁরা

বোধ হয় মোটের উপর ঠকেছেন একথা বলা যেতে পারে। কিন্তু যাঁরা গানের রস সঞ্চারের আবেদনটি উপভোগ করে গিয়েছিলেন—যাঁদের মধ্যে লেখক অন্যতম ছিলেন তাঁরা বোধ হয় চিরন্তন আনন্দের খোরাক কিছু যোগাড় ক'রে ফিরেছিলেন।

এখন কথা উঠ্‌তে পারে যে সত্যিকার আনন্দের উৎস সঙ্গীতের কোথায়? না, এই চিরন্তন রসের সম্ভার যোগানোর ক্ষেত্রে। তার মানে? তার মানে এই যে গুণী নিজের সৌন্দর্য্য জ্ঞানকে সুরের মুকুরে কি ভাবে প্রতিফলিত করতে পেরেছিল সেইটের উপরই গুণীর গুণপণা সম্যক্ নির্ভর করে, কোন রাগ কি কি পর্দ্দা দিয়ে গেয়েছিল তার উপর নয়। অর্থাৎ গায়ক কি রকম আবেগ নিয়ে গান করে, সঙ্গীতে তাঁর আন্তরিকতা (sincerity) কত গভীর ও সেইটে শ্রুতি মধুর সুরের মধ্য দিয়ে তিনি কতখানি শরীরী করে ধরতে পেরেছেন সেইটেই হচ্ছে তাঁর সঙ্গীতের চিরন্তন মূল্যের বিচারের চরম মানদণ্ড। একজন বিখ্যাত ফরাসী সঙ্গীত সমালোচক লিখেছেন "গান কেবলই তখনই গাওয়া উচিত যখন মানুষ গান না গেয়ে থাক্‌তে পারে না। সঙ্গীতের সর্ব্বপ্রথমে হওয়া উচিত—আন্তরিক।"

এই কথাগুলি চন্দন চৌবের গান শুন্‌তে শুন্‌তে আমার প্রায়ই মনে হ'ত। কারুর কারুর মত এই যে লক্ষ্ণৌ নিখিল ভারত সঙ্গীতসম্মিলনে এবার যত গায়ক এসেছিলেন তার মধ্যে চন্দন চৌবেই শ্রেষ্ঠ শিল্পীপদ বাচ্য। আমি নিজে চন্দন চৌবে ফেয়াস খাঁকে একত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দেবার পক্ষপাতী।

চন্দন চৌবে লক্ষ্ণৌয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন কি না সে বিচারে বিশেষ ফল নেই। তবে যেটা বিশেষ ক'রে বল্‌বার কথা সেটা হ'চ্ছে এই যে এত বড় গুণীগায়ক ভারতবর্ষে অল্পই আছে। আর তার প্রধান কারণ তাঁর গানের Sincerity অতি আশ্চর্য্য রকমের মর্ম্মস্পর্শী। তা'ছাড়া তাঁর কণ্ঠস্বর এত মধুর যে তেমন মধুর স্বর বড় বেশি শোনা যায় না—বিশেষতঃ আমাদের দেশের কোকিলকণ্ঠ ওস্তাদদের মধ্যে। এর কারণ আমি ইতিপূর্ব্বে লিখেছি—যে ওস্তাদরা ভাল কণ্ঠ পেলেও ইচ্ছে ক'রে অনেক সময়ে তার ওপর আস্ফালন ও অত্যাচার ক'রে তাকে

নষ্ট ক'রে ফেলেন। তবে কারণ এটা হোক্ বা না হোক কথাটা যে সত্য তা বোধ হয় যিনিই আমাদের অধুনাতন ওস্তাদের সঙ্গে একটু সংশ্রবে এসেছেন তিনিই স্বীকার করবেন। এবং বোধ হয় সেইজন্যই চন্দন চৌবের গান আমাদের অনেকের এত ভাল লেগেছিল।

কিন্তু শুধু মিষ্ট কণ্ঠের জন্যই তাঁর গান ভাল লেগেছিল বল্‌লে ত অসাধারণ গায়কটির প্রতি অবিচার করা হয়। তাঁর প্রধান গুণ আমার মনে হয় দুটি। (১) তাঁর অসাধারণ sincerity বা emotional appeal ও (২) তাঁর গলার দুর্লভ মিড়।

কোনও গায়কের গানের বিশদ সমালোচনা করাটা অনেকটা সুন্দর দৃশ্যের উচ্ছ্বসিত সমালোচনার মতনই বিড়ম্বনা। কারণ এতে ফল যা হয় সেটা কেবল এই মাত্র যে পাঠকের মনের মধ্যে একটা অস্পষ্ট ধারণা জন্মায় যে গানটি বা দৃশ্যটি অতি সুন্দর। হাজার বর্ণনায়ও এর বেশি ফল হতে পারে না।

তাই আমি এ সম্বন্ধে আজ আর বেশী না ব'লে এইটুকু মাত্র বল্‌তে চাই যে চন্দন চৌবেকে লেখক জুলাই মাসে মাসখানেকের জন্য কলিকাতায় নিমন্ত্রণ করেছেন এবং তাঁর উদ্দেশ্য কেবল সঙ্গীতানুরাগীদের যথার্থ উচ্চঅঙ্গের কলাকারু সম্মত হিন্দুস্থানী গান শুন্‌বার একটা সুযোগ দেওয়া। রাগের বিশুদ্ধতা প্রভৃতির কচকচি নিয়ে মাথা না ঘামালেও যে গানের প্রবৃদ্ধ ও গভীর রসোপভোগ অসম্ভব নয় সেটা আশা করি চন্দন চৌবের গান শুন্‌লে অনেক সঙ্গীতানুরাগীরা বুঝ্‌তে পার্‌বেন। আমার আশা হয় বিখ্যাত গায়ক চন্দন চৌবে কলিকাতায় সঙ্গীতানুরাগীদের কাছে তাঁর প্রাপ্য আদর ও সম্মান পাবেন। কারণ হিন্দুর মধ্যে এত উচ্চদরের ও মধুর গায়ক অতি বিরল। *

* চন্দন চৌবে বিখ্যাত হার্মোনিয়াম বাদক ও সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক শ্রীশ্যামলাল ক্ষেত্রী মহোদয়ের বাটীতে থাকবেন। ঠিকানা :—১০১ হ্যারিসন রোড।

ষ্টার থিয়েটার

পরিচালক—দি আর্ট থিয়েটার লিমিটেড

৭৯।৩।৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ফোন ১১৩৯ বড়বাজার

শুক্রবার
১২ই আষাঢ়
৭॥০ ঘটিকায়

বিষবৃক্ষ

সপ্তদশ অভিনয়

শনিবার
১৩ই আষাঢ়
৭॥০ ঘটিকায়

জনা

ত্রয়োদশ অভিনয়

রবিবার
১৪ই আষাঢ়
ম্যাটিনী ৬টায়

কর্ণার্জ্জুন

১৯৪ অভিনয়

অগ্রিম টিকিট বিক্রয় ও সিট্ রিজার্ভ করা হয়।

অভিনয়ান্তে মোটরবাস পাওয়া যায়।

১৫৩ [মূল্য দুই পয়সা] নাচঘর [Reg No. C. 1304.

মনোমোহন নাট্যমন্দির

৬৮ বি, বিডন ষ্ট্রীট] [ফোন নং ১৭১৭ বড়বাজার

শনিবার ১৩ই আষাঢ়, ২৭শে জুন, রাত্রি ৭॥০ টায়

পরদিন রবিবার বৈকাল ৪॥০ টায়

যোগেশবাবুর অভিনব পৌরাণিক নাটক

(৯৮ ও ৯৯ অভিনয় রজনী।)

রাম—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

সীতা—শ্রীমতী প্রভা

বুধবার—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের শ্রাদ্ধোপলক্ষে শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ অভিনয় বন্ধ রহিল।

বৃহস্পতিবার ১৮ই আষাঢ়, ২রা জুলাই, বৈকাল ৪॥০

নাট্যসম্রাট গিরীশচন্দ্রের পৌরাণিক মহানাটক

জনা—শ্রীমতী তারাসুন্দরী

প্রবীর—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

এখন হইতে প্রবেশ পত্র পাওয়া যায়

২০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বেঙ্গল প্রেসে—শ্রীপূর্ণচন্দ্র মান্না কর্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত।

২য় বর্ষ সম্পাদক: ১৯শে আষাঢ়

৯ম সংখ্যা শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী ১৩৩২

আনন্দ-মেলা

নাট্যজগৎ

শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় বহুকাল পরে আবার আর্ট থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চে দেখা দিলেন। সকলেই আশা করেছিল যে তিনি এবার নিশ্চয়ই কোনও নূতন নাটকে একেবারে সম্পূর্ণ কোনও একটি নূতন ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তাঁকে হঠাৎ শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী ও নরেশচন্দ্র মিত্রের পরিত্যক্ত পাদুকায় ভূষিত হ'তে দেখে অনেকেই বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হ'য়েছেন। আমরা কিন্তু এ ব্যাপারে মোটেই আশ্চর্য্য হইনি। অবশ্য এতদিন পরে একটা নূতন বইয়ের নূতন কোনও ভূমিকা নিয়ে নামাটাই শিল্পকলার দিক দিয়ে তাঁর পক্ষে সুসঙ্গত ও শোভন হ'তো বটে কিন্তু লিমিটেড কোম্পানীকে সেজন্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হোতো। যতদিন না নূতন বই খোলা হয় ততদিন তাঁকে বসিয়ে রেখেই বেতন দিতে হোতো; এরূপ অপব্যয় পাঁচজনের যৌথ কারবার কখনই অনুমোদন ক'রতে পারে না। শিশির বাবু শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে সর্ব্বপ্রথম নূতন ভূমিকায় নামাবেন ব'লে বদ্ধপরিকর হ'য়ে পূর্ণ চারমাস কাল তাঁকে বসিয়ে রেখে অর্থের অপব্যয় করেছিলেন ব'লে আর পাঁচজন তো আর তাঁর মতো, আর্টিষ্টের খাতিরে এমন অব্যবসায়ীর ন্যায় কাজ ক'রতে পারেন না। আর তাছাড়া রাধিকা বাবুও বোধ হয় এত কাল বসে থেকে অভিনয় করার জন্য নিশ্চয় একটু অধৈর্য্য হ'য়ে প'ড়েছিলেন হাজার হোক্ চড়কে পিঠ তো! সাজবার সুযোগ কি ছাড়া যায়?

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র নাট্যমন্দিরে যোগদান ক'রেছেন বলে ঘোষণা পত্র বেরিয়েছিল কিন্তু নাট্যমন্দিরের রঙ্গমঞ্চে এখনও তাঁকে কেউ নামতে দেখেনি। তিনি কি কিছুদিন বিশ্রাম নিচ্ছেন? একেবারে তাঁর হৃতস্বাস্থ্য ও ম্লান যশকে পুনরুদ্ধার ক'রে নিয়ে, নব কলেবরে নূতন ভাবে অবতীর্ণ হবেন? আমাদের মনে হয় নাট্যমন্দিরে জনার অভিনয়ে তিনি যদি বিদূষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'তেন তাহ'লে নাট্যামোদী দর্শকেরা অত্যন্ত প্রীত হোতো! কিন্তু তাকি তিনি করবেন? রাধিকানন্দ বাবুর মতো যে কোনও বইয়ের যে কোনও ভূমিকায় চটপট্ নেমে পড়বার মতো সুবুদ্ধি ও সৎসাহস তাঁর এখনও হয়নি দেখছি!

*　　*

নাট্যমন্দিরে বোধ হয় আবার বৃহস্পতি বারের পালা সুরু হ'ল। অনেকদিন পরে আবার সেখানে "পাষাণীর" আবির্ভাব হ'য়েছে। গৌতম ও ইন্দ্র এই দুইটি পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে শিশির বাবু এই নাটকে যে বিভিন্ন ভাবের ও পৃথক রসের অপূর্ব্ব অভিনয় কৌশল প্রদর্শন ক'রতেন, এবারকার দর্শকেরা সেটি দেখবার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ ক'রতে পারেন নি, কারণ শিশিরবাবু এবার কেবল ইন্দ্র রূপেই দেখা দিয়েছিলেন। অহল্যার ভূমিকায় শ্রীমতী প্রভা যে পরিপাটি ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় করেন তা সত্যই অতুলনীয়।

অন্যান্য ভূমিকার পূর্ব্ব অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা তাঁদের লব্ধ যশ সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন। বিশেষ মনোরঞ্জন বাবুর চিরঞ্জীবের চমৎকার অভিনয় একেবারে অননুকরণীয় ব'লে মনে হ'লো! মাধুরীর অংশে তরুণ অভিনেত্রী শ্রীমতী মনোরমার অভিনয়ও মনোরম হয়েছে। শ্রীমান জীবন কুমার গাঙ্গুলী ও শ্রীমতী উষা মদন রতি রূপে যে অপূর্ব্ব নৃত্য লীলা দেখান তা দর্শকদের হৃদয় হরণ করে। অনেকবার দর্শকদের ঘন করতালি তাঁদের পুনরাবির্ভাব কামনা করেছিল কিন্তু তাঁরা দর্শকদের সে প্রার্থনা মঞ্জুর করেন নি। অন্ততঃ একটিবারও যে সে অনুরোধ রক্ষা করবার জন্য তাঁদের ফিরে আসা উচিত আশা করি কর্ত্তৃপক্ষ এটুকু তাঁদের শিখিয়ে দেবেন।

* *

শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাণ্ডে মহাশয় যে একজন উচ্চ অঙ্গের রঙ্গদক্ষ এ পরিচয় আমরা এতদিন পাইনি। তিনি বহুকাল একাধিক রঙ্গালয়ের মালিক ছিলেন একথা আমরা জানতেম বটে কিন্তু এপর্য্যন্ত তিনি নিজে কখনও অভিনয় করতেন না বলে তাঁর অভিনয় দেখবার সৌভাগ্য আমাদের ঘটেনি। কিন্তু সেদিন নাট্যমন্দিরে তিনি হঠাৎ যে বিরূপ অভিনয়কলা প্রদর্শন করলেন তা বাস্তবিকই বড় উপভোগ্য হয়েছিল। বীররস, রৌদ্ররস, ও বীভৎস রসের একত্র সমাবেশ করে তিনি সহসা দ্বিতলের একটি আসন থেকে এমন উচ্চৈস্বরে অভিনয় সুরু ক'রেছিলেন যে পা অভিনয় আরম্ভ হয়েও অর্দ্ধ পথে থেমে যেতে বাধ্য হয়েছিল, এবং দর্শকেরা তাঁর সেই একত্র তিনটি রসের অদ্ভুত অভিনয় দেখে এমন মুগ্ধ হয়ে গেল যে তারা সমস্বরে বারবার অনুরোধ ক'রতে লাগল যে তাঁকে উপর থেকে তুলে নীচেয় তাদের মধ্যে ফেলে দেওয়া হোক্! শুনলেম বস্‌বার আসন নিয়ে তিনি কি গণ্ডগোল করা'তেই নাকি এই গম্ভীর প্রহসনের সৃষ্টি হয়েছিল! আমরা তাঁর সে অসাধারণ অভিনয়-শক্তি দেখে ভাবছিলেম—হায়, যদি তিনি একদিন—মাত্র একরাত্রের জন্যও 'আলিবাবার' দস্যুসর্দ্দারের ভূমিকা নিয়ে অবতীর্ণ হন তাহ'লে সবাই কি খুসীই হবেন—"হিরাত, কাবুল, বাগদাদ্, কেউ না যাবে বাদ!"

* *

শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পাল "মমতাজ" শীর্ষক তাজমহল সংক্রান্ত আর একখানি চিত্রনাট্য রচনা করেছেন, আগামী শীতকালে ঐ চিত্র নাট্যের ছবি তোলা হবে বলে তাঁরা সদলে কলিকাতায় অবস্থান ক'রছেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁরা অলস ভাবে বসে না থেকে নিরঞ্জন বাবুর "দেবী" (Goddess) শীর্ষক প্রসিদ্ধ নাটকখানি এখানে অভিনয় করবার আয়োজন ক'রছেন। Goddess বিলাতে একাদিক্রমে তিন মাস কাল অভিনয় হ'য়েছিল। সেই সব অভিনেতাদের অধিকাংশই এখানে উপস্থিত আছেন। ঐ নাটকখানি আমরা প'ড়েছি। ওতে

রবীন্দ্রনাথের বিসর্জ্জনের ছায়া থাক্‌লেও এবং তার সমগ্র সৌন্দর্য্য না থাক্‌লেও, বইখানিতে এমন চমৎকার উপাদান আছে যা প্রয়োগ-নৈপুণ্যে সুন্দর ও মনোহর হবে।

* *

দেশবন্ধুর স্মৃতিভাণ্ডারে সাহায্যকল্পে আর্ট থিয়েটার গত সোমবার বিরাট অভিনয় আয়োজন করেছিলেন। স্মৃতিভাণ্ডারের তহবিল বৃদ্ধি করবার পক্ষে সাহায্য করাটা খুবই সমীচীন হ'য়েছে। আর্ট থিয়েটার এই আয়োজন ক'রে দেশের লোকের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হ'য়েছেন, তবে এ সম্বন্ধে একটা কথা বলবার আছে এই যে, সেদিনের ওই বিশেষ রজনীর অভিনয়লব্ধ টাকাটা অনেকে হয়ত' বলতে পারেন যে ঠিক আর্ট থিয়েটারের দেওয়া হোলো বলে মঞ্জুর হ'তে পারে না কারণ ওটা যেন অনেকটা দর্শকদেরই পকেট মেরে আদায় করে দেওয়া

হোলো! সুতরাং এছাড়াও আর্ট থিয়েটারের বার্ষিক লভ্যাংশ থেকেও কিছু দেওয়া উচিত। নাট্যমন্দিরে শুনছি বিশেষ অভিনয় আয়োজন না ক'রে তাঁদের অভিনেতা অভিনেত্রী ও অধিকারী মহাশয় নিজেদের পারিশ্রমিক থেকে বেশ মোটারকম অর্থ সাহায্য করেছেন। এ বেশ ভাল কথা, কিন্তু এ ছাড়া আরও একটা বিশেষ অভিনয় আয়োজন করাও মন্দ কি?

* *

আমাদের কেউ কেউ পত্র লিখেছেন যে সেদিন আলফ্রেড্ রঙ্গমঞ্চে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ অভিনেতৃ-সম্মেলনে যে বিশেষ অভিনয় আয়োজন হয়েছিল তা'তে দর্শকের সংখ্যা এত বেশী হয়েছিল যে স্থানাভাবে টাকা দিয়েও অনেককে দাঁড়িয়ে দেখতে হয়েছিল কিন্তু হঠাৎ বজ্রাঘাতের মতো সে রাত্রে দেশবন্ধুর মৃত্যু সংবাদ আসাতে শোকার্ত্ত দর্শকেরা অভিনয় বন্ধ ক'রতে ব'লে রঙ্গালয় পরিত্যাগ ক'রে চলে আসেন। কিন্তু তাঁদের প্রদত্ত অর্থের কিরূপ সদ্ব্যবহার হবে সেটা তাঁরা কেউ জানতে পারে নি। তাঁরা এখন ইচ্ছে করেন যে ঐ টাকাটা দেশবন্ধু স্মৃতিভাণ্ডারে দেওয়া হোক্! কিন্তু তাঁদের অবগতির জন্য আমরা জানাচ্ছি যে ঐ রাত্রের বিশেষ অভিনয় মিনার্ভার কোনও ভূতপূর্ব্ব সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রীর সাহায্যকল্পে অনুষ্ঠিত হ'য়ে ছিল সুতরাং সে অর্থ অন্যভাবে ব্যয় করাবার সাধারণের কোনও অধিকার নেই।
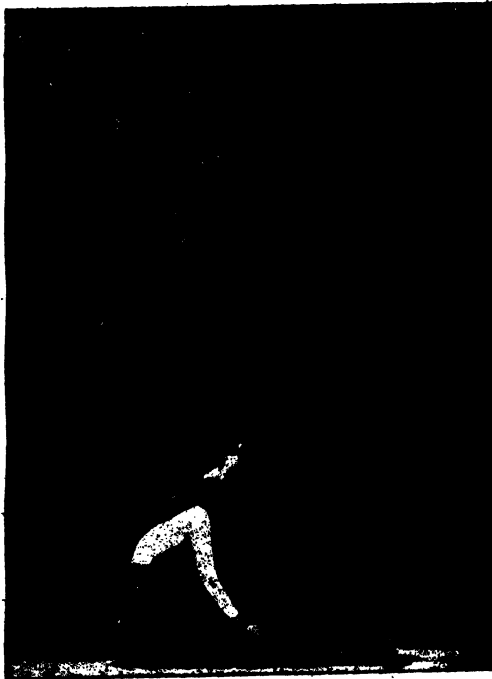
রঙ্গরেণু

তন্বু দেহ বজায় রাখা চলচ্চিত্র অভিনেত্রীদের প্রধান চেষ্টার বিষয়। অধিকাংশ অভিনেত্রীর মতে অল্প আহার এবং উপযুক্ত ব্যায়াম শরীরের স্থূলতা বন্ধ করার প্রধান উপায়। তাঁরা বলেন কচি ভেড়ার চপ আর আনারস সব চেয়ে লঘু আর পুষ্টিকর খাদ্য। লস্ এঞ্জেলেসে এই দুই ভোজ্যের খুব প্রচলন আছে। আমরা সেদিন নাট্যমন্দিরে 'পাষাণী' দেখ্‌তে গিয়ে নজর করলুম যে অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীদেরই দেহ স্থূল হয়ে আসছে, এঁদের দিনকতক উল্লিখিত পথ্য দিয়ে ফলাফল পরীক্ষা করা উচিত নয় কি?

* *

তরুণ চলচ্চিত্র অভিনেতা শ্রীযুক্ত বেন লায়ন মোটে দু বছর অভিনয় ক'র্‌ছেন কিন্তু এর মধ্যেই তাঁকে শ্রেষ্ঠ ভূমিকা সমূহে নামাবার কথা চল্‌ছে। এত অল্পসময়ে শীর্ষস্থানে উঠার উদাহরণ বিরল।

* *

প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী শ্রীমতী এ্যালমা রুবেন্স্ বলেন "অধিকাংশ কিশোরীই চুম্বিত হ'তে ভালোবাসে আর সকল কিশোরীই 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' বার বার এই কথা শুন্‌তে ভালোবাসে।"

* *

"ওম্যালিকে গ'ড়ে তোলা" (The making of O'malley) নামক ছবিতে কোনো শ্রেষ্ঠ ভূমিকায় অভিনেত্রী শ্রীমতী জুলিয়া হার্‌লি ৬২ বছর রঙ্গমঞ্চে ক'র্‌ছেন।

জ্যাকি কুগানের বিখ্যাত ছবি "ড্যাডি"তে নাম অংশের অভিনেতা শ্রীযুক্ত আর্থার এড্‌মাণ্ড্ ক্যারু প্রথমে যশস্বী হন "ট্রিল্‌বি" নামক চলচ্চিত্রে স্‌ভেঙ্গালির ভূমিকায় অভিনয় ক'রে। রঙ্গমঞ্চে শ্রীযুক্ত হার্বার্ট ট্রি এই ভূমিকায় অপূর্ব্ব অভিনয় দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। তাঁর পরে শ্রীযুক্ত ক্যারুর চেয়ে এই অংশের অভিনয় আর কেউ ভালো ক'র্‌তে পারেন নি।

* *

প্রসিদ্ধ অভিনেতা র‍্যামন নোভারোর দুটি চমৎকার আরবদেশীয় টাটু ঘোড়া আছে। এজাতের ঘোড়া আর একটি অন্য কোথাও এখন নেই। এই অশ্বযুগলের পূর্ব্ব অধিকারী ছিলেন অষ্ট্রিয়ার পরলোকগত সম্রাট, কার্ল।

* *

জাতীয় সঙ্গীত (National Anthem) নামক যে নাটকখানি বিলাতী রঙ্গমঞ্চে খ্যাতির সহিত অভিনীত হ'য়েছিল ছবিতে রূপান্তরিত হ'য়ে তার নাম হ'য়েছে "আধুনিক যুগের মত্ততা" (Modern Madness)

* *

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের বায়োস্কোপ গুলিতে চার আনা আট আনার টিকিট কেনা যে কি কষ্টকর সেকথা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। সাধারণ সংবাদ পত্রেও এ সম্বন্ধে অনেকবার অভিযোগ প্রকাশ হ'য়েছে কিন্তু বায়োস্কোপের মালিক ম্যাডান কোম্পানী টিকিট ঘরের এই উৎপাতের কোনও প্রতিকার

করেন নি। আমরা এ সম্বন্ধে অনেকগুলি পত্র পেয়েছি, কিন্তু পত্রলেখকদের নিকট আমাদের এইঅনুরোধ যে তাঁরা যদি টিকিট কেনবার জন্য গুঁতোগুঁতি না ক'রে, কিম্বা টিকিট-ঘরের দ্বার রোধকারী বদমায়েসদের নিকট অতিরিক্ত দাম দিয়ে টিকিট না নিয়ে, দু'চার দিন বায়োস্কোপ না দেখে ফিরে আসতে পারেন তা'হ'লে এ উৎপাত আপনি বন্ধ হয়ে যাবে। ওই সকল গুণ্ডার দল যদি উপর্য্যুপরি তিন চার দিন টিকিট কিনে তার বেশী দামের খরিদ্দার না পায় তা'হ'লে আর লোকসান দিতে সাহসও ক'রবে না এবং তাদের অবস্থাতেও কুলাবে না!

• •

অবৈতনিক নাট্যসমাজের নূতন সংবাদ !

সুপ্রসিদ্ধ

কর্ত্তৃক

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের

মর্ম্মস্পর্শী বিয়োগান্ত পঞ্চাঙ্ক নাটক

প্রফুল্ল

নাট্যাচার্য্য

শ্রীযুক্ত ভুবনেশ মুস্তফী

পৃষ্ঠপোষক—

কুমার শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন রায়

ডাক্তার কুমার নরেন্দ্র নাথ লাহা,

এম, এ; বি, এল; পি, আর, এস; পি, এইচ ডি;

সভাপতি—শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

সম্পাদক—শ্রীভূপতিকুমার দে

বাঙলা নাট্য-সাহিত্যে- "সীতা"

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সীতাকে বনবাসে পাঠাবার সময় গিরিশ-চন্দ্রের প্রতিভা কৃত্তিবাসের কুকীর্ত্তিকে অতিক্রম ক'রতে পারেনি। অযোধ্যার রাজ প্রাসাদ থেকে তিনি যে চিরনির্ব্বাসিতা হ'চ্ছেন একথা না জেনেই গিরিশচন্দ্রের সীতাকে জন্মের মতো স্বামীর গৃহ ত্যাগ ক'রে যেতে হ'য়েছিল। রামের কূট পরামর্শ অনুসারে দেবর লক্ষ্মণ তাঁকে ছলনায় ভুলিয়ে তপোবন দেখিয়ে আনবার অছিলায় সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে বনে ছেড়ে দিয়ে এসেছিলেন। সীতাকে অপমানের উপর আবার এই আঘাত করাটায় নিতান্ত বাঙালী রামের মতই স্ত্রীর প্রতি রামের চরিত্রাতীত নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেওয়া হ'য়েছে। গিরিশ-চন্দ্রের রাম ব'লছেন—

"শুন ভাই আছে হে মন্ত্রণা,
তপোবনে যাইতে বাসনা
জানায়েছে সীতা মোরে;
কহ তারে কার্য্য হেতু রহিলাম গৃহে,
ছলনায় ভুলায় ললনা
ছলনায় ভুলাও সীতারে—"

দ্বিজেন্দ্রলালের সীতা কিন্তু সংবাদ জেনেই স্বেচ্ছায় পতিসত্য পালনের জন্য বনে গে'ছলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল দেখিয়েছেন যে ভা'য়েদের অনুরোধ ভগ্নীর অনুনয় ও সর্ব্ব শেষে মায়ের মিনতি এড়াতে না পেরে তাঁর মানুষ রাম যখন সত্য পালনে বিমুখ ও গুরু আজ্ঞা হেলনে উদ্যত হ'য়েছেন ঠিক সেই সময় সীতা এসে ব'ললেন—

"শুনিয়াছি সব,
উঠ প্রাণেশ্বর; জীবনবল্লভ!
সর্ব্বস্ব আমার! সম্ভব কি তাও,
সীতার কারণে তুমি ব্যথা পাও
প্রাণাধিক? উঠ; তব যশ পুণ্য
রহিবে অটুট, রহিবে অক্ষুন্ন;
পিতৃ সত্য তুমি রেখেছিলে প্রভু
আমিও রাখিব পতিসত্য। কভু
মলিন না হবে তব পুণ্য রশ্মি
সীতার কারণে। উঠ হে যশস্বী!
এই বক্ষ পাতি দিব হাসি মুখে
তুমি দলি তাহে চলে যাও সুখে
যশের মন্দিরে। তোমারে উদ্বিগ্ন
দেখিবে বসিয়া সীতা? সীতা বিঘ্ন
তোমার সুখের! চিন্তা কর দূর
ছেড়ে যাবো আমি এ অযোধ্যাপুর!

এইখানে দ্বিজেন্দ্রলালের সীতা অপূর্ব্ব মহিমায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছেন। কৃত্তিবাস তথা গিরিশচন্দ্র সীতার এ গরীয়সী চিত্র কল্পনা ক'রতে পারেন নি। যোগেশ বাবুর সীতাও ঠিক দ্বিজেন্দ্রলালের মহিমান্বিতা সীতারই প্রতিধ্বনি ক'রে বল'ছেন—

"নাথ, বুঝিলাম সব;
কালচক্র নিয়ত ঘুরিছে
সেই চক্রে নিপতিত আমি।
তোমার কিছুই দোষ নাই;
আমি কি জানিনি নাথ,
কত তুমি ভালবাস দাসীরে তোমার?
আমি সহধর্ম্মিণী তব

ধর্ম্ম কার্য্যে, সত্যের পালনে
কভু বাধা নাহি হ'ব।

* * * *

দেবতা আমার! প্রভু! রাজরাজেশ্বর!
তুমি দণ্ড দিয়াছ' দাসীরে
নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিনু দণ্ডাদেশ!
প্রেম, ঘৃণা, অকরুণা—
তোমার সকলি প্রিয়-ওগো প্রিয়তম!"

তবে যোগেশবাবুর পক্ষে আরও একটা কথা এখানে বলবার আছে এই যে যোগেশ বাবুর সীতা দ্বিজেন্দ্রলালের সীতার মতো কেবলমাত্র পুরনারীদের মুখে নিজ নির্ব্বাসনের কথা শুনেই তাঁর অসীম প্রেমময় স্বামীর পক্ষে এরূপ আদেশ দেওয়া যে সম্ভব সে কথা বিশ্বাস ক'রতে পারেন নি। তাই তিনি নিজে এসে স্বয়ং রামের মুখ থেকে এই কথা শুনে তবে নিশ্চিন্ত হ'য়েছিলেন। পতির প্রেমের উপর সতীর এই যে সুগভীর বিশ্বাস এইটি যোগেশবাবুর সীতা চরিত্রকে আরও অধিকতর রমণীয় ক'রে তুলেছে!

একটা কথা উঠেছিল এই যে রাম না কি মোটেই 'অধীর' ছিলেন না, এবং স্ত্রী বিরহে এতটা কাতর হওয়া পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ রামচন্দ্রের পক্ষে নাকি একেবারে সোজাসুজি হিন্দুশাস্ত্রের তথা হিন্দু ধর্ম্মেরও বিরুদ্ধাচরণ করা হ'য়েছে! তাই যদি সত্য হয় তা হ'লে মায়ামৃগের অনুসরণ, সীতাহরণে হাহাকার; অন্যায় বালিবধ, ও রাবণ বিনাশের জন্য 'অকালবোধন' প্রভৃতি পালন তাঁর পক্ষে অনুচিত হয়ে পড়ে। মহর্ষি বাল্মীকি থেকে আরম্ভ করে 'রঘুবংশের' কালিদাস, "রামায়ণের" কৃত্তিবাস; 'উত্তর রামচরিতের'

ভবভূতি, 'মেঘনাদ বধের' মাইকেল মধুসূদন, 'রামরসায়নের' রঘুনন্দন, 'সীতার বনবাসের' গিরিশচন্দ্র এবং 'সীতা' নাটকের দ্বিজেন্দ্রলাল এঁদের প্রত্যেকেরই সৃষ্ট রাম জনকনন্দিনীর বিরহে সতীহারা পশুপতির মতই শুধু অধীর নন, অনেকটা উন্মাদও হয়ে উঠেছিলেন সুতরাং এঁদের সকলকেই শাস্তি দেওয়া উচিত!

গিরিশবাবু তাঁর রামকে নররূপী দেবতা করবার চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রাম তাঁর হাতে দেবতাও হ'তে পারেন নি এবং মানুষও হ'য়ে ওঠেন নি। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর রামকে 'মানুষ' বলে কল্পনা ক'রেছেন এবং মানুষ ক'রেই গোড়ে যেতে পেরেছেন। যোগেশ বাবুও দ্বিজেন্দ্রলালের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে তাঁর রামের 'মানব' রূপই ধ্যান করেছেন তবে সে মানুষটির সবটুকুই একেবারে সাধারণ মানুষ নয় তাঁর শ্যামরূপ দেখে শূদ্ররাজ শম্বুক তাঁকে আপন ইষ্টদেবের মূর্ত্তি মনে করে মুগ্ধ হ'য়েছিলেন!

রামায়ণ গ্রন্থ রচনা ক'রতে ব'সে স্বয়ং কৃত্তিবাসই যখন বাল্মীকির নিকট সম্পূর্ণভাবে ঋণ গ্রহণ ক'রতে স্বীকৃত হন নি; এবং আপনার প্রতিভা ক্ষুণ্ণ না ক'রে নিজের কল্পনা ও ভাব সঙ্গিনীদ্বয়কে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন; রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন প্রভৃতির যেরূপ উজ্জ্বল চরিত্র মহর্ষি বাল্মীকি তাঁর রামায়ণে অঙ্কিত ক'রে গেছেন, কৃত্তিবাসও সেইরূপ তাঁর গ্রন্থে বীরবাহু তরণীসেন প্রভৃতি রক্ষযুবরাজদের দেদীপ্যমান চরিত্র চিত্রিত করে গেছেন, বাল্মীকির রাক্ষসদের এমন হরিভক্ত বৈষ্ণবে রূপান্তরিত ক'রতে যখন একজন শক্তিমান কবি একটুও ইতস্ততঃ করেন নি, তখন—যাঁরা 'রামায়ণ' রচনা ক'রতে বসেননি, কেবলমাত্র কাব্য বা নাটক লিখে গেছেন—যাঁরা শাস্ত্রকার বা পুরাণকার হবার স্পর্দ্ধা রাখেন না—যাঁরা কেবলমাত্র কবি, সেই কালিদাস, ভবভূতি, মাইকেল মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল এঁদের কারুর রচনার সঙ্গে বাল্মীকির রামায়ণের মিল নেই বলে আক্ষেপ ক'রলে চলবে না। সে আক্ষেপ করা শোভা পায় কেবলমাত্র কাব্য-

রসবোধহীন একান্ত গোঁড়া পুরাণপ্রিয়দের। কারণ রসরাজ্যে ওই সব স্বাধীনচেতা কবিদের জন্য চিরদিনের মতো রত্ন সিংহাসন পাতা হ'য়ে গেছে।

(শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর সীতা নাটক খানি প'ড়ে মনে হয়, তাঁর গ্রন্থের ভিতরকার প্রধান তথ্যটুকু হচ্ছে সত্য ও সংস্কারের বিরোধ। প্রজানুরঞ্জনের জন্য সীতা নির্ব্বাসন ও শম্বুকবধ প্রভৃতি সামাজিক বিধান শাস্ত্রের জটিল আবর্ত্ত আর শাসনের বিষম ঘূর্ণীপাক সৃষ্টি ক'রে রামের যথার্থ সত্যকে যখন আচ্ছন্ন করে ফেল্‌ছিল এবং এতদিন কেবল 'সত্যের কঙ্কালমাত্র' পূজা করে এসেছি মনে করে তিনি যখন দারুণ অনুতাপে অন্তরে বাহিরে ব্যাকুল হ'য়ে উঠছিলেন ঠিক সেই সময় মহাসত্যের সন্ধান তাঁকে এনে দিলেন সত্যদ্রষ্টা সত্যকল্প সত্যের প্রচারক সত্যসিদ্ধ মহর্ষি বাল্মীকি! শাস্ত্রশাসন, সমাজ-বিধান, আচার, সংস্কার এ সকলের চেয়ে সত্যই যে শ্রেষ্ঠ ও প্রতিপাল্য, এই টুকুই সম্ভবতঃ এই নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়। গ্রন্থকারের এই মহৎ ও কঠিন চেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়।)

(ক্রমশঃ)

নাচঘর কার্য্যালয়
২৪নং (দোতালা) কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট কলিকাতা।

ভারতীয় নৃত্যকলা

(মুখবন্ধ)

তালের দিকে ঝোঁক, আর তালে তালে অঙ্গবিক্ষেপের দিকে ঝোঁক মানুষের প্রকৃতিতে দৃঢ়সম্বদ্ধ। অসভ্য অবস্থায়ও মানুষ যখনই উচ্চভাব প্রকাশ করতে ইচ্ছা করে—সে ইচ্ছার কারণ আনন্দই হউক, ভক্তিই হউক, দেশাত্মবুদ্ধিই হউক—তখনই সে তালের, নির্দ্দিষ্ট তালমানযুক্ত ভাষার প্রয়োগ করে, আর পরিমিত তালে অঙ্গবিক্ষেপ বা নৃত্য করে। আদিম নৃত্যের উৎপত্তি এই রকম ক'রেই হ'য়েচে। সভ্যতার প্রথম স্তরে নৃত্য সকল জাতির মধ্যেই উত্তেজিত ভাবদ্যোতক ছিল। যে অনুকরণ-পদ্ধতির প্রয়োগে নাটকের আবিষ্কার হ'য়েচে তাই আবার অনুকরণশীল নৃত্যের (pantomima) জনক। খুব প্রাচীনকালে দেশাত্মবোধের ভাব বা ধর্ম্মভাব প্রকাশ করা নৃত্যের রীতি ছিল। সভ্যতার আওতায় পড়ে' সে ভাব আস্তে আস্তে সরে' গেছে। আমরা দেখি মানুষ স্বভাবতঃ দুইটী জিনিষের প্রিয়—সে ভালবাসে খেলা, আর চায় উত্তেজনা। নৃত্যে দুয়েরই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। নৃত্যও একরূপ ক্রীড়া—কিন্তু এ ক্রীড়া শিষ্ট ও সম্ভ্রমাত্মক।

নৃত্য মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। তালমান রসাশ্রয়ে বিলাসসমন্বিত অঙ্গবিক্ষেপকে নৃত্য বলে। অঙ্গবিক্ষেপ থেকে তালমানকে বাদ দিলে আর নৃত্য হয় না। ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, মানুষ সভ্য অসভ্য সকল অবস্থাতেই নৃত্য করেচে। দেখা যায়, মধ্যযুগের সভ্যতার স্তরে নৃত্যের বিশেষ উন্নতি হ'য়েছিল। তখন নৃত্য ক্রমে কলার (art) প্রকৃতি ধারণ করে। ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশ করবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেশ কালভেদে হস্ত ও পদের সংযোগ করা হয়। সঙ্গীতশাস্ত্রে একে নৃত্যের 'করণ' বলে। অনুকরণ করবার স্পৃহা থেকেই এই করণগুলির সৃষ্টি হয়ে থাকবে। শারীরবিজ্ঞানবিদরা বলেন, মনে আনন্দ হ'লে শরীরের উপর যে সব ক্রিয়া হয়, নৃত্যেও সেই সমস্ত শারীরিক ক্রিয়ার স্ফূর্ত্তি হয়ে থাকে। নৃত্যে শরীরের ভিতর যে তেজের সঞ্চার হয় তা সমস্ত শরীরে চারিয়ে থাকে। এ হিসাবে নৃত্যে দেহের অপকার সাধন না করে' পুষ্টিসাধনই করে' থাকে। শারীরিক ব্যায়ামে দেহের যেরূপ বিকাশ ও পরিণতি হয় সেইরূপ নৃত্যেও হয়ে থাকে। শাস্ত্রকাররা বলে' থাকেন, নানাবিধ অবস্থার অনুকরণ করাই হ'চ্চে অভিনয়—

"ভবেদভিনয়োঽবস্থানুকার স চতুর্বিধঃ।"

কেহ কেহ বলেন, যে সমস্ত প্রক্রিয়ার সাহায্যে দর্শকদের সামনে নানা অবস্থার ভঙ্গী প্রকাশ ("প্রয়োগ") সত্যিকারের মত দেখায় তাকেই অভিনয় বলে। অভিনয়ের ব্যুৎপত্তি থেকেও এই অর্থ পাওয়া যায়। দর্শকদের অভিমুখে যে প্রয়োগকে নিয়ে যাওয়া হয় তার নাম অভিনয়:—

অভিপূর্ব্বস্তু নীঞ্‌ধাতুরাভিমুখ্যার্থনির্ণয়ে।
যস্মাৎ প্রয়োগং নয়তি তস্মাদভিনয়ঃ স্মৃতঃ॥"

অভিনয় আবার চার রকম। আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য ও সাত্ত্বিক।

"আঙ্গিকো বাচিকস্তদ্বদাহার্টঃ সাত্ত্বিকোপরঃ।
চতুর্ধাঽভিনয়স্তত্রাঙ্গিকোঽঙ্গৈঃ দর্শিতো মতঃ॥"

অঙ্গের দ্বারা যাহা দেখান হয় তাহা আঙ্গিক। অঙ্গ বললে বোঝায়—মস্তক, হস্ত, বক্ষ, দুই পার্শ্ব কটিতট, পদদ্বয়,—এই ছয়টী। কাহারও কাহারও মতে স্কন্ধদ্বয়কেও অঙ্গ মধ্যে ধরা হয় * আর প্রত্যঙ্গ হ'ল —গ্রীবা, বাহুদ্বয়, পৃষ্ঠ, উদর, উরুদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয়—এই ছয়টী। কেহ কেহ মণিবন্ধদ্বয় জানুদ্বয়, ও ভূষণকেও প্রত্যঙ্গের ভিতর ধরেন।

উপাঙ্গ বারটী। তাদের নাম—দৃষ্টি, ভ্রূপুট, তারা, কপোলদ্বয়, নাসিকাবায়ু, অধর, দন্ত, জিহ্বা, চিবুক ও মুখ।

পাঞ্চি, গুল্‌ফ, অঙ্গুলি, উভয় করতল ও পদতল, মুখরাগ, করদ্বয়ের বিস্তার, এইগুলি করণ।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

* অঙ্গান্যত্র শিরো হস্তৌ বক্ষঃ পার্শ্বে কটিতটম্।
প্রত্যঙ্গানি ত্বিহ গ্রীবা বাহূ পৃষ্ঠং তথোদরম্।
পাদাবিতি ষড়ঙ্গানি স্কন্ধাবপ্যপরে জগুঃ॥
উরূ জঙ্ঘে ষড়িত্যাহুরপরে মণিবন্ধকৌ॥

ষ্টার থিয়েটার

পরিচালক—দি আর্ট থিয়েটার লিমিটেড

৭৯।৩।৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ফোন ১১৩৯ বড়বাজার

শুক্রবার
১৯শে আষাঢ়
৭॥০ ঘটিকায়

সাজাহান

ঔরংজেব—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ সাজাহান—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
জাহানারা—শ্রীমতী রাণীসুন্দরী পিয়ারা—শ্রীমতী আশ্চর্য্যময়ী

শনিবার
২০শে আষাঢ়
৭॥০ ঘটিকায়

জনা

প্রবীর—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ বিদূষক—শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী
জনা—শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী নায়িকা—শ্রীমতী আশ্চর্য্যময়ী

রবিবার
২১শে আষাঢ়
ম্যাটিনী ৬টায়

মহাসমারোহে ১৯৪ অভিনয়

অগ্রিম টিকিট বিক্রয় ও সিট্ রিজার্ভ করা হয়

অভিনয়ান্তে মোটরবাস পাওয়া যায়।

ফেণ্ডস ইনষ্টিটিউটের ও সান্ধ্য-সমিতির
সভ্যগণের সম্মিলনে
নবীন নাট্যকার

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত

নূতন ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

রাজা গণেশ

নাট্যমন্দির—"সীতার"

শততম ও একাধিক শততম

অভিনয় রজনী।

শনিবার ২০শে আষাঢ়, ৪ঠা জুলাই, রাত্রি ৭৷৷০ টায়
ও পরদিন রবিবার বৈকাল ৪৷৷০ টায়

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত অভিনব পৌরাণিক নাটক

(১০০ ও ১০১ অভিনয় রজনী।)

রাম—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

লক্ষ্মণ—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী ভরত—শ্রীতারাকুমার ভাদুড়ী
শত্রুঘ্ন—শ্রীশৈলেন্দ্র চৌধুরী লব—শ্রীজীবনকুমার গাঙ্গুলী
কুশ—শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায় বশিষ্ঠ—শ্রীললিতমোহন লাহিড়ী
বাল্মীকি—শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য শম্বুক—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী
দুর্ম্মুখ—শ্রীঅমিতাভবসু (এমেচার)। বৈতালিক—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে

সীতা—শ্রীমতী প্রভা

তুঙ্গভদ্রা—শ্রীমতী চারুশীলা

বুধবার ২৪শে আষাঢ়, ৮ই জুলাই; রাত্রি ৭ টায়

জনা

এখন হইতে প্রবেশ পত্র পাওয়া যায়

২০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বেঙ্গল প্রেসে—শ্রীপূর্ণচন্দ্র মান্না কর্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত।

নাচঘর

২য় বর্ষ | সম্পাদক : | ২৬শে আষাঢ়
১০ম সংখ্যা | শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী | ১৩৩২

ভিখারিণী

শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

নাট্যজগৎ

গত রবিবার নাট্যমন্দিরে শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত 'সীতা' নাটকের একাধিক শততম অভিনয় রজনীর উৎসব মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হ'য়ে গেছে। সেদিন সহরের বহু সম্ভ্রান্ত ও গণ্য মান্য ব্যক্তি নাট্য মন্দিরে উপস্থিত হয়েছিলেন। বিচিত্র পত্র পুষ্প পতাকায় ও রঙ্গীন বৈদ্যুতিক দীপালোকে মনোমোহন নাট্যমন্দির সেদিন মনোহর শ্রী ধারণ করেছিল। সমাগত দর্শকবৃন্দকে পুষ্প ও মাল্যদানে এবং সুবাসিত গোলাপের নির্য্যাসে অভিষিক্ত ক'রে তাঁদের সম্বর্দ্ধনা করা হয়েছিল।

*　　*

অভিনয় আরম্ভ হবার পূর্ব্বে নাটোরাধিপতি মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ভাদুড়ী মহাশয়কে আশীর্ব্বাদ ক'রে বললেন যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আশীর্ব্বাদ মস্তকে নিয়ে এবং তাঁর উপস্থিতিতে নাট্যমন্দিরে 'সীতার' প্রথম অভিনয় রজনী আরম্ভ হয়েছিল। আজ তিনি থাকলে এই একাধিক শততম অভিনয় রজনীর উৎসবে তিনিই এসে সানন্দে পৌরহিত্য করতেন কিন্তু তাঁর আকস্মিক পরলোক গমনে শিশির কুমার সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হ'য়েছেন। আজ তাই দেশবন্ধুর পরিবর্ত্তে তাঁরই উপর এই ভার পড়েছে। বঙ্গদেশের নাট্যশালার ইতিহাসে একখানি নাটকের একাদিক্রমে একশত রাত্রির অভিনয় অপরেশচন্দ্রের কর্ণার্জ্জুনের পূর্ব্বে আর কখনও হয়নি। 'কর্ণার্জ্জুন' নাটকের অভিনয় এখনও বন্ধ হয়নি। তিনি আশা ক'রেন যে শিশিরকুমারের দ্বারা যোগেশ বাবুর এই সীতা নাটকখানিও আরও দীর্ঘকাল ধরে অভিনীত হবে। শিশিরকুমার যেন এই একাধিক শততম অভিনয়ের পর "সীতা"র বনবাস না দেন।

*　　*

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলেন যে "একখানি নাটক যদি এইরূপ একাদিক্রমে শতরাত্রি বা সহস্ররাত্রি চলে, তাহলে শিশিরকুমারের ন্যায় একজন প্রতিভাবান দক্ষ নাট্যশিল্পীকে নব নব ভূমিকায় দেখবার অবকাশ আমরা খুব কমই পাবো, সুতরাং তিনি ইচ্ছা করেন যে দর্শকেরা যেন আর রাত্রির পর রাত্রি এই একখানিমাত্র নাটক 'সীতার' অভিনয় দেখেই সন্তুষ্ট না হ'য়ে তাঁর কাছে নিত্য নূতন নূতন নাটকের অভিনয় দাবী করেন। এবং শিশিরবাবুও যেন আজকের পর সীতাকে সত্যসত্যই নির্ব্বাসিত করেন।

*　　*

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী কৃতাঞ্জলিপুটে দর্শকদের পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে অভ্যর্থনা ক'রে ব'ললেন যে একখানি নাটককে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ক'রে অভিনয় ক'রতে হলে যথেষ্ট সময় ও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং একখানি নাটকের প্রয়োগব্যয় যত দিন পর্য্যন্ত না উঠে আসে ততদিন পর্য্যন্ত সে নাটকের অভিনয় বন্ধকরা বা অপর একখানি নাটক অভিনয়ের আয়োজন করা সম্ভবপর নয়। তবে "সীতা"র সম্বন্ধে তিনি বললেন যে এ নাটকখানিকে

জনসাধারণ এতই প্রীতির চক্ষে দেখেছেন যে এখনও সীতার অভিনয়ে প্রচুর দর্শক সমাগম হ'চ্ছে, এবং এইভাবে সীতার অভিনয়ে যদি দর্শকের অভাব না ঘটে তাহ'লে তিনি আরও দুইশত রাত্রি সীতার অভিনয় ক'রতে প্রস্তুত আছেন। তিনি আরও বলেন যে বাংলাদেশ যে শিল্পীর আদর ক'রতে শিখেছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হ'চ্ছে তাঁর এই নবগঠিত নাট্য-সম্প্রদায়ের আশাতিরিক্ত সার্থকতা! তিনি যেরূপ বাধা, বিপত্তি ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও এই নাট্য প্রতিষ্ঠানটি গ'ড়ে তুলতে পেরেছেন তা হয়ত' কোনও দিনই সম্ভব হ'তো না, যদি না বাঙ্‌লাদেশের নাট্যামোদী সুধী সজ্জনেরা তাঁকে এতখানি সহানুভূতি দেখাতেন এবং এতটা অনুগ্রহ ক'রতেন। তারপর তিনি দর্শকগণের প্রতি তাঁর আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এই ব'লে বিদায় নিলেন যে আমার স্বজাতির নামে আর যে কোনও বদনামই লোকে দিক্ না কেন তারা যে শিল্পের কদর বোঝে না বা শিল্পের আদর ক'রতে জানে না এ অপবাদ তাদের কেউ দিতে পারবে না।

* *

নূতন সাজ সজ্জায় ও উৎসব-রজনীর উৎসাহে সেদিনের 'সীতা' অভিনয় পরম উপভোগ্য হ'য়ে উঠেছিল। শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ভাদুড়ীর রামের ভূমিকার অভিনয় সেদিন সুনিপুণ নাট্যশিল্প ও অপূর্ব্ব অভিনয় কলা কৌশলের একেবারে চরম সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছিল! ভরতের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত তারাকুমার ভাদুড়ী ও লক্ষ্মণের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ী যেরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় করেছেন তা শিশির কুমারের সহোদরদের সম্পূর্ণ যোগ্য হ'য়েছিল। নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী স্বয়ং অবতীর্ণ হয়ে শূদ্ররাজ শম্বুকের অংশে সেদিন আশ্চর্য্য রকম উচ্চ অঙ্গের অভিনয় করেছিলেন। শ্রীমতী চারুশীলার তুঙ্গভদ্রার অভিনয় অতি সুচারু বলে মনে হ'লো'। ভারতের আদি কবি বাল্মিকীকে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য যেন চক্ষের সম্মুখে এনে উপস্থিত করে দিয়েছিলেন; শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র মোহন রায় ও জীবন কুমার গাঙ্গুলীর সে অপরূপ লব কুশের অভিনয়ের তুলনা হয় না। সৈনিক রমেশ বাবুর সেই তোতলা মুখের "তুই একবার যা-না!" এবং ঋত্বিক্ গোপাল বাবুর মাদুলীর পরিবর্ত্তে 'বাবাচুলী' ধারণ সেদিন সমস্ত দর্শককে হাস্য ধারায় প্লাবিত করে দিয়েছিল। সু অভিনেতা শ্রীযুক্ত অমিতাভ বসুর দুর্ম্মুখের অভিনয় সেদিন খুবই ভাল হয়েছিল। শ্রীমতী প্রভার সীতার অভিনয় অতুলনীয়। শ্রীমতী সুশীলা-সুন্দরীর উর্ম্মিলার অভিনয় স্থানে, স্থানে অতি সুন্দর হ'য়েছিল বটে কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিরাটবক্ষ বজ্রবাহু লক্ষ্মণের পার্শ্বে তাঁকে একেবারে নিতান্ত কাচের পুতুলটির মতো ছোট্ট দেখাচ্ছিল। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র চৌধুরীর শত্রুঘ্নের অভিনয় আর সব দিক দিয়ে ভাল হ'লেও তাঁর কণ্ঠস্বরের একটা অস্বাভাবিক কর্কশতা তাঁর অভিনয়ের অনেকখানি সৌন্দর্য্য-নষ্ট করে দিচ্ছিল! বনদেবী রূপে শ্রীমতী মনোরমার অপরূপ নৃত্যলীলা যেন সেদিন রাত্রের প্রধান উপভোগ্য ব্যাপার হয়ে উঠেছিল! এমন লীলায়িত চঞ্চল অঙ্গভঙ্গী চটুল চরণ সঞ্চালন ও মেদুর মুখভাবের সঙ্গে

নৃত্যের চারু চকিত চপল গতি বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে অনেকদিন দেখতে পাওয়া যায়নি! বশিষ্ঠের ভূমিকায় সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত ললিত মোহন লাহিড়ী রাজগুরুর মর্য্যাদা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন। বৈতালিকের গান সেদিন আশানুরূপ ভাল হয়নি কারণ গায়ক চন্দ্রের কণ্ঠ সেদিন যেন একটু দুর্ব্বল ছিল বলে বুঝ মনে হ'লো। জনৈক ব্রাহ্মণের অংশে নৃপেশ বাবুর অল্পক্ষণের চমৎকার অভিনয়টুকু দর্শকদের চিত্তে একটা রেখাপাত ক'রে যায়। মোটের উপর 'সীতা'র অভিনয় সৌন্দর্য্য এই একাধিক শততম রজনীতেও যেরূপ উজ্জ্বল-ভাবে জাজ্বল্যমান দেখা গেল তাতে মনে হয় সীতা এখনও বহুদিন চল্‌বে।

আর্টথিয়েটার বহুদিন পূর্ব্বে মেবার পতন অভিনয় করবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন কিন্তু তারপর অনেকদিন আর মেবার পতনের কোনও উচ্চবাচ্য শোনা যায়নি বলে অনেকেই সন্দেহ ক'রছিলেন যে হয়ত' ও নাটকখানি চাপা পড়ে গেল। কিন্তু তাঁদের সন্দেহকে অমূলক সপ্রমাণ ক'রে গত বুধবার মহাসমারোহে আর্টথিয়েটারে মেবার পতনের নবপর্য্যায়ে প্রথম অভিনয় হ'য়ে গেছে। আমরা সেদিন অভিনয় দেখে আসবার সৌভাগ্য লাভ করিনি বটে কিন্তু অভিনয়ের ভূমিকা লিপি দেখে আমাদের অনুমান হ'চ্ছে যে মেবার পতনের অভিনয়ে আর্টথিয়েটারের গৌরব নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হয়নি। কারণ নাটকের প্রত্যেক চরিত্রটি এবার যথাযোগ্য লোককে অভিনয় ক'রতে দেওয়া হয়েছে। দানীবাবু উপস্থিত থাক্‌তেও তাঁকে অমরসিংহ না দিয়ে নবীন অভিনেতা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে

এই ভূমিকার ভার দিয়ে আর্টথিয়েটার অত্যন্ত সুবিবেচনার কাজ ক'রেছেন।

* *

এবার আর্টথিয়েটারের "চন্দ্রগুপ্ত" অভিনয় যে সমস্ত থিয়েটারের অভিনীত চন্দ্রগুপ্তের বিগত খ্যাতিকে অতিক্রম করে যাবে অর্থাৎ ইংরাজীতে যাকে বলে 'Record Break' করা—সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহই থাকতে পারেনা। কারণ এখনও চাণক্যের ভূমিকায় দানীবাবু অপরাজেয়, রাধিকানন্দের আন্টীগোনাস্ দেশবিখ্যাত, অহীন্দ্র বাবুর সেলুকাস্ শত্রু মিত্রের প্রশংসা অর্জ্জন করেছে। চন্দ্রগুপ্তের ভূমিকায় দুর্গাদাস বাবুর প্রতিভার বিকাশ সর্ব্বজনবিদিত। সুশীলা সুন্দরীর মুরার অভিনয় মর্ম্মস্পর্শী। তিনকড়িবাবুর ভিক্ষুক সম্রাটকেও প্রলুব্ধ করে। কেবলমাত্র নন্দ ও তাঁর শ্যালক বাচাল এবং ছায়া ও হেলেন এবার কিছু দুর্ব্বল হয়েছে।

* *

মিনার্ভা থিয়েটার দেশবন্ধুর স্মৃতিভাণ্ডারে সাহায্যার্থ বিরাট অভিনয় আয়োজন কর্‌ছেন বলে ঘোষণা করেছেন; আমরা আশা করি তাঁরা আর্ট থিয়েটারের মতোই এই সদনুষ্ঠানে সাফল্য লাভ করবেন। আমরা শুনে আনন্দিত হ'য়েছি যে আর্ট থিয়েটার সেদিন দেশবন্ধুর স্মৃতি-পূজার সাহায্যরজনী উপলক্ষে টিকিট বিক্রয় লব্ধ অর্থের উপর আরও কিছু নিজের তহবিল থেকে যোগ করে মোট ২০০১৲ টাকা দান করেছেন। তাঁদের এই দান যথার্থই প্রশংসনীয়। নাট্যমন্দির মোট কত টাকা দিলেন আমরা এখনও জান্‌তে পারিনি। আশা করি একটা অতিরিক্ত সাহায্যরজনীর আয়োজন ক'র্‌বেন। দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষার্থ প্রয়োজনীয় টাকা সংগ্রহ হবার এখনও অনেক বাকী। সমস্ত থিয়েটারগুলি একত্র মিলিত হ'য়ে একদিন একটা সম্মিলিত অভিনয়ের আয়োজন করলে আমাদের বিশ্বাস বহু অর্থ সংগ্রহ হ'তে পারে। তাঁরা কি এ চেষ্টা করবেন?

* *

গত রবিবার ফরওয়ার্ডের 'মাচা ও পর্দ্দার' পর্দ্দানসীন লেখকটি মুরুব্বিয়ানা করে বলেছেন যে 'নাচঘর' নাট্যমন্দিরের মুখপত্র। তিনি বোধ হয় জানেন না যে নাট্যমন্দিরের সঙ্গে তাঁদের ফরওয়ার্ডের সম্বন্ধ যতটা ঘনিষ্ঠ নাচঘরের সঙ্গে তার চেয়ে বেশী নয়। তবে নাচঘর শিশিরকুমারের প্রবর্ত্তিত কলাসম্মত উচ্চাঙ্গের অভিনয় পদ্ধতির অনুরাগী বটে, কারণ প্রকৃত কারুসৌন্দর্য্যের স্রষ্টাকে সে যোগ্যসম্মান ও শ্রদ্ধা ক'র্‌তে কোনও দিনিই কাতর নয়।

রঙ্গরেণু

শ্রীমতী ডোরোথি গিস্ একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হ'লেও তাঁর ভগ্নী লিলিয়ানের সঙ্গে না হ'লে কোনো ছবিতে তাঁর অভিনয় খোলে না। "চাকচিক্যময় গাত্রাবরণ" (The bright shawl) নামক ছবিতে তাঁর অভিনয় এই জন্যে খুব ভালো হয়নি। এই ছবিতে শ্রীযুক্ত রিচার্ড বার্থেলমেস নায়কের ভূমিকা নিয়েছেন।

*　　*

'স্বর্ণ-লালসা' (The Gold rush) শ্রীযুক্ত চার্লি চ্যাপ্লিনের নূতন চিত্রনাট্যের নাম। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে এর কাজ আরম্ভ হ'য়ে, ১৯২৫ সালের ১৬ই এপ্রিল শেষ হ'য়েছে। এই ছবিতে শ্রীযুক্ত চ্যাপ্লিনের স্বীয় জীবনের কাহিনীই এক রকম বর্ণিত হ'য়েছে।

প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্র অভিনেতা মিল্টন সিল্স্ বলেন খুন, মোটর-দুর্ঘটন, আত্মহত্যা, গৃহ-বিবাদ, মৃত্যু, বাস্তব জীবনে ভুরি ভুরি আছে। সে সব ছবি থেকে দূর ক'রে দাও। ছবিতে কেবল দেখান হবে প্রেমের গৌরবময় ইতিহাস।

*　　*

সুবিখ্যাত ছবির অভিনেতা শ্রীযুক্ত কনওয়ে টিয়ার্লের প্রথমে কি ক'রে বেতন বৃদ্ধি হ'য়েছিল তিনি সে কথা ব'লেছেন। কোনো বিয়োগান্ত চিত্রনাট্যের শেষ দৃশ্যে মৃত্যুর পূর্ব্বে যন্ত্রণা প্রকাশ না ক'রে তিনি হাস্য প্রকাশ ক'রেছিলেন। ছবির কর্ত্তৃপক্ষ ভর্ৎসনার ভাবে একথা তাঁকে বলাতে, তিনি উত্তর করেন যে তাঁর মত অল্প বেতন-ভোগী লোক হাসি মুখেই মৃত্যুকে বরণ করে এই উক্তির ফলে তাঁর মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া হ'য়েছিল।

*　　*

বিখ্যাত লেখক স্বর্গীয় রাইডার হ্যাগার্ডের বিখ্যাত উপন্যাস "শি" চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত হবে। যশস্বী চলচ্চিত্র অভিনেতা শ্রীযুক্ত কার্লাইল ব্ল্যাকওয়েল এতে "লিও"র ভূমিকা নেবেন।

*　　*

"মহা সার্কাস-রহস্য" (The great circus mystery) নামক ছবিতে কোনো মোটর দুর্ঘটনার দৃশ্যে অভিনয় ক'রতে গিয়ে বিখ্যাত অভিনেতা শ্রীযুক্ত ফ্রাঙ্ক্ টালির মৃত্যু হ'য়েছে আর শ্রীযুক্ত টোনি ব্র্যাক্ বিশেষরূপে আহত হ'য়েছেন।

*　　*

চলচ্চিত্র জগতের অন্যতমা প্রধানা অভিনেত্রী শ্রীমতী মেরি ম্যাক্লারেন তাঁর স্বামী লেফ্টেন্যান্ট কর্ণেল জর্জ্জ ইয়ংএর সঙ্গে উত্তর ভারত ভ্রমণে আস্ছেন।

*　　*

শ্রীযুক্ত হারল্ড লয়েড বলেন তিনি সার্কাস দেখ্তে খুব ভালোবাসেন এবং কখনো তা দেখ্বার সুযোগ ছাড়েন নি।

*　　*

শ্রীযুক্ত আল্মা রুবেনস্ কুমারীদের উদ্দেশ ক'রে বলেছেন, যদি চিরদিন অবিবাহিত

থাকতে ইচ্ছা না থাকে তো যে বাড়ীতে মোটেই পুরুষ মানুষ নেই এমন বাড়ীতে বাস কোরো না।

* *

আমেরিকার চলচ্চিত্র-সঙ্ঘ সমূহের মধ্যে মেট্রো-গোল্ড্‌ইন-মেয়ার সঙ্ঘই সব চেয়ে বড়। এতে প্রতি সপ্তাহে প্রায় পাঁচ হাজার লোক কাজ করে।

* *

সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের একখানি সামাজিক নাটক, ম্যাডান কোম্পানি চলচ্চিত্রে চিত্রিত ক'রবেন।

বাঙ্‌লা নাট্য-সাহিত্যে-"সীতা"

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যোগেশবাবু একজন অজ্ঞাতনামা নবীন লেখক হ'লে'ও ইনি যে একজন শক্তিশালী ও কল্পনাকুশল-শিল্পী তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাই আমরা নাটকখানির তৃতীয় অঙ্কের স্বর্ণ-সীতার পরিচ্ছেদে। যোগেশবাবুর রাম, জননীর মুখে শ্রেষ্ঠ শিল্পীগণের দ্বারা সীতার স্বর্ণময়ীপ্রতিমূর্ত্তি সংগঠনের ব্যবস্থা হ'চ্ছে শুনে ভাবছেন তাঁর এই অষ্টাদশ বৎসরের গোপন কামনা আজ এতদিনে 'বাহিরে কি আকার লভিবে?' তারপরই তিনি ব্যাকুল হয়ে জননীকে বলছেন :—

"মাতা, শিল্পী পারিবে না।
হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি জানকীর
নিজে আমি করিব নির্ম্মাণ।
দীর্ঘ অষ্টাদশবর্ষ ধরি
নিশিদিন গোপন প্রাণের ধ্যান মোর—
শিল্পী নহে—শিল্পী নহে—মাতা
নিজে আমি মূর্ত্তি দান করিব তাহার!"

এই যে শিল্পী রামের পরিকল্পনা, প্রাণপ্রিয়া জানকীর স্বর্ণ-প্রতিমা এই যে তাঁর নিজে স্বহস্তে নির্ম্মাণ করবার সঙ্কল্প, গ্রন্থকারের এ অতি অপূর্ব্ব উদ্ভাবনা! এই খানে এই নবীন কবি তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত অমর কবির রামের কল্পনাকে অনেক পশ্চাতে ফেলে রেখে এগিয়ে এসেছেন। আলোচ্য গ্রন্থ খানির এই তৃতীয় অঙ্কে নাট্যকারের প্রতিভা অপূর্ব্ব প্রভায় দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে যেখানে তিনি সীতার হিরণ্ময় মূর্ত্তি নির্ম্মাণরতা রামের প্রকোষ্ঠ-দ্বারে পিতা পুত্রের অসম্ভাবিত সাক্ষাতের মর্ম্মস্পর্শী অপূর্ব্ব করুণ চিত্রখানি এঁকেছেন। সমগ্র নাটকখানি এই দৃশ্যটিতে যেন একেবারে নাট্যকলার চরম বা climax এ গিয়ে পৌঁছেচে!

এই নূতন সীতা নাটকখানির সম্বন্ধে আর একটা যুক্তিহীন কথা উঠেছিল এই যে এ সীতা নাকি হিন্দু নারীর আদর্শ সীতা নয়! কারণ তিনি তাঁর পুত্রদ্বয়কে পিতার সহিত যুদ্ধ ক'র্‌তে শুধু অনুমতি দেন নি সেই যুদ্ধে পুত্রদ্বয়কে 'বিজয়ী হও' বলে আশীর্ব্বাদ ক'রেছেন। এই যে পুত্রের হস্তে নিজ পতির পরাজয় কামনা করা এটা নাকি গ্রন্থকারের পক্ষে ঘোরতর অহিন্দুর ন্যায় আচরণ করা হ'য়েছে! কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে উক্ত লেখকগণ বোধ হয় একবারও উল্টে দেখেন নি যে বাল্মীকির রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে স্বয়ং আদি কবি তাঁর মানসীতনয়া সীতার মুখ দিয়ে রামের উদ্দেশে তিনি—'প্রাকৃত-জন' অর্থাৎ বাংলা ভাষায় যাকে বলে এ্যাকেবারে 'ছোটলোক' ইত্যাদি যে সব অপ্রীতিকর কথা বলিয়েছেন কৃত্তিবাস বুদ্ধিমানের মতো তাঁর গ্রন্থে সে সমস্ত বাদ দিয়ে গেছেন ব'লে রক্ষে, ন'ইলে সীতাকে আদর্শ হিন্দু নারী ব'লে উল্লেখ ক'র্‌তে হয়ত' উক্ত লেখকেরাই আজ ইতস্ততঃ করতেন। সে যাই হোক বাল্মীকির ও কৃত্তিবাসের কথা ছেড়ে দিয়ে তাঁরা যদি একবার গিরিশচন্দ্রের সীতার বনবাসখানিও

খুলে দেখ্‌তেন তাহ'লে দেখ্‌তে পেতেন গিরিশচন্দ্রের সীতা পুত্রদ্বয়কে ব'লছেন :—

"না কর বিবাদ কারো সনে,
কিন্তু যদি কেহ হয় বাদী
প্রহারে দুঃখিনী সুতে
ফিরিবেনা দেশে আর।
পরাজয় হবেন শ্রীরাম
যদি তিনি বাদী হন রণে।
সতী আমি,
যদি পূজে থাকি ভগবতী কায়মনে
পতি পদে থাকে মতি
মিথ্যা কভূ না হবে বচন।"

দ্বিজেন্দ্রলালের সীতাও লবকে বলেছেন :—

তুমি ক্ষত্র বীর,
রাজপুত্র তুমি। যাও যুদ্ধ কর, যাও
ক্ষত্রিয় রমণী আমি, বাধা দিব নাও
যুদ্ধ পিপাসায়। লও মাতৃপদধূলি
মাতৃ আশীর্ব্বাদ সহ শিরে লও তুলি;
যদি সাধ্বী হই, যদি পতি-প্রাণা হই
মম আশীর্ব্বাদে হ'বে ভুবন-বিজয়ী!"

কিন্তু যোগেশবাবুর সীতা এমন অসঙ্কোচে, এমন নির্ব্বিকার চিত্তে পুত্রদের পিতার সহিত যুদ্ধে অনুমতি দিতে পারেন নি। তিনি পুত্রদের বারম্বার অনুরোধেও নিরুত্তর হ'য়ে দ্বন্দ্ব দ্বিধার মধ্যে দোলায়মান অবস্থায় কর্ত্তব্যপথের সন্ধানে আপন অন্তর্য্যামী দেবতার শরণাপন্ন হয়েছিলেন; তার পর পুত্রকে প্রশ্ন করে যখন জানতে পারলেন যে যুদ্ধ হবে আপাততঃ শ্রীরামের এক 'অনুচর' সেনাপতির সঙ্গে এবং 'রামচন্দ্র আসবেন না' তখন তিনি ব'ললেন :—

"যা হবার হবে—
ক্ষত্রিয় রমণী আমি
তনয়ের ক্ষত্রোচিত গৌরব ইচ্ছায়
বাধা দান কভু না করিব।
দিলাম আদেশ
সমরে অজেয় হও ভাই দুই জন।"

যুদ্ধে আদেশ দিয়েও কিন্তু যোগেশবাবুর সীতা নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি; তিনি স্নেহময়ী জননীর মতই ব্যাকুলা হ'য়ে দেবী

সর্ব্বমঙ্গলাকে সকাতরে আহ্বান ক'রে বলছেন :—

"মঙ্গল-দায়িনী মাতা !
কর মাগো মঙ্গল বিধান।
স্বামীর কল্যাণ, পুত্রের কল্যাণ
অযোধ্যার প্রজার কল্যাণ
সবার কল্যাণ, যাচি আমি
হে কল্যাণী চরণে তোমার।"

পিতা পুত্রের যুদ্ধের সম্ভাবনায় এই দ্বিধা ও সঙ্কোচের ভাবটি, যুদ্ধের ফলাফল চিন্তায় এই উৎকণ্ঠা উদ্বিগ্নতা ও চাঞ্চল্য আদর্শ হিন্দুনারী সীতার পক্ষে যেমন মধুর হ'য়েছে, তেমনি তাঁর শান্ত চরিত্রানুযায়ী শোভনও হ'য়েছে। যোগেশচন্দ্রের সীতার আর একটি বিশেষত্ব হ'চ্ছে এই যে তিনি কেবল মহারাজ রামচন্দ্রের ঘরণী ও অযোধ্যার রাজ্ঞী নন, তিনি কেবল লবকুশের জননী ও মহর্ষি বাল্মীকির মানসীতনয়া নন, তিনি যে এই ভূতধাত্রী ধরিত্রী জননীরও কন্যা বটেন—সীতার জীবনের এই রহস্যময় দিকটাও তিনি দেখাতে ভোলেননি। সেই ভূতধাত্রী ধরিত্রী জননীর আহ্বান যে "ধরার মেয়ে"টিকে মাঝে মাঝে সচকিত করে তুলতো এই ঘটনাটিকে তিনি একজন সুদক্ষ নাট্যকারের মতো বেশ্ সুন্দর ভাবে সুকৌশলে ও নিপুণতার সঙ্গে তাঁর নাটকে সন্নিবেশিত করেছেন। ইব্‌সেনের Lady from the Sea বা বঙ্কিমচন্দ্রের বন-দুহিতা "কপালকুণ্ডলা"র মতো গ্রন্থকার সীতার চরিত্রের সঙ্গে এই 'বসুধার ডাক' (call from the Earth) ব্যাপারটাকে যোগ করে দিয়ে

কল্পনাকুশল কলানৈপুণ্যের সঙ্গে মৌলিকতারও পরিচয় দিয়েছেন।

সূর্য্যবংশের কুলপুরোহিত ও রাজগুরু, ব্রহ্মণ্য-প্রাধান্যের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক যে বশিষ্ঠ ঋষি যোগেশবাবু তাঁর মর্য্যাদা তেমন রাখতে পারেননি যেমন মর্য্যাদায় দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁকে মণ্ডিত করে উপস্থিত করেছেন। যোগেশবাবুর বাল্মীকিও দ্বিজেন্দ্রলালের বাল্মীকিকে কোনও দিক দিয়েই নিষ্প্রভ করতে পারেন নি, তবে আদিকবিরূপে, ঋষি রূপে এবং সত্যের প্রচারকরূপে মহর্ষি বাল্মীকির মহিমা তিনি কোথাও এতটুকু ক্ষুণ্ণ করেন নি! দ্বিজেন্দ্রলাল ও যোগেশচন্দ্র উভয়েই ভবভূতির প্রকাণ্ড অনুসরণ করায় এঁদের উভয়েরই রচনার মধ্যে নানা স্থানে ঐক্য পরিলক্ষিত হয়।

(শূদ্রকরাজ শম্বুকের হত্যাকাহিনীকে চির বঞ্চিত অত্যাচারিত ও পদদলিত নিম্ন-শ্রেণীর সনাতন সমস্যারূপে সর্ব্ব প্রথম দ্বিজেন্দ্রলালই বাংলার নাট্য-সাহিত্যে ব্যবহার ক'রেছেন। যোগেশবাবু এ বিষয়ে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছেন।) এই দৃশ্যটিতে যে নাটকীয় বৈভব আছে তা কোনও ক্রমেই উপেক্ষনীয় নয়, এবং এইখানটিতেই কেবল আমরা এই নাটকের সঙ্গে বর্ত্তমানের একটা যোগ-সম্বন্ধ স্থাপন করবার সুযোগ পাই। কিন্তু যোগেশবাবু, রামচন্দ্রের আকৃতির সঙ্গে শূদ্রক রাজকে তাঁর ইষ্টদেবের মূর্ত্তির সৌসাদৃশ্য দেখিয়ে শম্বুকের চরিত্রটিকে একটু জটিল ক'রে ফেলেছেন বলে মনে হয়।
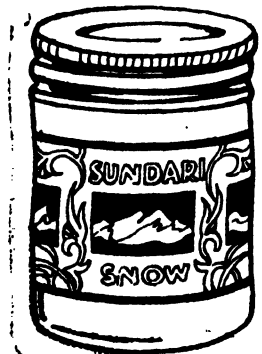
লবকুশের চরিত্র তিনি ঠিক বন-

লালিত ও ঋষি-পালিত রাজকুমারদ্বয়ের মতোই আঁকতে পেরেছেন; এবং এই দু'টি আলেখ্যের মধ্যেও তাঁর মৌলিকতার ছাপ অনেক খানি দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

বনবাসিনী নির্ব্বাসিতা সীতার অপরিসীম বিরহ-বেদনার যে মর্ম্মন্তুদ কাহিনী প্রতিভাবান কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বাসন্তী ও সীতার কথোপকথনের ভিতর দিয়া সুন্দর ভাবে প্রকাশ ক'রেছেন সীতা-রামের সেই শাশ্বত বিরহের করুণ সঙ্গীত এই নবীন নাট্যকার তাঁর লবের দুঃখ ও অভিমানের ভিতর দিয়ে প্রস্ফুটিত করবার যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রেছেন বটে, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের মতো কৃতকার্য্য হ'তে পেরেছেন বলে মনে হয় না। তা ছাড়া তাঁর এই সুন্দর নাটকখানির অনেকটা সৌন্দর্য্য, অনেকটা মাধুর্য্য, ভাষা ও ছন্দের দৈন্যের জন্য মাঝে মাঝে অযোধ্যার রাজপথে ধুলায় লুটাতে' দেখে বাস্তবিকই আপশোস হয়, এবং এ কথাও ঠিক যে তাঁর এই নাটকখানির নাম 'সীতা' হ'লেও, বইখানি তাঁর যে রাম-বহুল ও সীতা-সংক্ষিপ্ত হ'য়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

তবে আশার কথা এই যে বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চের এই নাটক-দুর্ভিক্ষের দিনে যে শ্রেণীর বই সব সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হ'চ্ছে, সে গুলির তুলনায় যোগেশবাবুর 'সীতা'কে আধুনিক নাট্য-সাহিত্যের এই অনুর্ব্বর ক্ষেত্রের এক সুধাস্বাদী সুরসাল সুগন্ধ ফল বলা যেতে পারে।

(এই সীতা নাটকখানি যোগেশবাবুর প্রথম রচনা হ'লেও আমার মনে হয় এর তিনটি অসাধারণ বিশেষত্বের জন্য এই নাটকখানি বাঙ্‌লা নাট্য-সাহিত্যের দরবারে চিরদিনের জন্য একটা স্থায়ী আসন লাভ করবে। এর প্রথম বিশেষত্ব হ'চ্ছে শিল্পী রামের পরিকল্পনা, দ্বিতীয় বিশেষত্ব হ'চ্ছে অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে পিতাপুত্রের অভূতপূর্ব্ব সম্মিলন, এবং তৃতীয় ও প্রধান বিশেষত্ব হ'চ্ছে জননী-বসুধার সেই মর্ম্মস্পর্শী আহ্বান:—

"ধরার মেয়ে! ধরার মেয়ে!
আয়গো ধরার মেয়ে!")

সমাপ্ত।

ডাকঘর

নাচঘর সম্পাদক সমীপেষু

সবিনয়ে নিবেদন,—

আমি প্রায়ই মনোমোহন নাট্যমন্দিরে যাইয়া থাকি। তথায় কয়েকটী ত্রুটী দেখিলাম,—তাহা এতদিন পরেও সারে নাই।

১ম। মহিলা ২৲ ও ১৲ সীটে পাখার অবন্দোবস্ত।

২য়। পুরুষদের সীট।—কাঠের চেয়ার, লোহার পেরেক পরিপূর্ণ ;—আমার দুইবার কাপড় ছিঁড়িয়াছে। ষ্টারের বসিবার সুবিধা অনেক। এখানে পংক্তিগুলা বড় ঘন সন্নিবিষ্ট। কাহাকেও বাহিরে যাইতে হইলে, যাঁহারা বসিয়া আছেন, তাঁহাদের—এক মহা বিড়ম্বনা।

৩য়। একটী ভাল Restauranta অভাব। যেগুলি আছে,—সেখানে যাইতে প্রবৃত্তি হয় না ; ষ্টারের arrangement বিষয়ে চমৎকার।

৪র্থ। প্রোগ্রাম বিক্রয় কোথায়ও নাই। প্রোগ্রাম বিক্রয়ে কত লাভ হয় জানিনা,—কিন্তু ইহা এক ঘোরতর অন্যায়। প্রথম, দুই পয়সা ছিল,—হইল চার পয়সা। কাল 'জনা' দেখিতে গিয়া দেখি মূল্য দুই আনা মাত্র! প্রোগ্রামের চাক্‌চিক্যে প্রয়োজন ? কেহত আর বাঁধাইয়া রাখেন না।—আগেত বাজে কাগজে ছাপিয়া বিনা মূল্যে বিতরিত হইত। এখন যদি মনোজ্ঞ ছাপায় না পোষায়,—তবে পূর্ব্বের মত ব্যবস্থা করিলে ক্ষতি কি ?—থিয়েটার যাত্রীদের উপর ইহা কি অযথা ট্যাক্‌স্ নহে ? আপনিই বলুন।

ইতি বশম্বদ

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২ ছকু খানসামার গলি

কলিকাতা

নাচঘর সম্পাদক মহাশয়

মান্যবরেষু,—

সেদিন আর্ট থিয়াটারের জনা দেখে এলাম। কিন্তু জনার সেই উৎসাহী মাতৃভক্ত তরুণ প্রবীরেব চিহ্ন কোথায়ও খুঁজে পেলাম না। আর্ট থিয়াটার যে কি কারণে তরুণ-বয়স্ক সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি থাকতেও বিরূপ মূর্ত্তি প্রৌঢ় অভিনেতা দানিবাবুকে প্রবীরের পার্ট দিয়েছেন, তা, মোটেই বোঝা গেল না।

প্রবীরের অভিনয়, নাতনীর বয়সী মদনমঞ্জরীর কাছে, মেয়ের বয়সী জনার কাছে এবং নাতির বয়সী অর্জ্জনের কাছে ; অদ্ভুত হাস্যরসের সৃষ্টি করেছিল। নায়িকার দৃশ্যে নায়িকার অভিনয় যেমনি বিশ্রী হয়েছিল ততোধিক বিশ্রী হয়েছিল প্রবীরের। জনার, অর্জ্জুনের, এবংবৃষকেতুর অভিনয় প্রথম শ্রেণীর হয়েছিল ও মানিয়েছিল খুব চমৎকার। শ্রীকৃষ্ণ যেন ভবিষ্যতে সামনে এসে অভিনয় করেন নইলে বাকি অর্দ্ধেক লোক দেখতে পাননা।

শ্রীঅনিলা চৌধুরী, বি, এ,

১০ নং সিংহবাজার

দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন।

নাচঘরের নিয়মাবলী

প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র ইত্যাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধ বা চিঠিপত্র প্রকাশ করা বা না করা সম্পাদকের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেওয়া হয় না। কাগজের এক পৃষ্ঠায় না লিখিলে কোনও লেখা ছাপা হয় না।

নাচঘরের বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা অগ্রিম দিতে হয়। প্রতিসংখ্যার মূল্য ৵১০ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার :—

পৃষ্ঠা	প্রতিসংখ্যা	মাসিক
১ „	৭৷৷০	২৫৲
½ „	৪৲	১৫৲
¼ „	২৷৷০	৮৲
⅛ „	১৷৷০	৫৲

কার্য্যাধ্যক্ষ—নাচঘর

রায় এণ্ড রায়চৌধুরী

পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক

২৪ নং (দোতালা) কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রাপ্তিস্থান :—

৯০।২এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

১৮-২ [মূল্য দুই পয়সা] নাচঘর [Reg No. C. 1304.

মনোমোহন-নাট্যমন্দির

৬৮ বি, বিডন [ফোন নং ১৭১৭ বড়বাজার

শনিবার ২৭শে আষাঢ়, ১১ই জুলাই, রাত্রি ৭৷৷০ টায়
ও পরদিন রবিবার বৈকাল ৪৷৷৹ টায়

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত অভিনব পৌরাণিক নাটক

(১০২ ও ১০৩ অভিনয় রজনী।)

রাম—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

সীতা—শ্রীমতী প্রভা

বুধবার ৩১শে আষাঢ়, ১৫ই জুলাই, রাত্রি ৭৷৷০ টায়

নাট্যসম্রাট গিরীশচন্দ্রের পৌরাণিক মহানাটক

প্রবীর—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

তী তারাসুন্দরী

এখন হইতে প্রবেশ পত্র পাওয়া যায়

২০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বেঙ্গল প্রেসে—শ্রীপূর্ণচন্দ্র মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

নাচঘর

২য় বর্ষ | সম্পাদক: | ১লা শ্রাবণ
১১শ সংখ্যা | শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী | ১৩৩২

নাট্যজগৎ

'অপেরা' নাম দিয়ে—আমাদের দেশের রঙ্গালয়ে যাহা অভিনীত হয় তাহাকে 'অপেরা' বলিয়া উল্লেখ করিলে যে কেবলমাত্র 'অপেরা' সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের অভাব জানানো হয় তাই নয় 'অপেরার' অমর্য্যদা করা হয়। কারণ আমাদের দেশের রঙ্গালয়ে যাহা 'অপেরা' নামে চলে তাহা ঠিক 'অপেরা' বা "গীতাভিনয়" নয় তাহাকে 'অপেরার অপভ্রংশ Melo Drama বা "গীতি-নাট্য" মাত্র বলা চলে।

* *

অপেরার সর্ব্বপ্রথম উৎপত্তি হয় ইটালীতে এবং অপেরাশব্দটিও লাটিন। "opera" ব'ল্‌তে বুঝায় 'A Play Set to music' কিন্তু আমাদের দেশের কোনও অপেরাই Set to Music নয়। এদেশে খাঁটি 'অপেরা' না হওয়ার প্রধান কারণ হ'চ্ছে এখানে কেউ 'অপেরা' রচনা করবার চেষ্টা করেননি। এক রবীন্দ্র নাথের "বাল্মীকি-প্রতিভা" ও "মায়ার খেলা' ছাড়া আর কোনও উল্লেখযোগ্য-'অপেরা' বাংলা নাট্যসাহিত্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় কারণ 'অপেরা' অভিনয় করবার মতো যোগ্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সমাবেশ আমাদের কোনও রঙ্গালয়েই ছিল না এবং এখনও নেই, তারপর তৃতীয় ও শেষ কারণ হ'চ্ছে 'অপেরা' একখানিকে সুশ্রাব্য সুদৃশ্য ও সুন্দরভাবে প্রকাশ ক'রতে পারে এমন একজন প্রয়োগ-কর্ত্তারও একান্ত অভাব ছিল।

আমরা সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে একবার অনুরোধ করেছিলেম, যে তিনি একখানি 'অপেরা' রচনা করে সেখানির প্রয়োগভার স্বয়ং নিয়ে একবার দেখিয়ে দিন যে আসল "অপেরা" কাকে ব'লে এবং তা কি ভাবে অভিনয় ক'রতে হয়! গুরুদাস বাবু অত্যন্ত দুঃখের সহিত আমাদের জানালেন যে 'অপেরা' রচনা হ'লেও তা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরভাবে অভিনয় হওয়া আপাতত: এদেশে অসম্ভব! কারণ আমাদের রঙ্গমঞ্চে যথার্থ সুরজ্ঞান সম্পন্ন অভিনেতা ও অভিনেত্রীর একান্ত অভাব!

* *

কিন্তু আমাদের মনে হয়—গুরুদাস বাবু যদি কিছুদিন নিয়মিত চেষ্টা করেন এবং অভিনেতৃবৃন্দও তাঁর সঙ্গে—যদি সোৎসাহে ও আন্তরীক যত্ন সহকারে খাটেন তা'হলে হয়ত একটা সত্যকার 'অপেরা' খাড়া হ'লেও হ'তে পারে, তবে সে যে, বিলেতের "Beggar's Opera"র মতো চার বৎসর ছেড়ে এক বৎসরও চলবেনা সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, কারণ এদেশের রঙ্গমঞ্চ সংক্রান্ত অশিক্ষিত অনভিজ্ঞ গায়ক গায়িকারা একটা সুর নির্দ্দোষ ভাবে শিখতে যতটা বিলম্ব করে—সেটা ভুল্‌তে তার শতাংশের একাংশও সময় নেয় না! সুতরাং 'অপেরা'য় কৃতকার্য্য হ'তে হ'লে একেবারে একটা নূতন দল গ'ড়ে তোলা দরকার। সে দলের প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রীটি কেবলমাত্র অপেরা'য় অভিনয় করবার জন্যই তৈরি হয়ে

উঠবে! তারা আর অন্য কিছু অভিনয় কর'বে না।

* *

এই অভিনেতৃদলকে সাহায্য করবার জন্য আবার একদল গুণী যন্ত্র-বাদক চাই যারা প্রত্যেক গানখানির সঙ্গে সুরতাল লয় মিলিয়ে সুমধুর সঙ্গতি রক্ষা ক'রতে পারবে, নইলে কোনও অপেরাই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হওয়া সম্ভব নয়। এদেশের রঙ্গমঞ্চে এই "মিউজিক" অর্থাৎ উপযুক্ত যন্ত্র বাদ্যের অভাবে অনেক গীতি নাট্যই (melo-drama-) ব্যর্থ হ'য়ে যায়, সুতরাং গীতাভিনয় (opera) তো কোন্ দূরের কথা! আরও একটা অদৃষ্টের পরিহাস এই যে—রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে এদেশের রঙ্গমঞ্চের জন্য যে অল্প কয়েকখানি গীতি-নাট্য রচিত হয়েছে তার মধ্যে এক শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগচীর "উজ্জ্বলে মধুরে" ছাড়া আর সবগুলিই এমন সব নাট্যকারের লেখা যারা গানের বিষয় বিশেষ কিছু জানতেন না এবং জানেন না! অথচ 'অপেরা' যাদের দেশের জিনিস; সেই য়ুরোপে 'অপেরা' রচনা ক'রে গেছে জগতের বিশ্ববিশ্রুত গায়ক যাঁরা—ওয়াগ্‌নার, বীঠোফেন্, মজার্ট; ভার্দ্দী প্রভৃতি। তাঁরা শুধু বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতাচার্য্যই ছিলেন না তাঁদের রচনা শক্তিও ছিল অতুলনীয়! একাধারে যিনি কবি ও গায়ক, এবং সুঅভিনেতা, উচ্চ শ্রেণীর "অপেরা" কেবল তাঁর দ্বারাই রচিত হওয়া সম্ভব! আমাদের মনে হয় যে এদেশের—গুণীযন্ত্রী, গায়ক, কেবিদকুল যদি এদেশে একটা "অপেরা হাউস" অর্থাৎ যেখানে কেবলমাত্র "গীতাভিনয়" হবে এমন

একটি প্রমোদাগার প্রতিষ্ঠা কল্লে উদ্যোগী হ'ন তাহ'লে বাংলাদেশের—কেবল বাংলা দেশের কেন ভারতবর্ষের রঙ্গালয়ের একটা প্রকৃত অভাব দূর করা হবে।

*   *

মিনার্ভায় ঢাকা থেকে একজন বিশিষ্ট অভিনেতা এসেছেন শুনে আমরা বিশেষ আশান্বিত হ'য়ে উঠ্‌তে পার্‌ছিনি, কারণ পদ্মার ওপারের অনেকগুলি সাধারণ ও অসাধারণ নাট্য সম্প্রদায়ের অভিনয় দেখবার সৌভাগ্য আমাদের একাধিকবার হয়েছে; সুতরাং একথা আমরা বেশ জোর কোরেই বলতে পারি যে এখানকার কোনও উপযুক্ত নাট্যাচার্য্যের কাছে কিছুদিন 'তালিম' না নিলে ঢাকার বিশিষ্ট অভিনেতাটিকে হয়ত শীঘ্রই আবার ঢাকায় ফিরে যেতে বাধ্য হ'তে হবে! নাট্যমন্দিরের শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয় খাস ঢাকা সহরের আমদানী হ'য়েও এত অল্পদিনের মধ্যে যে এরূপ সুনাম অর্জ্জন ক'রতে পেরেছেন তার প্রধান কারণ তিনি ঢাকার অভিনেতা ব'লেই ন'ন, তিনি ভাদুড়ী মহাশয়ের মতো একজন গুনীর সাহচর্য্য ও শিক্ষা লাভ করবার সুযোগ পেয়েছেন ব'লেই; সুতরাং ঢাকার প্রত্যেক লোকটীই যে সে সুযোগ না পেয়েও দ্বিতীয় মনোরঞ্জন হ'য়ে উঠ্‌তে পার্ব্বেন সেবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে! তবে 'দেবাসুরের' নাট্যকার ভূপেনবাবু অভিনয় কলাতেও একজন সবিশেষ অভিজ্ঞ ওস্তাদ সুতরাং তাঁর নাটকের নায়ককে বাঁচাবার প্রাণপন চেষ্টাতে হয়ত তিনি ঢাকাই 'জালাকেও' পিটে মুর্শিদাবাদী 'বদনায়' দাঁড়া করালেও ক'রতে পারেন। দেখা যাক্ কি হয়!

*   *

'রথ'ত গেল, কিন্তু মিনার্ভার রঙ্গ-রথ এখনও ঘরে ফিরলো না, সে যেন "গুণ্ডা-বাড়ী" থাকার মতো আজ হাবড়া, কাল শ্রীরামপুর ক'রে বেড়াচ্ছে। মিনার্ভার মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য এখনও শেষ না হওয়াতেই সম্ভবতঃ তাঁদের এই নির্য্যাতন ভোগ কর'তে হ'চ্ছে। যাই হোক, 'সবুরে মেওয়া ফলে' একথাটা একেবারে মিথ্যা নয়।

এই বিলম্বের ফলে হয়ত মিনার্ভার গৃহই সহরের শ্রেষ্ঠ নাট্যশালায় পরিণত হয়ে উঠ্‌বে এবং 'দেবাসুরের মহলা বেশী দিন হওয়ার জন্য অভিনয়ও যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হবে তা'তে আর কোনও ভুল নেই।

* *

সহযোগী 'শিশির' জানিয়েছেন যে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী চার শত টাকা অর্থদণ্ড দিয়ে মিনার্ভার সঙ্গে তাঁর চুক্তি-পত্র নাকচ করে নিয়েছেন। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর প্রতি মিনার্ভার সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রবাবুর এই অনুগ্রহ যথার্থই প্রশংসনীয়। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের মধ্যস্থতায় তিনি যে ব্যাপারটাকে আদালতে না টেনে নিয়ে গিয়ে আপোশে মিটিয়ে ফেলেছেন এতে আমরা তাঁর বিষয়-বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পাচ্ছি। কারণ মামলা মকর্দ্দমা ক'রলেও তিনি শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীকে কোনও দিনই মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে নামতে বাধ্য ক'রতে পারতেন না কেবলমাত্র চুক্তিকাল শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত নির্ম্মলেন্দু বাবুর অপর কোনও রঙ্গালয়ে অভিনয় করা বন্ধ করতে পারতেন বটে; কিন্তু তাতে মিনার্ভা থিয়েটার বিশেষ কিছু লাভবান হতে পারতো না বরং উল্টে নালিশ মকর্দ্দমায় তাঁদের অনর্থক:কিছু অর্থব্যয় হয়ে যেতো। সুতরাং তিনি যা করেছেন সেটাকে বুদ্ধিমানের মতো কাজই বল্‌'তে হবে। তবে উক্ত পত্রে আরও প্রকাশ যে মনোরঞ্জন বাবুর সঙ্গে ব্যাপারটা নাকি আদালত পর্য্যন্ত গড়াতে পারে। কিন্তু আমরা যতদূর জানি, মনোরঞ্জন বাবুর সম্পর্কীয় ব্যাপারটা আদালত পর্য্যন্ত গড়াবার কোনও উপায় নেই বোধ হয়, কারণ তাঁর সঙ্গে নাকি কোনও আইন-সঙ্গত চুক্তিই হয় নি। অতএব তাঁর কাছ থেকে মিনার্ভা থিয়েটারের হয়ত' চার টাকাও আদায় হবার সম্ভাবনা নেই!

* *

"দেশবন্ধু" স্মৃতি-ভাণ্ডারের সাহায্যার্থ মিনার্ভা থিয়েটারের এই অপ্রত্যাশিত আয়োজন যে কেবল সাধারণের প্রশংসাই অর্জ্জন ক'রেছে তাই নয়, লোকের বিস্ময় উৎপাদনও ক'রেছে যথেষ্ট! এত শীঘ্র "ডালিম" গল্পটীকে ময়দানব তুল্য অদ্ভুতকর্ম্মা বরোদা বাবুর হাত দিয়ে তিন-অঙ্ক নাটকে রূপান্তরিত ক'রে নিয়ে রাতারাতি অভিনয় ক'রে ফেলা বড় সহজ কথা নয়! এ যেন অনেকটা ভেল্কী ও ভোজবাজীর মতো! দৈবদুর্ব্বিপাকে নিঃস্ব ও নিরাশ্রয় হয়েও যে সম্প্রদায় এতদিন পর্য্যন্ত প্রতিকূল অদৃষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করে আপন অস্তিত্ব এমন প্রবলভাবে বজায় রেখেছে এবং এই অস্থিত-অবস্থাতেও এমন যাদুকরের মতো যারা এরূপ অসাধ্য সাধন ব্যাপারও সম্ভব ক'রে তুলছে তাদের জয় ও সিদ্ধি সিদ্ধিদাতা স্বয়ং মাথায় বহন করে এনে দিয়ে যাবে!

* *

আমরা শুনে আনন্দিত হলেম যে

নাট্যমন্দিরও শীঘ্রই রঙ্গালয়ের পক্ষথেকে দেশবন্ধুর স্মৃতিভাণ্ডারের তহবিল বৃদ্ধির চেষ্টায় একটি অতিরিক্ত সাহায্যরজনী দেবার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত হ'চ্ছেন। শিশির বাবু নিজের পকেট থেকে যাই দিন না কেন এই অভিনয় আয়োজন করাটাও তাঁর পক্ষে প্রয়োজন ছিল। কলিকাতার তিনটি রঙ্গালয় থেকে অন্ততঃ দশ হাজার টাকা সংগ্রহ হওয়া উচিত, তা যদি না হয়, তাহলে তিনটি রঙ্গালয়েরই অভিনেতৃবৃন্দ একরাত্রির জন্য একত্র মিলিত হয়ে একটি সম্মিলিত অভিনয়ের আয়োজন করুন সেই অভিনয়ে প্রবেশ মূল্য দ্বিগুণ ক'রে দিলে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ হবার সম্ভাবনা!

* *

নাট্যমন্দিরে 'জনা'র শেষ দৃশ্যের পরিকল্পনা এবার সমস্ত কবি ও চিত্রকরকে পরাস্ত করেছে! রঙ্গমঞ্চে ভগবতী ভাগীরথীর সেই উত্তাল তরঙ্গময়ী কূলপ্লাবিনী মূর্ত্তিতে সহসা আবির্ভাব দর্শকগণের মনের মধ্যে যেমন একটা অতর্কিত চমক্ এনে দেয়, তাদের চ'খের দৃষ্টিতেও তেমনি একটা সভক্তি বিপুল বিস্ময়ের ভাব জাগিয়ে তোলে! সেই যে জননী জাহ্নবীর শতমুখী হয়ে ছুটে এসে পুত্র শোকাতুরা তাপিত কন্যাকে আপনার শীতল বুকে তুলে নেওয়া—সে দৃশ্য যেন চখের উপর প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠে! শেষ দৃশ্যের এই সুন্দর পরিবর্ত্তনে নাট্যমন্দিরের জনার সৌন্দর্য্য যে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সে কথা বলাই বাহুল্য।

* *

আর্ট থিয়েটারের "চন্দ্রগুপ্তের" এবারকার প্রধান বিশেষত্ব হ'চ্ছে শ্রীযুক্ত অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'কাত্যায়ণ' ও শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তীর 'ভিক্ষুক।' প্রবীন ও সুদক্ষ নট অপরেশচন্দ্রের কাত্যায়নের অভিনয় অতি অপূর্ব্ব শোভায় এই নাটকখানিকে সৌন্দর্য্য মণ্ডিত ক'রে তুলেছে! সুকণ্ঠ সুগায়ক ও সুনিপুন অভিনেতা শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী ভিক্ষুক রূপে অবতীর্ণ হ'য়ে তাঁর সুমধুর স্বর লহরীর ঝঙ্কারে দর্শকদের সত্য সত্যই যেন কোন্ মহাসিন্ধুর ওপারের সঙ্গীত স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যান।

* *

"সীতা"র প্রাথমিক অভিনয় কালে শম্বুকের ভূমিকায় নাট্যকার শ্রীযুক্ত যোগেশ-চন্দ্র চৌধুরীর অভিনয় আমাদের মনকে আকর্ষণ করতে পারে নি। কিন্তু আজকাল শম্বুক রূপে তাঁকে দেখলে আর সেই যোগেশ-বাবুকে দেখছি ব'লে মনেই হয় না, কারণ এতদিন পরে শম্বুকের ভূমিকার মধ্যে সত্যই তিনি প্রাণ সঞ্চার করতে পেরেছেন। সীতার শতরাত্রের পরে তাঁর শম্বুকের অভিনয় দেখে আমরা অভাবিত-রূপে আনন্দ লাভ করেছি।

গত সপ্তাহে "সীতা"র তুঙ্গভদ্রার ভূমিকায় শ্রীমতী উষার অভিনয় দেখেও আমরা বিস্মিত হয়েছি। এই কঠিন ভূমিকায় তাঁর অভিনয় এমন চমৎকার হচ্ছে যে, রঙ্গালয়ের পাকা জহুরী নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় পর্য্যন্ত সেদিন প্রকাশ্যে তাঁর সুখ্যাতি না ক'রে পারেন নি! অথচ আমরা শুনলুম, এই ভূমিকায় শ্রীমতী উষা কোন রকম মহলা না দিয়ে, মাত্র আধ ঘণ্টার আগে খবর পেয়েই অবতীর্ণ হ'তে সাহস করেছিলেন। আমরা এই নবীনা অভিনেত্রীর সাহস ও কলা কুশলতার প্রশংসা করি।

রঙ্গরেণু

কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিরেক্টর? এই নিয়ে আমেরিকায় সেদিন এক ভোট হ'য়ে গেছে। ভোটে গ্রিফিথ প্রথম, ইনগ্রাম দ্বিতীয়, এবং সিসিল্'ডি'মিলে যথাক্রমে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন।

* *

বিখ্যাত চলচ্ছল (Movie) অভিনেতা শ্রীযুক্ত ডগ্‌লাস ফেয়ার ব্যাঙ্কস্ ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী মেরী পিক্‌ফোর্ড জানিয়েছেন যে, যে সব চিত্র-নাট্যে (Film) একটু হাস্য কৌতুক না থাক্‌বে তাতে তারা কখনও অভিনয় কর্‌বেন না।

* *

চলচ্চিত্র জগতের সুপরিচিত অভিনেতা শ্রীযুক্ত র‍্যামন নোভারো তাঁর তের বৎসর বয়স্ক ভাই ইউয়ারডোকে এখন থেকেই ছায়া-চিত্র অভিনেতা রূপে গড়ে তুলছেন। "লাল পদ্ম" (The Red Lily) চিত্র নাট্যে র‍্যামন তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে অভিনয় করেছেন।

* *

চলচ্ছল অভিনেতা শ্রীযুক্ত পার্সি মরমণ্ট (Percy Mormont) বলেন (The midnight Alarm) "নিশীথ রাত্রের সতর্ক রব" চিত্র-নাট্যে অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য অভিনয় কর্‌বার সময়ে তিনি মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছেন। ঠিক সেই সময়ে দমকল এসে তাঁকে রক্ষা করে।

* *

চলচ্চিত্র জগতের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী শ্রীমতী কন্সটান্স টালমাজ (Constance Talmadge) ২৫ বছরের আগে কাহারও (কি অভিনেতা কি অভিনেত্রী) ছায়া-চিত্রে প্রবেশ করা পছন্দ করেন না! তিনি বলেন অল্প বয়সে চলচ্চিত্রে যোগদান ক'রলে অল্প সময়ের মধ্যে সাফল্য মণ্ডিত হওয়া যায় এইজন্য প্রায়ই অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা এখন খুব অল্প বয়সেই যোগ-দান করেন। কিন্তু এটা উচিত নয়। কন্সটান্স্ ও নরমা টাল্‌মাজ ১৪ বৎসর বয়সে ছায়া-চিত্রে প্রবেশ করেছিলেন।

* *

শ্রীমতী লিলিয়ান গিশ্ বলেন তার ভগ্নী ডরোথীর সঙ্গে অভিনয় করতে তাঁর সব চেয়ে ভাল লাগে। এজন্য তিনি (The Hunters of the worlds) "দি হাণ্টারস্ অব্ দি ওয়ারল্ডস্" "অরফ্যান অফ্ দি ষ্টরম্" এবং "রমোলা" চিত্র নাট্যে এত সাফল্য লাভ করেছেন!

* *

প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্র অভিনেতা শ্রীযুক্ত রাডলফ্ ভালান্টিনো তাঁর নূতন চিত্র-নাট্য—দি ডেভিলস্ রিডি্‌ল এ (The Devil's Riddle) একসঙ্গে দু'টী ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

* *

শ্রীমতী মেরী পিক্‌ফোড ঘোড়ায় চড়তে খুব ভালবাসেন। তিনি প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ান।

* *

ফ্রেড নিব্‌লো (Fred Niblo) একজন প্রথম শ্রেণীর ডিরেক্টর। তাঁর—"দাই নেম

ইজ ওম্যান" "বেন হুর" প্রভৃতি ছবি চলচ্চিত্র জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তিনি বিবাহ করেছেন ছায়া-চিত্র জগতের সুপরিচিতা অভিনেত্রী এনিড বেনেটকে। (Enid Benett)

* *

বিখ্যাত ছায়াচিত্র অভিনেত্রী পোলা নেগ্রী এখন আরবে। এখানে তাঁরা—"দি ইষ্ট অফ্ সুয়েজ" ছায়াচিত্রে অভিনয় করবেন। তিনি জানিয়েছেন এটা শেষ হ'তে সম্ভবত চার বছর লাগবে। এই ছায়াচিত্রে নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন জনপ্রিয় অভিনেতা "রাডলফ্ ভালেন্টিনো"।

* *

চলচ্চিত্র জগতের জনপ্রিয় অভিনেতা শ্রীযুক্ত রিচার্ড বার্থেলমস্ ও তাঁহার পত্নী শ্রীমতী মেরী হে—"নূতন খেলনা" (New Toys) নামক চিত্রনাট্যে এক সঙ্গে নায়ক নায়িকার ভূমিকা অভিনয় করেছেন।

এবৎসর বহু চলচ্চিত্র অভিনেত্রী ছায়াচিত্র থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তার মধ্যে "আলিস জয়েস্" "ক্যাথারিন ম্যাকডোনাল্ড" ও "পলিন ফ্রেডরিক" উল্লেখ যোগ্য। তাঁরা এখন সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকবেন।

* *

প্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত ডগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্ক্ ও তাঁর পত্নী মেরী পিকফোর্ড তাঁদের ছায়াচিত্র সম্প্রদায়ের নাম "পিকফোর্ড-ফেয়ার ব্যাঙ্ক্ রেখেছেন। তাঁদের সম্প্রদায়ের প্রথম চিত্র—"নেভার টুইন স্যাল মিট্" (Novor twin shall moot) ছায়াচিত্র তোলবার জন্য তাঁরা "সাউথ সি" দ্বীপে গমন করেছেন।

* *

ছায়াচিত্রে ইংলণ্ড প্রতিযোগিতায় আমেরিকার সঙ্গে পেরে উঠ্ছেন না, এতএব ইংলণ্ডের সমস্ত কোম্পানী একত্র সম্মিলিত কবা হ'বে। এজন্য একটা ছায়া-চিত্রাভিজ্ঞদের সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতে বিলাতের বহু গণ্যমান্য লোক সম্মতি দিয়েছেন।
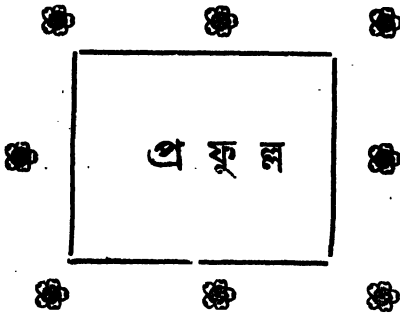
ভারতীয় নৃত্যকলা

আমরা যাকে 'নাচ' বলি শাস্ত্রে তার অনেকগুলি নাম। শব্দরত্নাবলীতে নাচ বোঝাতে যে-কটী শব্দ আছে তা এই—

তাণ্ডব
নটন
নাট্য
লাস্য
নর্ত্তন
নৃত্ত
নাট
লাস
লাস্যক
নৃত্তি

অমরকোষ স্বর্গবর্গে (১৮৫) দিয়েচে—

তাণ্ডবং নটনং নাট্যং লাস্যং নৃত্যঞ্চ নর্ত্তনে।
তৌর্য্যত্রিকং নৃত্যগীতবাদ্যং নাট্যমিদং ত্রয়ম্॥

সঙ্গীতশাস্ত্রকারগণ নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত—নৃত্যের এই তিন রকম ভেদ দেখিয়েছেন। তাঁরা বলেন 'নাট্যং নৃত্যং তথা নৃত্তং ত্রেধা তদিতি কীর্ত্তিতম্।'

নাট্য বল্‌লে অভিনয় বোঝায় আর তা রসেই মুখ্য। নাট্য রসের অভিব্যক্তির কারণস্বরূপ।

নৃত্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাচীন প্রবাদের উল্লেখ আগেকার লেখকেরা করেচেন।

স্বর্গে নাট্যমণ্ডপ তৈরী হ'লে ব্রহ্মার রচিত নাটক 'অমৃতমন্থন' অভিনীত হ'ল। অভিনয় দেখে' দেবতারা ভারি খুসী হ'লেন। মহাদেব তখনও এই নাটকের অভিনয় দেখেন নি। ব্রহ্মা তাঁকে দেখাবার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন। আশুতোষ রাজী হ'লে ব্রহ্মা ভরতকে শিষ্যদের নিয়ে প্রস্তুত হ'তে আদেশ দিলেন। হিমালয় পাহাড়ের পিছনে 'ত্রিপুর-দাহ' নাটকের অভিনয় হ'ল। মহাদেব অভিনয় দেখে' বড়ই সন্তুষ্ট হ'লেন বটে; কিন্তু নাটকে নৃত্য ছিল না। তাই মহাদেব বল্‌লেন—

'যশ্চায়ং পূর্ব্বরঙ্গস্তু ত্বয়া শুদ্ধঃ প্রযোজিতঃ।
এতদ্বিমিশ্রিতশ্চায়ং 'চিত্রো' নাম ভবিষ্যতি॥
—নাট্যশাস্ত্র, ৪। ১৪।

তুমি যে 'পূর্ব্বরঙ্গ' প্রয়োগ করেচ তা 'শুদ্ধ'ই হয়েচে। এর সঙ্গে নৃত্য জুড়ে দিলে অভিনয় 'চিত্র'ই হ'বে সন্দেহ নাই। মহেশ্বরের কথা শুনে' স্বয়ম্ভূ তাঁকে নৃত্যের অঙ্গহারাদি দেখাতে বল্‌লেন। তখন মহাদেব তণ্ডুমুনিকে ডেকে বল্‌লেন—

"প্রয়োগমঙ্গহারাণামাচক্ষ্ব ভরতায় বৈ।"
—নাট্যশাস্ত্র, ৪। ১৬

মহাদেবের আদেশে তণ্ডু ভরতকে সমস্ত দেখিয়ে দিলেন। তণ্ডুর কাছে পাওয়া বলে' নৃত্যের সাধারণ নাম হ'ল 'তাণ্ডব'। *

* তেনাপি হি ততঃ সম্যক্ গারুড় (?) সমন্বিতঃ।
নৃত্তপ্রয়োগঃ সংসৃষ্টো যস্তাণ্ডবমিতি স্মৃতঃ। ৪। ২৬০

পার্ব্বতী বাণকন্যা উষাকে নাট্য শেখান। উষার কাছ থেকে দ্বারকায় গোপীরা শেখে। আর তাদের নিকট সৌরাষ্ট্রদেশের মেয়েরা শিক্ষা লাভ করে। সৌরাষ্ট্ররমণীদের কাছ থেকে নানা জনপদের নারীগণ শিক্ষা করে।

পার্ব্বতী ত্বনুশাস্তি স্ম লাস্যং বাণাত্মজামুষাম্।
তয়া দ্বারবতীগোপাস্তাভিঃ সৌরাষ্ট্রযোষিতঃ।৭
তাভিস্তু শিক্ষিতা নার্য্যো নানাজনপদাস্পদাঃ।
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমেতল্লোকে প্রতিষ্ঠিতম্। ৮
সঙ্গীতরত্নাকর—পৃঃ ৬২৪।

আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল থেকেই নৃত্য প্রচলিত আছে। মহাদেব সকল সময় নৃত্য করে' থাকেন বলে' তাঁর একটি নাম 'নটরাজ'। এপর্য্যন্ত যত 'নটরাজ'-মূর্ত্তি পাওয়া গেছে সবই নৃত্যশীল। গণেশও কতকটা বাপের ধাত পেয়ে সময়ে সময়ে নেচে থাকেন। তাঁর এই নৃত্যশীল মূর্ত্তির নাম 'নৃত্যগণেশ'। কৃষ্ণও নাচতে ছাড়েন নি। কবি জয়দেব 'নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে' প্রভৃতি পদে তাঁর এমূর্ত্তি ভক্তের হৃদয়ে মুদ্রিত করে' রেখেছেন। তাঁর নৃত্যগোপাল মূর্ত্তি রসজ্ঞদের আনন্দবর্দ্ধন করেই থাকে। স্বর্গের দেবতারাও নৃত্য খুব ভালবাসেন। উর্ব্বশী, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরা তাঁদের আমোদ দেন। গন্ধর্ব্ব-কন্যারা নাচকে তো পেশা ক'রেই রেখেছেন। দেবর্ষি নারদ বীণা বাজাতেন, গান করতেন, সঙ্গে সঙ্গে নাচতেও ছাড়তেন না।

প্রাচীন ভারতে নৃত্য গৃহস্থাশ্রমে খুব প্রচলিত ছিল। ঋষিরা গীতবাদ্যের সঙ্গে নৃত্যেরও অনুমোদন করেছেন। ভীষ্ম মৃত্যুশয্যায় যুধিষ্ঠিরকে নৃত্য গীত বাদ্য শিখতে উপদেশ দিয়েছেন। আগেকার সভা-সমিতি ছিল কতকটা এখনকার ক্লাবের মত। সভা-সমিতিতে নিয়মমত সকলকে যেতে হ'ত। আর সেখানে নানা বিষয় অনুশীলনও করতে হ'ত। নৃত্য-গীত সভা-সমিতির আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল। সেকালে পুরুষরা নৃত্য করত; স্ত্রীলোকের তো নৃতশিক্ষা অবশ্য-কর্ত্তব্যই ছিল। স্ত্রীপুরুষের একসঙ্গে নৃত্য করাও অসাধারণ ব্যাপার ছিল না। অর্জ্জুন যে নাচগানের ওস্তাদ ছিলেন তা সবাই জানে।

কৃষ্ণ বলরাম নৃত্যগীতে খুব পটু ছিলেন। সুন্দরী রমণীরা রামচন্দ্রের সম্মুখে নাচতেন। শান্তনু-পত্নী গঙ্গা স্বামীর সম্মুখে নৃত্য করতেন। যাদব-রমণীরা যে নৃত্য করতেন তার প্রমাণ মহাভারতে আছে।

কচ ও দেবযানী তপোবনে থাকতেন। তাঁরা সেখানে নাচতেন, গাইতেন, বাজাতেন। বলরাম রেবতীকে নিয়ে নাচতেন, কৃষ্ণ সত্যভামার সঙ্গে, অর্জ্জুন সুভদ্রার সঙ্গে নাচতেন। যাদবেরা নিজের নিজের বধূর সঙ্গে নাচতেন। যাদবেরা সকলে একসঙ্গেই মিলিত হয়ে আপনার আপনার বধূর হাত ধরাধরি করে' নাচতেন। ইঁহাদেরও বহুপূর্ব্বে বৈদিক যুগেও স্ত্রী-পুরুষে একসঙ্গে নৃত্য করেচে। ধর্ম্মের জন্য লোকে নৃত্য করত। বৈদিক অনুষ্ঠান 'মহাব্রত'-যজ্ঞে স্ত্রীলোকেরা মণ্ডলাকারে নৃত্য করত। আমোদের জন্যও স্ত্রীলোকে মণ্ডলাকারে নাচত তার প্রমাণ আছে। পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে লিখেচেন, রমণীরা ডুমুরের রঙের সুরাপাত্র হাতে করে' মণ্ডলাকারে নৃত্য করচে।—"যদ্ উদুম্বরবর্ণানাং ঘটীনাম্ মণ্ডলং মহৎ।" তখন সুরাপাত্রের একটা নাম দিল—'ঘটী'।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

নাচঘরের নিয়মাবলী

প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র ইত্যাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধ বা চিঠিপত্র প্রকাশ করা বা না করা সম্পাদকের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেওয়া হয় না। কাগজের এক পৃষ্ঠায় না লিখিলে কোনও লেখা ছাপা হয় না।

নাচঘরের বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা অগ্রিম দিতে হয়। প্রতিসংখ্যার মূল্য ৴১০ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার :—

পৃষ্ঠা	প্রতিসংখ্যা	মাসিক
১ "	৭৷৷০	২৫৲
½ "	৪৲	১৫৲
¼ "	২৷৷০	৮৲
⅛ "	১৷৷০	৫৲

কার্য্যাধ্যক্ষ—নাচঘর

রায় এণ্ড রায়চৌধুরী
পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক
২৪ নং (দোতালা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

কলিকাতার প্রাপ্তিস্থান :—
৯০।২এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

মনোমোহন-নাট্যমন্দির

৬৮ বি, বিডন ষ্ট্রীট] [ফোন নং ১৭১৭ বড়বাজার

শনিবার ২রা শ্রাবণ, ১৮ই জুলাই, রাত্রি ৭৷৷০ টায়
ও পরদিন রবিবার বৈকাল ৪৷৷০ টায়

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত অভিনব পৌরাণিক নাটক

(১০৪ ও ১০৫ অভিনয় রজনী।)

রাম—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

সীতা—শ্রীমতী প্রভা

বুধবার ৬ই শ্রাবণ, ২২শে জুলাই, রাত্রি ৭৷৷০ টা

নাট্যসম্রাট গিরীশচন্দ্রের পৌরাণিক মহানাটক

প্রবীর—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

জনা—শ্রীমতী তারাসুন্দরী

এখন হইতে প্রবেশ পত্র পাওয়া যায়

২০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বেঙ্গল প্রেসে —[illegible]চন্দ্র মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।